বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১

ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন)
স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন
www.ypsa.org @ypsabd

সম্পাদক : মোঃ আরিফুর রহমান।

নির্ব াহী সম্পাদব : মোহাম্মদ শাহজাহান
মোঃ আবদুস সবুর
শ্যামশ্রী দাস

সহযোগিতায় : পলাশ চৌধুরী, মনজুর মোরশেদ চৌধুরী, খালেদা বেগম, নাছিম বানু, মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলী শাহিন, ভাস্কর ভট্টাচার্য, গাজী মোঃ মাইনুদ্দিন, মোঃ নাজমুল হায়দার, নেওয়াজ মাহমুদ, ফারহানা ইদ্রিস, যিশু বড়ুয়া, সাদিয়া তাজিন, মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, প্রবাল বড়ুয়া, সানজিদা আকতার, বনরত্ন তঞ্চঙ্গ্যা, মোস্তাক আহমদ, রোজিনা আক্তার, শেখ ওবায়দুল হক, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, শমসের উদ্দিন মোস্তফা, এম আজিজুল হক, ইউসুফ মোহাম্মদ, মোহাম্মদ আবু তাহের, মোঃ রুহুল্লাহ্ খান, মোঃ আবদুন নুর, মোহাম্মদ মহিন উদ্দিন, ফারাহ আমিনা, মোঃ ইসমাইল, জয়নাল আবেদীন, আজনবী মজুমজুমদার, সঞ্জয় চৌধুরী, মোঃ দিদারুল ইসলাম, শোভন চৌধুরী ও আরো অনেকে।

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন : মোঃ আবদুস সবুর।

প্রকাশনায় : ইপসা

প্রকাশকাল : জুলাই ২০২১ খ্রীঃ

বার্ষি ক প্রতিবেদন২০২০-২০২১ ইং

ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন)

বাড়ি নং # এফ ১০ (পি), সড়ক নং # ১৩, ব্লক - বি
চান্দগাঁও আবসিক এলাকা, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম ৪২১২।

মুখবন্ধ

স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন ইপসা'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানবেন। বার্ষি কপ্রতিবেদন-২০২১ এ ইপসা'র গত এক বছরের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্য ক্রমএর তথ্যাদি সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হল। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরটি ইপসা'র জন্য খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বছর। ইপসা, বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সক্রিয়ভাবে সাড়া দিয়ে সফলতার সাথে এই বছরটি অতিক্রান্ত করেছে। আমি খুবই আশাবাদী যে, আগামী বছরগুলোতে এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে, স্থানীয় জনগোষ্ঠির চাহিদা ভিত্তিক টেকসই, সৃজনশীল ও উদ্ভাবনীমূলক কর্ম সূচীতে নিজেদেরকে আরো ব্যাপক আকারে সম্পৃক্ত করতে পারবো। আমি ধন্যবাদ দিতে চাই, ইপসা পরিবারভূক্ত সকল সদস্য, কর্মী, স্বেচ্ছাসেবীসহ লক্ষিত জনগোষ্ঠি, সরকার ও উন্নয়ন সহযোগিদের আন্তরিক সহযোগিতা ও সমর্থ ন এর জন্য। আমি বিশেষ ধন্যবাদ দিতে চাই, ইপসা বার্ষি কপ্রতিবেদন-২০২১ প্রণয়নে নির্ব াহীসম্পাদক সহ অন্যান্য সহযোগীদের যারা এই প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত ছিলেন।

ইপসা বিশ্বাস করে, দরিদ্র, ঝুঁ কিপূর্ণ ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির অধিকার আদায়, উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ ও সাম্যতার পৃথিবী বির্নি মাণেআমাদের সাথে আপনাদের সমর্থ নও সহযোগিতা অব্যহত থাকবে।

(মোঃ আরিফুর রহমান)
প্রধান নির্ব াহী
ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন)

সূচীপত্রঃ

প্রারম্ভিকাঃ 4

ভিশন : 5

মিশন : 5

মূল্যবোধ : 5

সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য : 5

গর্ভ নেন্স : 6

সাধারণ পরিষদ সদস্য : 6

কার্য করী পরিষদ: 6

মাসিক সমন্বয় সভা : 6

সিনিয়র ম্যানেজমেন্টদের ত্রৈমাসিক সভা : 6

কর্ম এলাকা: 6

কর্ম এলাকার অফিস সমুহ 7

মানব সম্পদ : 7

আইনি ভিত্তি : 7

দাতা/সহযোগী সংস্থা সমূহ: 8

অর্জন সমূহ : 8

ইপসা'র উন্নয়ন থিম সমূহ: 10

স্বাস্থ্য কর্ম সূচী 12

শিক্ষা 16

মানবাধিকার ও সুশাসন 21

অর্থ নৈতিক ক্ষমতায়ন 36

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা 54

রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা বিষয়ক প্রকল্পসমূহ 60

বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ সাড়াদান ও প্রতিরোধে ইপসা'র কার্য ক্রম 72

লিংক অরগানাইজেশনসমূহ: 74

ইপসার ভবিষ্যত পরিকল্পনা 85

প্রারম্ভিকাঃ

স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন ইপসা গত ২০ শে মে ২০২১ সমাজ উন্নয়ন ও অংশীদারিত্বে ৩৬ তম বছরে পর্দ াপণ করল।১৯৮৫ সালের ২০ শে মে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলাধীন মহাদেবপুর গ্রামে ১৪ জন উদ্যোমী যুব জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ উদযাপন ও স্বপ্রণোদিত ভাবে উৎসাহিত হয়ে ইপসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮৫-১৯৯১ সাল পর্য ন্ত এই যুব সংগঠনটি যুবদের নেতৃত্বে বিকাশে স্থানীয় যুবদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কার্য ক্রম গ্রহণ ও সফল ভাবে বাস্তবায়ন করে। ১৯৯১ সালের ২৯ শে এপ্রিলের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণি ঝড় ও জলোচ্ছাসের পরবর্তিতে ইয়ং পাওয়ার এর সংগঠকবৃন্দ জরুরী ত্রাণ সরবরাহ ও পূনর্ব াসন কাজে নিজেদেরকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করে। পরবর্তিতে১৯৯২ সালে **"ইয়ং পাওয়ার"** যুব সংগঠনটি ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন) নামে রূপান্তরিত হয়ে বেসরকারি অলাভজনক সমাজ উন্নয়ন সংগঠন হিসেবে কার্য ক্রম শুরু করে। কালক্রমে ইপসা চট্টগ্রাম বিভাগ সহ সারা বাংলাদেশে উন্নয়ন কার্য ক্রম পরিচালনা করে এবং আন্তর্জাতিক পর্য ায়ে বিভিন্ন ফোরাম ও নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে কর্ম বিস্তৃতি ঘটায় এবং সুনাম অর্জন করে। সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন বিভাগ যেমন, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, সমাজ কল্যাণ বিভাগ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, কপিরাইট অফিস, জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটী এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর নিবন্ধন লাভ করে। ইপসা যুব উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখায় ইপসা ১৯৯৯ সালে আন্তর্জাতিক যুব শান্তি পুরস্কার অর্জন করে। ২০১৩ সালে জাতিসংঘের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদের বিশেষ পরামর্শ ক পদমর্য াদাভূক্ত সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

ইপসা সাংগঠনিক ভিশন-মিশন-মূল্যবোধকে ধারণ করে সুনির্দি ষ্টকৌশলগত পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষিত জনগোষ্ঠী এবং কর্ম এলাকার চাহিদা ভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্ম সূচি বা প্রকল্পসমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। বর্তমানে ইপসা সামাজিক উন্নয়ন বিভাগ, অর্থ নৈতিক উন্নয়ন বিভাগ, অর্থ বিভাগ, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন বিভাগ, নলেজ ম্যানেজমেন্ট ফর ডেভেলপমেন্ট বিভাগের মাধ্যমে স্বাস্থ্য; শিক্ষা; মানবাধিকার ও সুশাসন; অর্থ নৈতিক ক্ষমতায়ন; পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যে াগঝুঁ কি হ্রাস ও মানবিক সহায়তা এই চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা ৫ টি মূল থিমে কাজ করছে।

ইপসা তথ্য প্রযুক্তিতে প্রতিবন্ধী মানুষের অভিগম্যতা তৈরীতে, প্রধানমন্ত্রীর কার্য ালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন(এ টু আই) কর্ম সূচির সহযোগী হিসেবে বিভিন্ন উদ্ভাবনী মূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। এসব উদ্ভাবনী মূলক কর্ম সূচিসমূহ জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্য ায়ে বিভিন্ন স্বীকৃতি ও সম্মননা অর্জন করেছে। দূর্যে াগ ব্যবস্থাপনা কার্য ক্রম ও কোভিড-১৯ সাড়াদানে ইপসা সব সময় ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের পাশে থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থানীয় প্রশাসন এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের সাথে সু-সমন্বয় করে দুর্যে াগকালীন এবং দুর্যে াগ পরবর্তী জরুরী ত্রা কার্য ক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। সম্প্রতী পাশ্ববর্তী দেশ মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা জোরপূর্ব ক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মানবিক সহযোগিতা ও আশ্রয় প্রদানের লক্ষ্যে ইপসা ব্যাপক আকারে ত্রান ও পূর্ণ বাসনের কাজ চালিয়ে আসছে। বর্তমানে ইপসা প্রায় ৬৫ হাজার রোহিঙ্গা পরিবারের বিভিন্ন মানবিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে, যা স্থানীয় বেসরকারি সংস্থার মধ্যে বৃহৎ। বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ আমাদের সব চিন্তা, পরিকল্পনা, কর্ম-কৌশল পাল্টে দিচ্ছে। মহামারি কোভিড-১৯ কে অভিযোজন করেই আগামী দিনে আমাদের সবকিছু পরিকল্পনা ও কর্ম-কৌশল ঠিক করতে হচ্ছে। ইপসা'র সামাজিক ও অর্থ নৈতিক উন্নয়ন কর্ম সূচিসমূহ বাংলাদেশেরসহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে তৃণমূল পর্য ায়ে কার্য করী ভূমিকা রেখেছিল। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের ভিশন২০২১ এর বাস্তবায়ন, এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে রূপান্তরনে সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। সর্বে াপরি স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্য(এসডিজি) ২০৩০ এর সফল বাস্তবায়নে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্য ক্রমসমূহের সাথে সমন্বয় করে ইপসা বিভিন্ন কার্য ক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে ।

ইপসা'র এই দীর্ঘ পথচলায় আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের সকলের প্রতি প্রাণঢালা অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন হিসেবে ইপসাকে নিয়ে নতুন করে উন্নয়ন স্বপ্ন দেখার, বর্তমান উন্নয়ন কার্য ক্রম আরো প্রসারে ও স্থায়ীত্বশীলতা তৈরীতে আপনারা অতীতে যেভাবে আমাদের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন, ভবিষ্যতে একইভাবে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ প্রদান করে যাবেন এটি আপনাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা। সংগঠনের স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিত ও কার্য পরিধি বৃদ্ধি পেলে আমার আপনার সকলের উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্র তৈরী সহ নতুন নতুন কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ভিশন :

এমন একটি দারিদ্রমুক্ত সমাজ যেখানে সকলের অধিকার নিশ্চিত হয়েছে।

মিশন :

ইপসা'র অস্তিত্ব দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী ও তাদের সমাজের টেকসই পরিবর্তন আনয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকে অংশগ্রহণ করা।

মূল্যবোধ :

- দেশপ্রেম এবং জাতীয় স্বার্থ সার্ব ভৌমত্বএবং জাতীয় গৌরবের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা
- ন্যায়বিচার স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা
- পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং জেন্ডার বান্ধব মনোভাব সম্পন্নতা
- মানসম্পন্নতা এবং উৎকর্ষ তা
- বিনম্রতা এবং আত্মবিশ্বাস
- বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ
- পরিবেশ এবং প্রাণী জগতের প্রতি সহমর্মি তা

সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য :

ইপসার ভিশন,মিশন এবং মূল্যবোধকে লক্ষিত পথে পরিচালিত করার জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য সাংগঠনিক কৃষ্টি/কালচার হিসাবে অনুমোদিত হয়েছে। সংস্থার সকল কর্মী, সদস্য, স্বেচ্ছাসেবী এবং ব্যবস্থাপনা পর্ষ দ সকলে মিলে এই লক্ষ অর্জনে সচেষ্ট থাকব। সংস্থার কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলঃ

- পারিবারিক পরিবেশ
- দায়িত্ব সচেতনতা
- ব্যয় সাশ্রয় নীতি
- গঠনমূলক সমালোচনা ও সংস্থার পরিচিতি প্রসার
- বিভিন্ন জাতি ধর্ম ও বর্ণে'র সাম্য ও সম্প্রীতি
- সুস্থ বিনোদন

গর্ভ নেন্স:

ইপসা'র অনুমোদিত গঠনতন্ত্র মোতাবেক গভর্নে ন্স কার্য ক্রম পরিচালিত হয় মূলতঃ সাধারণ পরিষদ ও কার্য করী পরিষদের সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং অনুমোদিত পলিসি/ গাইডলাইনসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে। একে অপরের পরিপূরক হিসেবে এবং সমন্বিতভাবে সংস্থার সদস্যবৃন্দ ও নিবেদিত প্রাণ দক্ষ কর্মীবৃন্দ দীর্ঘ মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা ও বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে।

সাধারণ পরিষদ সদস্য :

ইপসা'র সাধারণ পরিষদ সদস্যবৃন্দের অংশগ্রহনে বছরে একবার বার্ষি ক সাধারন সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উক্ত সভায় গত এক বছরের মোট বাস্তবায়িত কার্য ক্রম ও আর্থি ক বিবরণী এবং আগামী এক বৎসরের কর্ম পকিল্পনা ও প্রস্তাবিত আর্থি ক বাজেট পর্য ালোচনা ও অনুমোদন করা হয়। সভায় সংস্থার দীর্ঘ স্থায়ীত্বের কথা বিবেচনা রেখে সাংগঠনিক বিষয়াবলীর সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। প্রতি তিন বছর পরপর ৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্য করী পরিষদ (সভাপতি, কোষাধক্ষ্য, কার্যকরী পরিষদ সদস্য ৪ জন ও সদস্য সচিব) গঠন করে থাকে।

কার্য করী পরিষদ:

ইপসা তার গঠনতন্ত্র মোতাবেক কার্য করী পরিষদের নির্দে শনা ও পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। কার্য করী পরিষদ সংগঠনের সাংগঠনিক ও অর্থ নৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন করে এবং সংস্থার দীর্ঘ স্থায়ীত্বের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কর্মকান্ডের বাস্তবায়নে অনুমোদন ও সুপারিশ করে থাকেন। প্রতিবছর এই সব বাস্তবায়িত ও পরিকল্পিত উন্নয়নমুলক কর্ম কান্ড সাধারন পরিষদ সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন করা হয়। ইপসা কার্য করী পরিষদ এর সদস্যবর্গ বিভিন্ন সময় সংস্থার বিভিন্ন কার্য ক্রম ও কার্য ালয়সমূহ পরিদর্শ ন করেন।এসময় তারা মাঠ পর্য ায়ে বিভিন্ন প্রকল্পের কার্য ক্রম পরির্দ শনের পাশাপাশি বিভিন্ন সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় প্রশাসনের সাথে মতবিনিময় করে থাকেন।

মাসিক সমন্বয় সভা :

ইপসা'র বিভিন্ন কর্ম সূচী/প্রকল্প সমূহ ঠিক মত পরিচালিত হচ্ছে কিনা, তা তদারকি ও পরিবর্তীতে পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রতি মাসে দিন ব্যাপী এই মিটিং পরিচালনা করা হয়। স্ব স্ব প্রকল্পের স্টাফগণ এ মিটিং এ অংশগ্রহন করেন এবং নিজেদের কর্ম পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। এইমিটিংয়ে সংস্থার সিনিয়র কর্ম কর্তাউপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দে শনাদেওয়া হয়।

সিনিয়র ম্যানেজমেন্টদের ত্রৈমাসিক সভা :

সংস্থার সিনিয়র স্টাফদের কাজে গতিশীলতা ও পারস্পরিক সমঝোতা আনয়নে প্রতি তিন মাস পর পর এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সিনিয়র স্টাফরা তাদের কাজের বিবরণ, প্রকল্পের অগ্রগতি ও বাৎসরিক পরিকল্পনার আপডেট অবহিত করেন। উক্ত সভায় প্রধান নির্ব াহী উপস্থিতি থেকে সভা পরিচালনা করেন। সভা শেষে প্রধান নির্ব াহী ও কোর ম্যানেজমেন্ট সংস্থার সিনিয়র স্টাফদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দে শনা প্রদান করে থাকেন।

কর্ম এলাকা:

জেলা: ১৩

উপজেলা/থানা: ৭০

ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড: ৭৭০

গ্রাম : ৬৯৩০

জনসংখ্যা কভারেজ:

প্রত্যক্ষ : ৩.৬ মিলিয়ন (আনুমানিক)

পরোক্ষ: ১৪ মিলিয়ন (আনুমানিক)

কর্ম এলাকার অফিস সমুহ

প্রধান কার্য ালয় : ০১
ঢাকা অফিস : ০১
ফিল্ড / ব্রাঞ্চ অফিস : ৭৫
ট্রেনিং সেন্টার : ০৬ টি (৩ টি আবাসিক, ৩ টি অনাবাসিক)
হেলথ সেন্টার : ০৬
কমিউনিটি রেডিও : ০১ টি (রেডিও সাগর গিরি এফএম ৯৯.২- সীতাকুন্ড অবস্থিত)
ইন্টারনেট রেডিও : ০১ টি (রেডিও দ্বীপ- সন্দ্বীপে অবস্থিত)

মানব সম্পদ :

কর্মী	মোট	নারী
নিয়মিত কর্মী (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)	১৩৬৭	৫২১
খন্ডকালীন কর্মী (স্কুল শিক্ষক সহ)	৩৯	২৪
আন্তজাতিক ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী এবং ইন্টানী	১৪৯৯	৫৬৬
মোট	**২৯০৫**	**১১১১**

আইনি ভিত্তি :

ক্রম	নিবন্ধন তথ্য	নিবন্ধন নম্বর	নিবন্ধন তারিখ
১	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	৯১৬	২৬/০২/৯৫ ইং নবায়ন ২৬/০২/৩০
২	সমাজ সেবা অধিদপ্তর	চট্টঃ ১৮৭৫/৮৯	১০/০৯/১৯৮৯ ইং
৩	মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি	এমআরএ০০০০৩৩৯ ০০২৯৯ ০১২৪৯ ০০৩৩৫	২৩/০৯/২০০৮ইং
৪	জয়েন্ট স্টক কোম্পানী	সিএইচসি-২২৭/০৪	২৯/০২/২০০৪ইং
৫	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	নং- ৩১,বা ৫৫২, চট্ট - ৪৬, সীতাকুন্ড- ০১	২০/১১/১৯৯৪ ইং

৬	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	নং-৬৮/১৭	১৩/৩/২০১৭ ইং
৭	টি আই এন (TIN)	৩৪৭৩০০২৮৫১	০১/১২/০৫ ইং
৮	ভ্যাট (VAT)	২১২১০৩৯৪৮	৩০/০৩/০৬ ইং
০৯	তথ্য মন্ত্রণালয়/বেতার - ২ শাখা (রেডিও সাগরগিরি এফ এম ৯৯.২)	লাইসেন্স নং - ৫	১৯/১২/২০১১ ইং
১০	ইপসা এমপ্লয়ীজ (কন্ট্রিবিউটরী) প্রভিডেন্ট ফান্ড	আঃ সাঃ/৫পি-১/চট্ট-২/২০১৭	১৫/৫/২০১৭ ইং

দাতা/সহযোগী সংস্থা সমূহ:

* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় * a2i কর্ম সূচী* প্রধান মন্ত্রীর কার্য ালয় * পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পি কে এস এফ) * ইউএসএআইডি * ডিএফআইডি/ইউকেএইড * হোপ '৮৭, * এফ এইচ আই * দি নেদারল্যান্ড এ্যামবেসি * ইসিএইচও *ইউনেস্কো *ইউএনএফপিএ * অক্সফাম * সেভ দ্যা চিলড্রেন * ব্র্যাক *প্ল্যান ইন্টারন্যাশানাল বাংলাদেশ * কানাডিয়ান সিডা*ডব্লিউএফপি * ইউএনডিপি * ইউনিসেফ * আই ও এম* এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) * টোবাকো ফ্রি কিড্স * উইনরক ইন্টারন্যাশনাল * কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড *হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল * ঢাকা আহসানিয়া মিশন *ইউরোপিয়ান কমিশন * জাপান এম্বেসী * ডিসপ্ল্যাসম্যান্ট সল্যুশানস * এইচএসবিসি *জাতীয় এসটিডি এইডস কর্ম সূচী *স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, * বিএসআরএম ফাউন্ডেশন * লেবার ভয়েস'স * ওয়ার্ল্ড ইনটেলেকচুয়্যাল প্রোপার্টি অরর্গ ানাইজেশনজিসিইআরএফ* সিএলএস, * প্রকাশ-ব্রিটিশ কাউন্সিল* *সিজেআরএফ* বিএসআর* বাংলাদেশে অবস্থিত অস্ট্রেলিয়া হাই কমিশন* এডওর্য়াড এম কেনেডি সেন্টার ফর পাবলিক সার্ভি স এন্ড দা আর্ট স বাংলাদেশে অবস্থিত জার্মা ন দূতাবাস* একে খান ফাউন্ডেশন* যাডে* ডেল্টা নরওয়ে* সলিডার সুইস * কেসিএফ * আইআরসি* হেল্প-এইজ ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ *রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল* আইন ও সালিশ কেন্দ্র* এডিডি ইন্টারন্যাশনাল* সামিট এলএনজি কোম্পানী (প্রাঃ) লিমিটেড* ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল* ব্রিটীশ কাউন্সিল এবং ডিডব্লিউ একাডেমী ইত্যাদি।

অর্জন সমূহ :

ইপসা বৃহত্তর চট্টগ্রামে তার উন্নয়ন কার্য ক্রম পরিচালনার পাশাপাশি জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পরিসরে লাভ করেছে এক গৌরবময় স্বীকৃতি। কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন । এখানে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

- ❖ যুব ও উন্নয়ন কর্ম সুচিতে অনবদ্য ভূমিকা রাখায় ইপসা ১৯৯৯ সালে আর্ন্তজাতিক যুব শান্তি পুরস্কার অর্জন করেছে।

- ❖ বাংলাদেশ আইসিটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডেইজি ফর অল ধারনার জন্য জাতীয় ই-কনটেন্ট এবং আইসিটি এওয়ার্ড অর্জন২০১০ ইং ।

- ❖ গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইপসা'র জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের

ওয়েব পোর্ট াল(www.shipbreakingbd.info) তৈরী ও পরিচালনার জন্য মন্থন এওয়ার্ড অর্জন করে ২০১০ইং ।

❖ জাতিসংঘ এর অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কর্তৃক কনসালটেটিভ স্ট্যাাটাস অর্জন করে ২০১৩ ইং ।

❖ ইপসা সিএলএস প্রকল্পে ডিজিটাল টকিং বুক এর মাধ্যমে ইনোভেটিব সার্ভিস ডেলিভারির জন্য ইপসা ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে বিকন এওয়ার্ড ২০১৭ অর্জন করে।

❖ দৃষ্টি ও পঠন প্রতিবন্ধী শিক্ষাথীদের রিডিং মেটেরিয়ালস তৈরীর স্বীকৃতিস্বরূপ ইপসা, একসেস টু ইনফরমেশন (এ টু আই) কর্ম সূচির সহযোগী হয়ে ডব্লিউএসআইএস এওয়ার্ড ২০১৭ অর্জন করে।

❖ বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে মানসম্পন্ন কার্য ক্রম বাস্তবায়নে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন ইপসা'র প্রধান নির্ব াহী মোঃ আরিফুর রহমানকে"বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সম্মাননা-২০১৮" প্রদান করা হয়।

❖ সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর কর্তৃক ইপসা চট্টগ্রাম বিভাগে সেরা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ২০১৮ স্বীকৃতি লাভ।

❖ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ডিজিটালে ক্ষমতায়ন আনার নিমিত্তে, ইউনেস্কু ২০১৮ সালে ইপসাকে আমির আল আহমেদ আল জাবের সম্মাননা প্রদান করেন।

❖ নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় জেলা কর্ম সংস্থান ও জনশক্তি কার্য ালয় চট্টগ্রাম ইপসাকে চট্টগ্রাম জেলায় শ্রেষ্ঠ বেসরকারি সংগঠন ২০২০ সম্মাননা প্রদান করেন।

❖ তামাক নিয়ন্ত্রণে বিশেষ অবদান রাখার জন্য, তামাক বিরোধী জাতীয় প্লাটফর্ম, ইপসাকে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ পদক ২০১৯ প্রদান করেন।

❖ দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের পাঠ উপযোগী বই তৈরীর জন্য, ইপসা ২০২০ সালে জিরো প্রজেক্ট এওয়ার্ড অর্জনকরে। জাতিসংঘ সদর দপ্তর অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা এই এওয়ার্ড দেওয়া হয়।

❖ শিক্ষা এবং শিক্ষণীয় বিষয় ডেভেলপ ক্যাটাগরীতে ২০২০ সালে ইপসা ভারত থেকে ই-এনজিও চ্যালেঞ্জ্য এওয়ার্ড অর্জন করে।

❖ নারী এবং প্রতিবন্ধিদের তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায়নের জন্য চ্যম্পিয়ান ডব্লিউএসআইএস এওয়ার্ড ২০২১ অর্জন করে।

মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আবদুর রাজ্জাক এর কাছ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ পদক-২০১৯ গ্রহন করছেন ইপসা'র প্রধান নির্ব াহী মোঃ আরিফুর রহমান।

নারী এবং প্রতিবন্ধিদের তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায়নের জন্য, ইপসা'র চ্যাম্পিয়ান ডব্লিউএসআইএস এওয়ার্ড ২০২১ অর্জন।

শিক্ষা এবং শিক্ষণীয় বিষয় ক্যাটাগরীতে ২০২০ সালে ইপসা ভারত থেকে ই-এনজিও চ্যালঞ্জে এওর্য়াড র্অজন করে। এওর্য়াডটি গ্রহন করছনে ইপসার প্রধান নির্ব াহীমোঃ আরিফুর রহমান।

ইপসা'র উন্নয়ন থিম সমূহ:

ইপসা দারিদ্র,ঝুঁ কি, প্রান্তিকতা এবং এর মূল কারণগুলোকে কেন্দ্র করে তৈরী হওয়া ইপসা'র ভিশন,মিশন ও মূল্যবোধের আলোকে সংস্থা উন্নয়ন কার্য ক্রমে পাঁচটি থিমের মাধ্যমে অংশগ্রহন করে থাকে। ইপসা'র উন্নয়ন থিমগুলো হল;

- স্বাস্থ্য
- শিক্ষা
- মানবাধিকার ও সুশাসন
- অর্থ নৈতিক ক্ষমতায়ন
- পরিবেশ, ও জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যে াগব্যবস্থাপনা

নিম্মোক্ত থিম ভিত্তিক চলমান কর্ম সূচীর বিবরণ উল্লেখ করা হল।

স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য কর্ম সূচী

ইপসা বিশ্বাস করে স্বাস্থ্যসেবা মানুষের অধিকার এবং উন্নত জাতি গঠনের জন্য অপরিহার্য । বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হওয়ায় এখানে স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয়টি খুব বেশি। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে রয়েছে সংক্রামক, অ-সংক্রামক রোগ, অপুষ্টি, পরিবেশগত স্যানিটেশন সমস্যা, প্রজনন স্বাস্থ্যগত সমস্যা ইত্যাদি। এই স্বাস্থ্য সমস্যায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠি খুবই ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। সেই প্রেক্ষাটটে ইপসা প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নত করা জন্য সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে মাঠ পর্যায়ে কাজকরে আসছে। বর্তমানে স্বাস্থ্য বিষয়ক নিম্মোক্ত কর্ম সূচিপ্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে, সেই সমস্ত কর্ম সূচীর নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্মে আলোচনা করা হল;

ক্রম নং	স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্ম সূচী
01	সুখী জীবন প্রকল্প
02	কোভিড ১৯ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ প্রতিবন্ধী মহিলাদের উপযুক্ত কর্ম সংস্থান এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক অধিকার প্রচার করা।

১. **কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম:** সুখী জীবন প্রকল্প
প্রকল্পের সময়কাল: জুন ০১, ২০২১- মে ৩১, ২০২৩
দাতা সংস্থা: পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ।

প্রকল্পের লক্ষ্য :

- কিশোর-কিশোরী এবং যুবদের জন্য যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা অধিকার নিশ্চিতে একটি স্বাস্থ্যকর সামাজিক পরিবেশ তৈরীর প্রয়োজনীয়তা জনগন উপলব্ধি করবে ।
- কিশোর-কিশোরী এবং যুবদের জন্য যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বিস্তৃত হবে ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- কিশোর-কিশোরী এবং যুবদের জন্য যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ও অধিকার প্রাপ্তিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে কমিউনিটির জনসাধারনের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি এবং সামাজিক সম্পৃক্ততাকে শক্তিশালী করা ।
- ১০-১৯ বছরের কিশোর-কিশোরী এবং ২৪ বছর বয়সের যুবদের অন্তর্ভূক্তিমূলক, বয়স এবং লিঙ্গ ভিত্তিক যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য সেবা প্রাপ্তিতে প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি করা ।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:
১০-১৯ বছর বয়সের কিশোর-কিশোরী, ২৪ বছর পর্যন্ত বয়সের যুব(নারী এবং পুরুষ), গর্ভবতী নারী, সদ্য বিবাহিত নারী এবং পুরুষ , নতুন বাবা-মা, সর্ব মোট**৭৩৬৮০ জন** সুবিধাভোগি

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ:
'সুখী জীবন**'** প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং দাতা সংস্থা কর্তৃক কর্ম পরিকল্পনাটিঅনুমোদন পাওয়ার পর সম্প্রতি শুরু হয়েছে।

২. কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: কোভিড ১৯ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ প্রতিবন্ধী মহিলাদের উপযুক্ত কর্ম সংস্থান এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক অধিকার প্রচার করা।
প্রকল্পের সময়কাল: ৬ মাস
দাতা সংস্থা: ই এম কে সেন্টার, ঢাকা
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: সীতাকুন্ড, মিরশ্বরাই, চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্য: কোভিড-১৯ আক্রান্ত প্রতিবন্ধী নারীদের সামাজিক মর্য াদা বৃদ্ধি করে তাদের পরিবার ও সমাজের সামনে ব্যক্তিগত ও পেশাগত উভয় স্তরেই তাদের সামর্থ্য ও যোগ্যতা প্রমাণের একটি দৃঢ় সুযোগ প্রদান করে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- YPSA-MFI (ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স) এর মাধ্যমে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে অর্থ নৈতিক খাতে কোভিড১৯ প্রভাবিত ৩০ জন প্রতিবন্ধী নারীদের একীভূতকরণের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে একটি উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ সহজতর করা।
- সাধারণ স্বাস্থ্য এবং SRHR বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং সহজলভ্য তথ্য প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ১০০ জন নারীর জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধি করন।
- একটি অ্যাক্সেসযোগ্য অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে এসআরএইচআরকে অন্তর্ভু ক্ত করে উদ্যোক্তা এবং সাধারণ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য এবং সংস্থানগুলিতে সহজে অ্যাক্সেস নিশ্চিত করুন।
- অ্যাডভোকেসি এবং মিডিয়া প্রচারাভিযান মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের প্রভাবিত করার জন্য প্রতিবন্ধী অন্তর্ভু ক্তিমূলক মহিলাদের অধিকার নিশ্চিত করুন।

প্রকল্পের প্রধান অর্জনসমূহ :

- কোভিড-১৯ আক্রান্ত ৩০জন প্রতিবন্ধী নারী উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ পেয়েছে যা তাদের নিজস্ব উদ্যোগ শুরু করতে সক্ষম হয়েছে।
- অনলাইন এবং নিয়মিত অ্যাডভোকেসি মিটিং এর মাধ্যমে এই প্রকল্পের সমস্ত ইভেন্টগুলি ক্রমাগত প্রচার করা হয়েছে এবং বিভিন্ন অনলাইন এবং অফলাইন মিডিয়ার মাধ্যমে সচেতনতামূলক সামগ্রী প্রচার করা হয়েছে যা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে।
- প্রতিবন্ধী মহিলাদের সুনির্দি ষ্ট উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও সুবিধা প্রদান করে ক্ষমতায়ন করা এবং তাদের অধিকার সমন্ধে প্রচার করা।
- স্টেকহোল্ডারদের প্রভাবিত করার জন্য এ বিষয়ে বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার ।
- এ প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধাভোগী ও সমগ্র সম্প্রদায়ের জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে।

প্রতিবন্ধী নারীদের বাঁশ ও বেতের প্রশিক্ষণ কর্ম সূচী

প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য এন্টারপ্রেনারশীপ ট্রেনিং

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- YPSA জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্লাটফর্মে এই কর্ম সূচীর অর্জনগুলি শেয়ার করেযাতে অন্যান্য সংস্থা এটির প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে।
- পুরানো প্রতিবন্ধী নীতি পরিবর্তন এবং বর্তমান নীতি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে এডভোকেসীর মাধ্যমে সরকারকে প্রভাবিত করে।

শিক্ষা

শিক্ষা

শিক্ষা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সবার জন্য সার্ব জনীন শিক্ষারনিশ্চিতকরণ ও প্রসারের জন্য ইপসা, সরকারের সাথে সমন্বয় করে কাজ করে আসছে। ইপসা'র শিক্ষা বিষয়ক কর্ম সূচীর উদ্দেশ্য হল আনুষ্ঠানিক ও অআনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও শিক্ষার গুনগত মান বৃদ্ধিতে সহায়তা। কারিগরী ও দক্ষতা বৃদ্ধি শিক্ষার মাধ্যমে যুব, কিশোর-কিশোরী ও ঝুকিঁপূর্ণ জনগোষ্ঠিকে চাকুরী ও উদ্যোক্তার জন্য প্রস্তুতকরন। আইসিটি ব্যবহার করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীগুলির জন্য সমন্বিত শিক্ষানিশ্চিত করা। ইপসা, বাংলাদেশী শিশুদের জন্য শিক্ষা কার্য ক্রমের পাশাপাশি বলপূর্ব ক স্থানচ্যুত রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য ইর্মাজেন্সি ইন এডুকেশন শিক্ষা কার্য ক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। বর্তমানে ইপসা, শিক্ষা বিষয়ক নিম্মোক্ত প্রকল্প/কর্ম সূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে, সেই সমস্ত কর্ম সূচীর নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্মে আলোচনা করা হল;

ক্রম নং	শিক্ষা বিষয়ক কর্ম সূচী
০১	ইপসা সেকেন্ড চান্স এডুকেশন
০২	লিডারশীপ ফর এ্যাডভান্সিং ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ
০৩	শিক্ষা ও দক্ষতার মাধ্যমে পার্ব ত চট্টগ্রামে মেয়ে শিশু ও নারীর ক্ষমতায়ন

১. **কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম:** ইপসা সেকেন্ড চান্স এডুকেশন।
প্রকল্পের সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২১
দাতা সংস্থা: ব্র্যাক ও বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: চান্দগাঁও, পাঁচলাইশ, পাহাড়তলী, **কোত**য়ালী, চট্টগ্রাম সিটি কর্পো রেশন(ওয়ার্ড নং৪, ৫, ৬, ৭, ৯, ১৩, ১৭, ১৮, ১৯, ৩৪, ৩৫)

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: নানা কারনে ঝরে পড়া ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় এনে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করা।
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিতজনগোষ্ঠী: ৮-১৪ বছরের প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়া এবং কোনদিন স্কুলে যায়নি এমন শিশুরা।
প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

- টার্গে ট অনুযায়ী ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করা।
- সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা।
- শিক্ষার্থীরা পঞ্চম শ্রেণির প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনে সক্ষমতা লাভ করা।
- অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করে যথাযথভাবে পাঠ দান করা।

করোনাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে ক্লাসে অংশগ্রহণ

করোনাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীরা সংসদ টিভির ক্লাস পর্য বেক্ষন করছেন ।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে পাঠ দানের মাধ্যমে শিক্ষার মূলস্রোত ধারায় আনা।
- বিভিন্ন সহ:পাঠক্রমিক কাজের মাধ্যমে আনন্দদায়ক পাঠদান করা

২. কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: লিডারশীপ ফর এ্যাডভান্সিং ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ
প্রকল্পের সময়কাল: ০১ এপ্রিল-২০২১ থেকে ৩১ অক্টোবর-২০২২
দাতা সংস্থা: ব্রিট্রিশ কাউন্সিল
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: চট্টগ্রাম সিটি ও সীতাকুন্ড উপজেলা, চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- যুবদের সামাজিক দক্ষতা ও নেতৃত্ব উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশর উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ্য গ্রহণে প্রস্তুত করা।
- যুবদের ক্ষমতায়িত করার মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন কাযক্রমে সম্পৃক্ত করা বিশেষ করে জলবায়ু পরিবতনের ঝুঁ কি ও প্রাকৃতিক দুর্যে াগমোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- বাংলাদেশের ভবিষৎ রুপদানকল্পে যুবদের বিভিন্ন নীতিগত আলোচনায় অংশগ্রহণ সুযোগ সৃষ্টি করা।
- বাংলাদেশের যুবদের সাথে যুক্তরাজ্য ও কমনওয়েলথ ভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর যুবদের সর্ম্পক উন্নযনের মাধ্যমে জ্ঞান বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের যুব সম্প্রদায়ের তরুণরা (যাদের বয়স ১৮ - ২৫)।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ :

- চট্টগ্রাম এবং সীতাকুন্ড জেলা এবং উপজেলা প্রশাসনের সাথে অবহিতকরন সম্পন্ন করা হয়েছে ।
- প্রকল্প এলাকা নিধারণ করা হয়।
- প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীর জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে ।
- প্রকল্প সংশ্লিস্ট অংশীজনের সাথে কার্য করীযোগাযোগ সম্পন্ন করা হয়েছে ।
- প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনা সম্পন্ন করা হয়েছে ।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

চট্টগ্রাম এবং সীতাকুন্ড উপজেলা যা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভৌগোলিকভাবে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এবং সীতাকুন্ড এলাকা জুড়ে ৫০০ জন তরুণ নেতৃত্বের দক্ষতা বাড়াতে, মূল চ্যালেঞ্জগুলি চিহ্নিত করার মাধ্যমে এবং যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশী প্রবাসী সম্প্রদায়ের নেতাদের সাথে সহযোগিতা করার মাধ্যমে প্রোগ্রামের অংশ হিসাবে, অংশগ্রহণকারীরা সামাজিক কর্ম প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের সম্প্রদায়ের পরিবর্তনকে প্রভাবিত করবে যা জলবায়ু পরিবতনের প্রভাব হ্রাস করবে।

৩. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: শিক্ষা ও দক্ষতার মাধ্যমে পার্বত্যচট্টগ্রামে মেয়ে শিশু ও নারীর ক্ষমতায়ন
প্রকল্পের সময়কাল: এপ্রিল ২০২১ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২২
দাতা সংস্থা: ইউএনডিপি
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: খাগড়াছড়ি

প্রকল্পের লক্ষ্য:
wkÿv I `ÿZvi gva¨‡g cveZ¨ PÆMv‡g †g‡য় শিশু ও নারীর ক্ষমতায়ন এই কার্যক্র‡gi AvIZvq wkÿvi ¸YMZgvb DbZ Kiv Ges mvgwRK AMMwZ Ges A_©bwZK mÿhvM ¸wj‡Z Ae`vb ivLv|
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- *wbivc` Ges Aš¦fy³gj-K wkÿvq DbZ I b¨vq m½Z ‡evaMg¨Zv, we‡kIZ RwZMZ msL¨vjNyGes cwZeÜx †g‡qmn wK‡kvi-wK‡kvix‡`i ¯‹zj †_‡K S‡i covi nvi nvm Kiv|*
- *‡g‡qwkï, wK‡kvix Ges bvix‡`i Rb¨ ¯‹zj †RÛvi evÜe wkÿvi gvb Dbqb I cwi‡ek ˆZix|*
- *wK‡kvi-wK‡kvix I bvix‡`i we‡kIZ RwZMZ msL¨vjNyGes cwZeÜx e¨w³‡`i Rb¨ Kgms¯vb Ges e¨emv‡qi mÿhvM e"×|*

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: আদিবাসী মেয়ে শিশু ও নারী

ইপসা মানব সম্পদ নীতিমালা বিষয়ক ওরিয়েন্টন প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের বিশেষ অর্জন সমূহ অবহিতকরণ

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ :

- উপজেলা প্রশাসনের সাথে অবহিতকরন সম্পন্ন করা হয়েছে।
- প্রকল্প এলাকা নি**রুপন** করা **হয়েছে।**
- প্রকল্প সংশ্লিস্ট অংশীজনের সাথে কার্য করীযোগাযোগ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনা সম্পন্ন করা হয়েছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে এই পারবর্ত্য মানুষগুলো বিশেষ করে যুব ও কিশোর-কিশোরীরা গুনগত শিক্ষা ও যৌন প্রজনন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত । এই প্রকল্পের মাধ্যমে এই সুযোগ সৃষ্টি হছে। স্থানীয় জনগণ এই প্রকল্পকে ভালোভাবে গ্রহণ করেছে।

মানবাধিকার ও সুশাসন

মানবাধিকার ও সুশাসন

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সুশাসনের প্রয়োজন। ইপসা বিশ্বাস করে সাম্য, ন্যায় বিচার, গণতন্ত্র ও সুশাসন নিশ্চিত করার অন্যতম হাতিয়ার মানবাধিকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে "মানবাধিকার" রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূল লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত। এ জন্য মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং নিশ্চিতকরণ রাষ্ট্রের দায়িত্ব। মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং মানবাধিকার যথাযথভাবে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকারের সাথে ইপসা সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। ইপসা মানবাধিকার ও সুশাসন কার্য াবলীর মাধ্যমে প্রান্তিক, ঝুঁ কিপূর্ণ, বিশেষ জনগোষ্ঠি, নারী, যুব ও শিশুদের জন্য সাম্য, ন্যায় বিচার, অধিকার সংরক্ষণ, আইনের সমতা ও আইনের প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে। বর্তমানে ইপসা, মানবাধিকার ও সুশাসন বিষয়ে নিম্নেক্ত কর্ম সূচী/প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত করছে, সেই সমস্ত কর্ম সূচীর নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে আলোচনা করা হল;

ক্রম নং	মানবাধিকার ও সুশাসন বিষয়ক কর্ম সূচী
০১	এডভান্সড প্রোগ্রাম ফর ইম্প্রুভড লাইফস্টাইল অব দি আরবান পুউর (এপিলাপ)
০২	ইপসা-ফেয়ারার লেবার মাইগ্রেশন ইন বাংলাদেশ
০৩	কমিউনিটি এনগেইজমেন্ট ইন কাউন্টারিং ভায়োলেন্ট এক্সট্রিমিজম ইন চট্টগ্রাম ডিভিশন
০৪	এসট্রেনতেনিং একসেস টু মাল্টি সেকটোরিয়াল পাবলিক সারবিস ফর জিবিবি সারভাইবরস ইন বাংলাদেশ
০৫	বাংলাদেশের কক্সবাজারের প্রান্তিক এলাকাতে কোভিড-১৯ প্রতিকারের জন্য জরুরি স্বাস্থ্য, ওয়াশ ও সুরক্ষা সহায়তা।
০৬	বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ প্রকল্প
০৭	হারফাইন্যান্স
০৮	প্রমোটিং পিস এন্ড জাস্টিস-চট্টগ্রাম
০৯	জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রকল্প
১০	প্রোমোটিং পিস অ্যান্ড জাস্টিস-কক্সবাজার

১.কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: এডভান্সড প্রোগ্রাম ফর ইম্প্রুভড লাইফস্টাইল অব দি আরবান পুউর (এপিলাপ)
প্রকল্পের সময়কাল: জুলাই ২০২০- ডিসেম্বর-২০২০।
দাতা সংস্থা: একশ্যান এইড বাংলাদেশ।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: চট্টগ্রাম সিটি, বাকলিয়া (১৮ নং ওয়ার্ড)।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং নারী, শিশু ও যুবদের অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি নারী ও যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং শোভন কর্ম পরিবেশ নিশ্চিতের মাধ্যমে অর্থ নৈতিক কাজে সম্পৃক্ত করা।
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: শিশু, যুব এবং এলাকার হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী।
প্রকল্পের মূল অর্জনসমুহ:

- ৭০০ স্পন্সরড শিশু এবং ৪০০ কমিউনিটি শিশুকে ১৯ এবং ৩৫ নং ওয়ার্ডে র চারটি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিনা খরচে পড়াশোনার সুযোগ করে দেওয়া।

- সঠিক তালিকা তৈরির মাধ্যমে কোভিড-১৯ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া ৯২ টি পরিবারকে খাদ্য ও সুরক্ষা সামগ্রী বিতরন
- ১০০ টির অধিক রিফ্লেকশন একশন সার্কেলের মাধ্যমে বিভিন্ন ইস্যুতে (দুর্যোগ প্প্রস্তুতি নারী অধিকার, পারিবারিক সহিসংতা প্রতিরোধ) কমিউনিটির মানুষকে সচেতন করা হয়েছে। ঘূর্নি ঝড় বুলবুল ও আম্পানের সময়ে রিফ্লেকশন একশন সার্কেল দলরা সঠিকভাবে কাজ করে মানুষকে আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে সহায়তা করেছে।
- ৪০ জন যুব নারী পুরুষ ইলেক্ট্রনিক্স প্রশিক্ষণ করে কাজের সাথে যুক্ত হয়েছেন।
- ইপসার যুব প্রতিনিধি ১ দিনের ছায়া মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে
- যুবদের উদ্যোগে "জন জীবনে *কোভিড* ১৯ এর প্রভাব" শীর্ষ ক জরিপ করেছে যার ভিক্তিতে চট্টগ্রামের শীর্ষ স্থানীয় নীতির্ধ ারকদের সাথে পরামর্শ সভা করা হয় এবং বিভিন্ন গনমাধ্যম এই প্রতিবেদনকে রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করেছে ও অবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে।

যুব সদস্যরা কোভিড-১৯ অসহায়দের মাঝে খাদ্য ও স্বাস্থ্য সামগ্রী বিতরণ

শিশুশ্রম বন্ধে নাটক প্রদর্শন

মূল শিক্ষণীয় বিষয়:

- কমিউনিটির মানুষের মানসিকতা পরিবর্তন করা সম্ভব নিয়মিত রিফ্লেকশন একশন সার্কেলে অংশগ্রহনের মাধ্যমে।
- শিশু ফোরাম গঠন এবং শিশুদের নিয়মিত উপস্থিতি শিশুবিকাশ কেন্দ্রে নিশ্চিত করার ফলে প্রাইমারি পর্য ায়েশিশু ঝরে পড়ার হার কমানো সম্ভব।
- যুবরা বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে নের্তৃত্ব দিতে পারে যদি তারা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহনের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজের সুযোগ পায়।
- চট্টগ্রাম সিটি কর্পো ারেশনেরমেয়র নির্ব াচনেযুব ইশতেহার অর্ন্তভুক্তিকরন করেছেন আওয়ামী লীগ মেয়র প্রার্থী রেজাউল করিম চৌধুরী।
- প্রশিক্ষনের সুযোগ বৃদ্ধি করে যুবদেরকে উন্নয়নমূলক কার্য ক্রমেরসাথে যুক্ত করলে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।
- প্রশিক্ষনের সুযোগ বৃদ্ধি করে যুবদেরকে উন্নয়নমূলক কার্য ক্রমেরসাথে যুক্ত করলে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

২.কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নাম : ইপসা-ফেয়ারার লেবার মাইগ্রেশন ইন বাংলাদেশ।

প্রকল্পের সময়কাল: জানুয়ারী ২০১৭ থেকে অক্টোবর ২০২১ ইং ।
দাতা সংস্থা : প্রকাশ, ব্রিটিশ কাউন্সিল।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা : রাঙ্গুনিয়া উপজেলা (সরফভাটা ইউনিয়ন ও রাঙ্গুনিয়া পৌরসভা), সন্দীপ উপজেলা (রহমতপুর ও মুছাপুর ইউনিয়ন) চট্টগ্রাম ও সদর উপজেলা (ঝিলংজা এবং ঈদগাওঁ ইউনিয়ন), কক্সবাজার ।

প্রকল্পের লক্ষ্য: শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত মাল্টি স্টেকহোল্ডারদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সহযোগিতা করা। এবং নিরাপদ ও নিয়মিত অভিবাসনকে উন্নতিকরন।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী / লক্ষিত জনগোষ্ঠী : অভিবাসী, অভিবাসীর পরিবার, অভিবাসন সংশ্লিষ্ট সকোরি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ জেলা কর্ম সংস্থান ও জনশক্তি অফিস, প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, ট্রেনিং সেন্টার সমূহ, পাসর্পোটঅফিস, রিক্রুটিং এজেন্সি, ইউনিয়ন পরিষদ, স্থানীয় প্রশাসন ইত্যাদি।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ :

- স্থানীয় পর্য ায়ে গঠিত ৬টি গ্রিভেন্স ম্যানেজমেন্ট কমিটি (জিএমসি) সামাজিক সালিশের মাধ্যমে নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ক অভিযোগগুলো সমাধান করছেন । ইপসা জিএমসি কমিটি প্রায় এ পর্য ন্ত ২৫৪ অভিযোগ গ্রহণ করে ৭১ টি অভিযোগ সমাধান করেছে। প্রায় ৩১৫০০০০(একত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) বিবাদীকে আদায় করে দিয়েছেন। ইপসা ইউনিয়ন পর্য ায়ে সাপোর্ট সেন্টার হতে প্রায় গত বছরে প্রায়৬০০ অভিবাসন প্রত্যাশী এবং প্রকল্প শুরু হতে অদ্যবদি ৩৫০০ জন অভিবাসন প্রত্যাশীকে তথ্য সেবা প্রদান করেছে।
- ইপসা নিরাপদ অভিবাসন কার্য ক্রম পরিচালনা করে চট্টগ্রাম বিভাগে শ্রেষ্ঠ এনজিও হিসেবে চট্টগ্রাম জেলা কর্ম সংস্থান ও জনশক্তি অফিস কর্তৃক সম্মানিত হয়েছে। ইপসা দীর্ঘ দিন ধরে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় মধ্যস্থতাকারীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার জন্য বিভিন্ন কর্ম সূচীর আয়োজন করেছে । তার ধারাবাহিকতায় ইপসা আঞ্চলিক পর্য ায়ে মিডলম্যান রেগুলেশন প্রসেস অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সরকার এ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ণের প্রাথমিক উদ্যোগ সম্পন্ন করেছে।
- পারিবারিক সহিংসতাবন্ধে ও নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ক অভিযোগ গ্রহণের জন্য ইপসা অনলাইন ক্যাম্পেইন ম্যাকানিজম চালু করেছে । অনলাইন ম্যাকানিজমের মাধ্যমে ইপসা প্রায় ১২ টি অভিযোগ গ্রহণ করে । ইতিমধ্যে উক্ত প্রক্রিয়ায় অনেক অভিযোগ ইপসা জিএমসি সদস্যরা সমাধান করেছেন।
- ইপসা কর্ম এলাকা ঝিলংজা ও ঈদগাহ ইউনিয়ন পরিষদ, সদর, কক্সবাজার এবং সরফভাটা ইউনিয়ন পরিষদ , রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রামে নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ক বার্ষি ক কার্য ক্রম পরিচালনা করার জন্য১০০০০ টাকা করে মোট ত্রিশ হাজার টাকা বাজেট অনুমোদন ও বরাদ্দ করেছে এবং এতদসংক্রান্ত ইপসা প্রত্যয়নপত্র লাভ করেছে ।
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীর নগরে অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশে প্রথম মেয়রাল ডায়ালগের শুরু করেছে। পাশপাশি ইপসা বাংলাদেশে জলবায়ু কর্মীদের প্রায় ৬০টি ধারণা সংগ্রহ করে ইয়ুথ ক্লাইমেট হেকাথনের আয়োজন করেছে। যেখানে তরুণরা তাদের ধারণা শেয়ার করে ১২ জন ফাইনাল রাউন্ডে পুরস্কার গ্রহণ করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অভ্যান্তরিন অভিবাসীদের অধিকার আদায়ে নগরীর রেডিসন ব্লোতে মেয়রাল ডায়ালগ।

ইপসার উদ্যেগে নিরাপদ অভিবাসন দিবস-২০২১ পালিত।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- ইপসা জানতে পেরেছে যে , চট্টগ্রাম জেলা জনশক্তি ও কর্ম সংস্থান অফিসে পাবলিক সেবা সরকারী ফিডবেক ফর্মে র তেমন ব্যবহার ছিল না। ইপসা ও ডেমু যৌথ উদ্যোগে একটি অনলাইন ফর্ম তৈরি করেছে । ফলে সাধারণ জনগণ তাদের সেবা সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ জানার সুযোগ পেয়েছে
- ইপসা লক্ষ্য করেছে যে কোভিড-১৯ এর ফলে পারিবারিক সহিংসতা ও নারী নির্য াতন ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। উক্ত অবস্থা বিবেচনা করে ইপসা তার কর্ম এলাকায় পারিবারিক সহিংসতা নিরসনে কার্য ক্রম পরিচালনা করেছে । ইপসা লক্ষ্য করেছে , জিএমসি সদস্যরা প্রায় ৩৫ টি অভিযোগ গ্রহণ করে ১০ অভিযোগ সমাধান করেছে। পাশাপাশি প্রায় ৪৬৫০০০ টাকা ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে আদায় করে দিতে সক্ষম হয়েছে।
- ইপসা লক্ষ্য করেছে করোনা চলাকালীন সময়ে অন্যতম ক্ষতিগ্রস্থ খাত হচ্ছে প্রবাসী খাত । প্রবাসীরা এসময়ে এসে দেশে আটকা পড়েন। পরবর্তীতে যাবার পরিস্থিতি তৈরি হলেও ঠিকার জন্য তারা আটকে যায়। ঠিকা চালু হলেও ঠিকা পাবার ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হয়। দুই জায়গায় রেজিস্ট্রেশন করতে গিয়ে তারা হয়রানির শিকার হন। অনেকে ঠিকা গ্রহণ করার জন্য গ্রাম থেকে ঢাকায় যেতে হয়।
- ইপসা লক্ষ্য করেছে সরকার ক্ষতিগ্রস্থ প্রবাসী ফেরতদের জন্য ৪% (চার শতাংশ) সরল সুদের ঋণের ব্যবস্থা করেছে। যা একজন প্রবাসী ফেরতদের উদ্যোগের ক্ষেত্রে সহায়তা করা হয়। কিন্তু এ ঋণ প্রদানের প্রক্রিয়াটি জটিল। একজন প্রবাসী ঋণটি গ্রহণের জন্য দুজন সরকারী কর্ম কর্তার জামিননামা সংগ্রহ করতে হয়। অনেকক্ষেত্রে প্রবাসী ফেরতদের নিকট উক্ত বিষয়টি সম্ভবপর হয় না। ফলে আশান্বিত কার্য ক্রমটি জনগণের নাগালের বাইরে থেকে যাচ্ছে।
- ইপসা লক্ষ করেছে আঞ্চলিক পর্য ায়ে তরুণরা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবরোধে বিভিন্ন রকম কার্য ক্রম গ্রহণ করেছে। ইপসা ইউথ হ্যাকাথন আয়োজন করতে গিয়ে প্রায়৫৬ টি ধারণার সংগ্রহ করেছে। যা একসাথে তরুণদের উদ্যোগকে স্বীকৃতি দিতে কার্য ক্রর ভূমিকা রেখেছে।এছাড়াও ইপসা এফএলএম প্রকল্পের ছয়টি যুব সদস্য দল রয়েছে যারা জলবায়ু পরিবর্তন, নিরাপদ অভিবাসন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বন্ধে কার্য ক্রর ভূমিকা রাখছে।

৩.কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নাম: কমিউনিটি এনগেইজমেন্ট ইন কাউন্টারিং ভায়োলেন্ট এক্সট্রিমিজম ইন চট্টগ্রাম ডিভিশন।

প্রকল্পের সময়কাল: নভেম্বর ২০১৯ – জুন ২০২২।

দাতা সংস্থা: গ্লোবাল কমিউনিটি এনগেইজমেন্ট এনড রেজিলিয়েন্স ফানড (জিসিইআরএফ)

প্রকল্পের কর্ম এলাকা: সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার সদর, মহেশখালী, রামু, চকরিয়া, কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্য:

- চট্টগ্রাম বিভাগে উগ্রবাদ ও সহিংসতা সংক্রান্ত ঝুঁ কিপ্রতিরোধে কমিউনিটির সক্ষমতা বাড়ানো।
- চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারে কমিউনিটি পর্য ায়েসামাজিক সংহতি এবং সহনশীলতার উন্নয়ন।
- উগ্রবাদ ও সহিংসতা প্রতিরোধ সংক্রান্ত কর্ম সূচীতেসম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মমর্য াদারচেতনা বৃদ্ধি।
- উগ্রবাদ ও সহিংসতা প্রতিরোধে অর্থ পূর্ণসম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণে স্থানীয় সরকার, সাংবাদিক এবং ধর্মীয় নেতাদের সক্ষমতার উন্নয়ন।
- জোরপূর্ব কভাবেবাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের (এফডিমিএন) উগ্রবাদী গোষ্ঠীতে যুক্ত হবার ঝুঁ কি হ্রাস।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী / লক্ষিত জনগোষ্ঠী : অভিবাসী, অভিবাসীর পরিবার, অভিবাসন সংশ্লিষ্ট সকোরি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ জেলা কর্ম সংস্থান ও জনশক্তি অফিস, প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, ট্রেনিং সেন্টার সমূহ, পাসর্পে াটঅফিস, রিক্রুটিং এজেন্সি, ইউনিয়ন পরিষদ, স্থানীয় প্রশাসন ইত্যাদি।

cK‡íi AskMnYKvix/jwÿZ Rb‡Mvôx: যুব ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী

cK‡íi gyL¨ ARb mgnt

- কক্সবাজার জেলা এবং সীতাকুন্ড উপজেলার ৫৯৫০ জন যুব সদস্য প্রকল্পের কার্য ক্রমের সাথে যুক্ত হয়েছেন।
- কক্সবাজার জেলা এবং সীতাকুন্ড উপজেলার ৫২ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৬৩০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ১০৩৫০ জন শিক্ষার্থী উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসন কার্য ক্রমের সাথে যুক্ত হয়েছেন।
- কক্সবাজার জেলা এবং সীতাকুন্ড উপজেলার ৩২৪০ জন নারীকে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে উগ্রবাদ ও সহিংসতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- ১২৫ জন ধর্মীয় নেতা, ১০০ জন সাংবাদিক এবং ৭০৫ জন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিকে উগ্রবাদ এবং সহিংসতা নিরসন বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে এবং উনাদের মাধ্যমে উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসন বিষয়ক বার্তা প্রদান করা হচ্ছে।
- ৬৪০০ জন রোহিঙ্গা যুব, ২০০০ জন রোহিঙ্গা নারী, ৮০ জন রোহিঙ্গা ধর্মীয় নেতা, ৮০ জন স্থানীয় রোহিঙ্গা প্রতিনিধি এবং ২৫০ জন সাধারণ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে প্রকল্পের কার্য ক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করে উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার সদস্যদের উগ্রবাদ ও সহিংসতা বিষয়ে ওরিয়েন্টশন প্রদান।

লাইফ স্কীল ডেবেলপম্যান্ট সেশনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উগ্রবাদ ও সহিংসতা প্রতিরোধে ওরিয়েন্টশন প্রদান।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

<u>বিভিন্ন স্টেকহোলডারদের সাথে সমন্বয়ঃ</u>

কর্ম এলাকায় উগ্রবাদ ও সহিংসতা প্রতিরোধী এবং সামাজিক সংহতি বজায় রাখার জন্য প্রকল্প কার্য ক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য স্টেকহোলডারদের সাথে সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংস্থা থেকেও জিসিইআরএফ'র অর্থ ায়নে বাস্তবায়িত ইপসা সিভিক কনসোর্টি য়ামের কার্য ক্রম প্রশংসিত হয়েছে।

<u>কোভিড-১৯ চলাকালে বিকল্প উপায়ে প্রকল্প কার্য ক্রম বাস্তবায়ন:</u>

কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন সময়ে, কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প এলাকায় বিকল্প উপায়ে প্রকল্প কার্য ক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসব কার্য ক্রম বাস্তবায়নের সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, জীবাণুনাশক ব্যবহার এবং বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রণীত বিভিন্ন নিররদেশনা অনুসরণ করা হচ্ছে।

৪. কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নাম : এসট্রেনতেনিং একসেস টু মাল্টি সেকটোরিয়াল পাবলিক সারবিস ফর জিবিবি সারভাইবরস ইন বাংলাদেশ ।

প্রকল্পের সময়কাল : ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২১।

দাতা সংস্থা: ইউএনএফপিএ ও আইন ও সালিশ কেন্দ্র।

প্রকল্পের কর্ম এলাকা টেকনাফ, উখিয়া. রামু উপজেলা. কক্সবাজার ।

প্রকল্পের লক্ষ্য: সরকারী মাল্টি সেক্টর ও সিভিল সোসাইটিকে শক্তিশালী করে নারীর প্রতি সহিংসতা কমানোর মাধ্যমে কক্সবাজারের রামু, উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার সেবার মান বৃদ্ধি করে জাতীয় পরিসংখ্যানে অবদান রাখা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়তা ও সেবা বৃদ্ধি করা
- ক্ষতিকর সামাজিক রীতি ও আচরণ যা সহিংসতাকে উদ্বুদ্ধ করে, সেসবের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব বৃদ্ধি করা।

cK‡íi AskMnYKvix/ jwÿZ Rb‡Mvôxt শুধুমাত্র হোস্ট কমিউনিটি।

প্রত্যক্ষ : রামু, উখিয়া, ও টেকনাফ উপজেলার নির্যৃ াতনের শিকার নারী ও কন্যা শিশু সহ৩৯৬০০ জন পরোক্ষ: রামু, উখিয়া, ও টেকনাফ উপজেলার সাধারণ জনসাধারণ সর্ব মোট১৭৫০০০জন

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ:

- জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ১,২৪,৯২৭ জনকে উঠান বৈঠক, অনলাইন মিটিং,মাইকিংএবং টি স্টল মিটিং এর মাধ্যমে সচেতন করা হয়।
- রামু, উখিয়া ও টেকনাফ থানায় নারী সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৭১৫ জনকে সেবা প্রদান করা হয়।
- উক্ত সময়ে ১৫১ জনকে কোর্টে আইনী সেবা প্রদানের জন্য রেফার করা হয়।
- করোনা কালীন সময়ে অন লাইনে অবহিতকরণ সেবা অব্যাহত রাখা।
- রিমোট কেস ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে নির্যাতিতদেরসেবা প্রদান করা।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বির্তক প্রতিযোগীতা জোয়ারিয়ানালা এইচএম সাচী হাইস্কুল , রামু , কক্সবাজার

করোনাকালীন সময়ে মোবাইল লাউট স্পীকারের মাধ্যমে অবহিতকরণ সভা

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- করোনাকালীন সময়েও মাঠ পযায়ে কার্য ক্রম অব্যাহত রাখা যায়
- করোনাকালীন সময়ে নারীর প্রতি সহিংসতা আরো বেড়ে যায়।

৫. কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশের কক্সবাজারের প্রান্তিক এলাকাতে কোভিড-১৯ প্রতিকারের জন্য জরুরি স্বাস্থ্য, ওয়াশ ও সুরক্ষা সহায়তা।
প্রকল্পের সময়কাল : আগষ্ট ২০২০ থেকে জুন ২০২১।
দাতা সংস্থা: বিএইচএ।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা রামু এবং চকরিয়া উপজেলা, কক্সবাজার
প্রকল্পের লক্ষ্য : কোভিড-১৯ এর কারনে মৃত্যুও হার হ্রাস করা এবং রোগের প্রাদুর্ভাব কমিয়ে আনা এবং সুরক্ষা প্রদানে অবদান রাখা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য: লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ এবং এর প্রভাব কমিয়ে নারী ও কিশোরীদের সুরক্ষা প্রদান করা।
সুরক্ষার উদ্দেশ্য: নারী এবং কিশোরীরা জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা থেকে সুরক্ষিত ও প্রয়োজনী সেবা/সহায়তা পেয়েছে।
জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিকার এবং প্রতিরোধে: রামু এবং চকরিয়া উপজেলায় ১০টি নারী এবং কিশোরী-বান্ধব কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে;

১. তাদের জন্য জীবন রক্ষাকারী সেবা নেবার সুযোগ সৃষ্টি করা

২. যাতে তারা জেন্ডার সহিংসতার বিষয়ে এবং কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ বিষয়ে জানতে ও সেবা পেতে সক্ষম হয়।

cK‡íi AskMnYKvix/ jwÿZ Rb‡Mvôxt RvnvR-fv½v kwgK I gwjK cÿ|

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ :

- নারী ও শিশু নির্য াতনপ্রতিরোধে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্য ায়েস্ট্যান্ডিং কমিটি সক্রিয় করণের মাধ্যমে জেন্ডার বেইজ ভায়োলেন্স প্রতিরোধ ও বন্ধ করনে কাজ করা।
- কক্সবাজার জেলার রামু ও চকরিয়া উপজেলাতে মোট ২৯ টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা পর্য ায়ে২৭০০ জনকে নিয়ে ২৭০ টি সেল্প হেল্প গ্রæপ নামে একটি ভলান্টিয়ার/সেচ্ছাসেবক গ্রæপ গঠন করে, এই গ্রæপটির মাধ্যমে কোভিড-১৯ এবং জিবিভি বিষয়ে কমিউনিটিতে সচেতনতামুলক কার্য ক্রম হিসেবে উঠান বৈঠক, বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাউন্সেলিংসহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক কাজ করা।
- কক্সবাজার জেলার রামু ও চকরিয়া উপজেলাতে মোট ২৯ টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা পর্য ায়ে৪৫০ জনকে নিয়ে ৩০ টি জিবিভি ওয়াচ গ্রুপ নামে একটি ভলান্টিয়ার/সেচ্ছাসেবক গ্রুপ গঠন করে, এই গ্রুপটির মাধ্যমে কোভিড-১৯ এবং জিবিভি বিষয়ে কমিউনিটিতে সচেতনতামুলক কার্য ক্রম হিসেবে উঠান বৈঠক, বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাউন্সেলিংসহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক কাজ করা।
- কক্সবাজার জেলার রামু ও চকরিয়া উপজেলাতে মোট ১০ টি নারী ও কিশোরী সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা এবং এই কেন্দ্রের মাধ্যমে উক্ত এলাকার নারী ও কিশোরীদের জিবিভি সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়।
- কক্সবাজার জেলার রামু ও চকরিয়া উপজেলাতে লকডাউন এর সময় উপজেলা প্রশাসনের বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে সারভাইভারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মোট ২২০০ জন নারী ও কিশোরীকে ডিগনিটি কিন্স প্রদাণ করা হয়।

ডিগনিটি কিটস প্রদাণ (বমুবিলছড়ি, চকরিয়া)

জিবিভি ওয়াচ গ্রুপের সাথে সেশন।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- জিবিভি (জেন্ডার বেইজ ভায়োলেন্স) সর্ম্পকে নিজেরা আরো ভালো করে জানা।
- কমিউনিটির লোকদের সাথে ভালো সর্ম্পক তৈরী করা।

- উপজেলার প্রশাসন, স্থানীয় প্রশাসন ও সার্ভি স প্রোভাইডারদের সাথে সর্ম্পক তৈরী করা।
- রেফারেলের মাধ্যমে সার্ভাইভরদের সার্ভি স নিশ্চিত করা।

৬. কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নাম : বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ প্রকল্প ।
প্রকল্পের সময়কাল : জানুয়ারী ২০২১- অক্টোবর ২০২২ ।
দাতা সংস্থা: প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ।
cK‡íi Kg GjvKv: চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কুমিল্লা, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, ফেনী, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম।
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:
বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করা,বিশেষ ভাবে চট্টগ্রাম বিভাগে কিশোরীদেরকে বাল্য বিবাহের ঝুঁকিমুক্ত করা । শিশু অধিকার রক্ষা এবং জোর পূর্ব ক শিশুবিবাহ প্রতিরোধে জাতীয়, জেলা এবং উপজেলা পর্য ায়ের নীতিনির্ধরকদের সাড়া প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা।

প্রকল্পের লক্ষিত জনগোষ্ঠী: কিশোর- কিশোরী, অভিভাবক, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, স্টেকহোল্ডার ।
প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ:

- ইপসার এডভোকেসীর মাধ্যমে ৫টি জেলায় সিএমপিসি কমিটি সংস্কার করা হয়েছে।
- ইপসা ৫টি জেলায় জেলা বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কমিটির (**CMPC)** সদস্য পদ অর্জন করেছে।
- চট্টগ্রাম বিভাগের ৮টি জেলায় সরকারি স্টেক হোল্ডারদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে।
- ইপসা একটি সক্রিয় সহায়ক পরিবেশ তৈরি করেছে এবং চট্টগ্রাম বিভাগের ৮টি জেলায় **CEMB** প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ভালভাবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে।
- ইপসা সিইএমবি প্রকল্প এখন চট্টগ্রাম বিভাগের ৮টি কর্ম রত জেলায় ভালভাবে গৃহীত হয়েছে।

চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের সাথে প্রকল্প পরিচিতি সভা

বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন অরিয়েন্টশন, নোয়খালী জেলা

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- প্রশাসনের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক বজায় রাখলে প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়।
- **CEMB** প্রকল্প কার্য ক্রমবাস্তবায়নের জন্য বিকল্প কৌশল অবলম্বন করা একটি কার্য কর পদ্ধতি।

৭.কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: হারফাইন্যান্স।
প্রকল্পের সময়কাল: ১লা এপ্রিল ২০১৮ থেকে ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২২।

দাতা সংস্থা: বিএসআর।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: সাভার, ঢাকা । সদর, টঙ্গী, কালিয়াকৈর, গাজীপুর । ভালুকা, ময়মনসিংহ । সদর, কুমিল্লা ।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- ডিজিটাল ব্যাংকিং (মোবাইল মানি) সেবার মাধ্যমে গার্মেন্টসশ্রমিকদের মাঝে বেতন প্রদান করা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থিক জ্ঞান সম্পর্কে গার্মেন্টসশ্রমিকদের মাঝে সচেতনতা তৈরি।
- ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে গার্মেন্টসশ্রমিকদের আনুষ্ঠানিক অ্যাকাউন্ট খোলা এবং বিশেষ করে এর দ্বারা নারী শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বল্প আয়ের শ্রমিকদের মধ্যে সঞ্চয়ের মানসিকতা তৈরি করা এবং আর্থিক বিষয়ে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী এবং পুরুষের অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে শ্রমিকদের সচেতন করা।
- ডিজিটাল ভাবে বেতন প্রদানের মাধ্যমে একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে ডিজিটাল সেবা ব্যবহারে উৎসাহিত করা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিকদের মধ্যে এই সেবা ব্যবহারে নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা বিষয়ে সচেতন করা।
- গার্মেন্টস সেক্টরে আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ ও সর্বোপরি সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে গার্মেন্টস শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে; এবং সরকারের ঘোষিত ভিশন ২০২১ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে গার্মেন্টস কর্মীরাও অংশীদার হয়েছে।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ:

- প্রায় ৪৭৫০০ গার্মেন্টসশ্রমিক ডিজিটাল পদ্ধতিতে (মোবাইল ব্যাংকিং) বেতন-ভাতা পাওয়ার মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবার আওতায় এসেছে।
- টাউন হল মিটিং এর মাধ্যমে ৪৭৫০০ শ্রমিক মোবাইল মানি সেবা ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য, নির্দেশনা এবং নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন।
- ২৩২১ পিয়ার এডুকেটরদের মোবাইল মানি, মোবাইল মানির বিভিন্ন সেবা, আর্থিক পরিকল্পনা, বাজেটিং, সঞ্চয় এবং পরিবারের সাথে আর্থিক বিষয়ে আলোচনা বিষয়ক ৬ টি মডিউলের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং নির্দেশনাঅনুযায়ী পিয়ার এডুকেটর রা এই সকল তথ্য বা শিক্ষণীয় বিষয় অন্য শ্রমিকদের সাথে আলোচনা করেছেন।
- ডিজিটাল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট খোলা এবং বেতন গ্রহণে স্বল্প আয়ের শ্রমিক এবং বিশেষ করে নারী শ্রমিকরা (৩৩২৫০) আত্মবিশ্বাসী এবং ক্ষমতায়িত হয়েছেন। নারী শ্রমিকদের পারিবারিক ও অর্থনৈতিকসিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবারের সাথে আর্থিক বিষয়ে আলোচনার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে (প্রকল্পের জরিপ অনুযায়ী)।
- মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট এর মাধ্যমে বেতন গ্রহন করে এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন হয়ে শ্রমিকদের মাঝে সঞ্চয়ের মানসিকতা তৈরি হয়েছে। অনেকেই নতুন করে সঞ্চয় শুরু করেছেন এবং যারা আগে থেকে সঞ্চয়ে অভ্যস্ত ছিলেন তারা সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছেন (প্রকল্পের জরিপ অনুযায়ী)।

পিয়ার এডুকেটর অনলাইন ট্রেনিং

পিয়ার এডুকেশন পিজিক্যাল ট্রেনিং

মূল শিক্ষনীয় বিষয় :

- লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রূপেবাস্তবায়নে প্রকল্পে পূর্ব নির্ধারিতকার্য ক্রম পরিচালনা করে এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর নারী অধিকার সচেতনতায় অধিক গুরুত্ব প্রদান এবং জেন্ডার সংবেদনশীল প্রশিক্ষণ এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তাই, নারীর নিজের উপার্জিত অর্থের উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা, পারিবারিক আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী পুরুষের সমানাধিকারের বিষয়ে জোর দেওয়া এবং নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করতে দাতা সংস্থা এবং ইপসা উভয়েই কাজ করে যাচ্ছে এবং বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ নিচ্ছে। আমাদের সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী নারী কর্মীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন যেমন তাদের আচরণ, সেলফ-টিম, যোগাযোগ, সঞ্চয় প্রকৃতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে যা নারীর ক্ষমতায়নের জন্য ভালো লক্ষণ।

- স্বল্প আয়ের শ্রমিকদের ক্যাশের বদলে মোবাইল মানির মাধ্যমে বেতন প্রদান করায় তাদের নিরাপদ ভাবে সঞ্চয়ের স্থান এবং সঞ্চয়ের অভ্যাস তৈরি হয়েছে, টাকা হিসাব করে খরচ করা সহজ হচ্ছে এবং কম সময়ে বা খরচে লেনদেন করছেন গার্মেন্টস শ্রমিকরা (প্রকল্পের জরিপ অনুযায়ী)।

৮. কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: প্রমোটিং পিস এন্ড জাস্টিস-চট্টগ্রাম।
প্রকল্পের সময়কাল: ২১ জুলাই ২০১৯ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ।
দাতা সংস্থা: ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: সাতকানিয়া, পটিয়া, সন্দীপ, ফটিকছড়ি, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- প্রান্তিক ও বিশেষ জনগোষ্ঠীর মাঝে আইনি প্রবেশগম্যতা তৈরী করে ন্যায় বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা হল এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য

এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল:

- প্রান্তিক ও বিশেষ জনগোষ্ঠির আইনি প্রবেশগম্যতা তৈরী ও দ্রুত বিচার প্রাপ্তির জন্য বিদ্যমান আইনি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্বক্ষমতা বৃদ্ধি ও আন্তঃ কার্য করযোগাযোগ বৃদ্ধি।

- প্রান্তিক জনগোষ্ঠির মাঝে আইনি স্বাক্ষরতা বৃদ্ধি ও বিদ্যমান আইনি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সেবা গ্রহীতার সর্ম্পক উন্নয়ন করে দ্রুত ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা;

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: নারী ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠি।
প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ:

- জেলা ও উপজেলা লিগ্যাল কমিটির সাথে সংবেদনশীলতা অধিবেশন সম্পন্ন করা হয়েছে ।
- ২ টি উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটির ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে কমিটির দায়িত্ব সম্পর্কে অভিত করা হয়েছে।
- ৫ টি উপজেলায় গণশুনানী সম্পন্ন করার মাধ্যমে সরকারী খরচে আইনি সেবা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।
- ৫৪৭ টি উঠান বেঠকের মাধ্যমে নারী ও পুরুষকে সরকারী খরচে আইনি সেবা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।
- ২৮৯ টি ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি এবং ২০ টি উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটির সাথে দবি-মাসিক সভা পর্য বেক্ষন করা হয়েছে।

উপজেলা লিগ্যাল কমিটির সাথে সংবেদনশীলতা সভা

সরকারি খরচে আইনি সেবা সম্পর্কিত উঠান বৈঠক

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:
১। আইন সহায়তা বিষয়ক সরকারী কোন প্রতিষ্ঠান প্রান্তিক পর্য ায়েনেই তাই প্রান্তিক জনগোষ্ঠি সরকারী সেবা ও আইনী প্রবেশগম্যতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্য ায়েমানুষেয় কাছে সরকারী আইনি সেবা সর্ম্পকিত বিভিন্ন তথ্য ও আইনী প্রবেশগম্যতার ক্ষেত্র তৈরী হচ্ছে।
২। চৌকি আদালতকে সংক্রিয় করা গেলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির আইনী প্রবেশগম্যতার ক্ষেত্র তৈরী হবে। উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটির সদস্যদের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য ব্যালেন্স করা গেলে এই কমিটি অধিক কার্য করকরা যাবে।

৯. কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রকল্প।
প্রকল্পের সময়কাল: ১ এপ্রিল ২০২০ থেকে ৩১ র্ম াচ২০২৩ পর্য ন্ত।
দাতা সংস্থা: সামিট এলএনজি টার্মিন াল কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: মহেশখালী, কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: নোয়া ছিরার মুখ/ আত বিয়ের ধার/ কূম এ যাতায়াতকারী তালিকাভুক্ত ক্ষতিগ্রস্ত মৎসজীবিদের ঋণ, আথিক সহায়তা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিকল্প কমর্স ংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: জেলে সম্প্রদায়।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ:

- গ্রুপ মিটিং ও সচেতনতা মুলক অধিবেশন-৩৬৯।
- বোট মেরামত প্রশিক্ষণ ৮ ব্যাচ ৩২ জন।
- জাল বানানোর প্রশিক্ষণ ৩ ব্যাচ ৩০ জন।
- কাপড় শেলাই প্রশিক্ষণ ১ ব্যাচ ১০ জন।
- বোট মেরামত প্রশিক্ষণ প্রপ্তরা দৈনিক ৫০০-৭০০ টাকা আয় করে, জালবানানোর প্রশিক্ষণ প্রপ্তরা ৫০০০ থেকে ৯০০০ টাকা আয় করে, সেলাই প্রশিক্ষণ প্রপ্তরা ২০০০-৫০০০ টাকা আয় করে।

বোট মেরামত

জাল তৈরী

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- সচেতনতা মুলক অধিবেশনের ফলে কমিউনিটি পর্য ায়েএকে অপরের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় (করোনা ভাইরাস, সুন্দর পরিবার সুন্দর সমাজ, শিশু শিক্ষা, পুষ্টি, প্রথমিক চিকিৎসা, দূযোগের ক্ষাতি এড়ানো) ইত্যাদি বিষয়ে বার্তা সহজে দিতে পারে।
- প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার ফলে নারীরা আয়বর্ধ নমুলক কাজে অংশগ্রহন করে পরিবারের জীবিকা উন্নয়ণ করা সম্ভব হচ্ছে।

১০. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনাম: প্রোমোটিং পিস অ্যান্ড জাস্টিস-কক্সবাজার।
প্রকল্পের সময় কাল: জুলাই, ২০১৯- এপ্রিল, ২০২৩।
দাতা সংস্থা: ডেমোক্রসি ইন্টারন্যাশনাল।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: কক্সবাজার সদর, রামু, উখিয়া, টেকনাফ, কুতুবদিয়া . চকরিয়া , পেকুয়া, মহেশখালী , কক্সবাজার।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:
প্রান্তিক ও বিশেষ জনগোষ্ঠির মাঝে আইনি প্রবেশগম্যতা তৈরী করে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করাই হল এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল;

- প্রান্তিক ও বিশেষ জনগোষ্ঠির আইনি প্রবেশগম্যতা তৈরী ও দ্রুত বিচার প্রাপ্তির জন্য বিদ্যমান আইনি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্বক্ষমতা বৃদ্ধি ও আন্তঃ কার্য করযোগাযোগ বৃদ্ধি করা;
- প্রান্তিক জনগোষ্ঠির মাঝে আইনি স্বাক্ষরতা বৃদ্ধি ও বিদ্যমান আইনি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সেবা গ্রহীতার সর্ম্পকউন্নয়ন করে দ্রুত ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা;

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: নারী ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠি।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ:

- আটটি উপজেলা, ৭১ ইউনিয়ন পর্য ায়ে আইন সহায়তা কমিটি গঠন।
- ৯ টি ইউনিয়নে ৮৬১০০ টাকা বাজেট বন্টন।
- লিগ্যাল এইড এর প্রচার প্রসার বৃদ্ধি।
- ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড পর্য ায়ে লিগ্যাল এইড সেবা গ্রহনকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি।
- জেলা আইন সহায়তা অফিসারের মাধ্যমে গত ১ বছরে ১২০টি অভিযোগ সমাধান করা হয়।

আইন সহায়তা বিষয়ক সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন

বিল বোর্ড স্থাপন(কক্সবাজার সদর উপজেলা)

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- আইন সহায়তা বিষয়ক সরকারী কোন প্রতিষ্ঠান প্রান্তিক পর্য ায়ে নেই । তাই সুবিধাভুগী সরকারী সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্য ায়ে মানুষেয় কাছে সরকারী সেবা সর্ম্পকে বিভিন্ন তথ্য গুলো পৌছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।
- প্রান্তিক পর্য ায়ে আইন সহায়তা বিষয়ক অভিযোগসমাধানের জন্য কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান নেই সবাইকে জেলায় অবস্থিত জেলা আইন সহায়তা সংস্থার সরণাপন্ন হতে হয়। যা অনেক সময় এবং ব্যয়বহুল। বিশেষ করে কুতুবদিয়া। কিন্তু উক্ত এলাকায় চৌকি আদালত রয়েছে। সরকারীভাবে চৌকি আদালতের আইনজীবীদের ফী প্রদান করা নিয়ে জটিলতার কারণে তারা আইনী সেবা প্রদান করা থেকে বিরত রয়েছে। যদি এটার সমাধান করা যায় তাহলে আইন সহায়তা বিষয়ক অভিযোগ গুলো খুব দ্রুত নিষ্পক্তি করা সম্ভব হবে।

অর্থ নৈতিক ক্ষমতায়ন

অর্থ নৈতিক ক্ষমতায়ন

ইপসা বিশ্বাস করে উন্নয়নের অন্যতম পূর্ব শর্ত হল অর্থ নৈতিকক্ষমতায়ন। ইপসা গতিশীল, টেকসই, উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহার করে কেন্দ্রীভূত অর্থ নীতি গড়ে তোলার জন্য কাজ করে যাচ্ছে যেখানে যুবদের কর্ম সংস্থান নারীদের অর্থ নৈতিক ক্ষমতায়ন বিশেষ জনগোষ্ঠির অর্থ নৈতিক অর্ন্তভূক্তি ও সম্মানজনক কর্ম সংস্থান বিষয়টি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। বর্তমানে, ইপসা অর্থ নৈতিক উন্নয়ন বিভাগ এর আওতাধীন অর্থ নৈতিক ক্ষমতায়ন থিমেনিম্মোক্ত কর্ম সূচী/প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়িত করছে, সেই সমস্ত কর্ম সূচীর নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্মে আলোচনা করা হল;

ক্রম নং	অর্থ নৈতিক ক্ষমতায়ন বিষয়ক কর্ম সূচি
০১	অর্থ নৈতিক উন্নয়ন কর্ম সূচি(ইডিপি)
০২	দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)
০৩	প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবিকায়ন ও অর্থ নৈতিক উন্নয়ন
০৪	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্ম সূচি
০৫	কৈশোর কর্ম সূচি
০৬	কৃষি ইউনিট, মৎস্য ইউনিট এবং প্রাণী সম্পদ ইউনিট
০৭	সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট-এসইপি
০৮	চট্টগ্রামের মিসরাই ও সীতাকুন্ডে ইকোট্যুরিজম শিল্পের উন্নয়ন'' শীর্ষ ক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প
০৯	রেড চিটাগাং ক্যাটল জাত উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ কর্ম সূচী
১০	তামাক চাষ নিয়ন্ত্রন বিকল্প ফসল উৎপাদন ও বহুমুখী আয়ের উৎস সৃস্টি
১১	"প্রক্রিয়াজাতকৃত ভোগ্য পণ্যের বাজার উন্নয়ন" শীষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প
১২	ভেটকি-কার্প-তেলাপিয়া মিশ্র চাষের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্ম সংস্থান সৃষ্টি
১৩	ইপসা - বিএসআরএম লাইভীহুড প্রকল্প
১৪	ইপসা ফিজিওথেরাপী সেন্টার
১৫	ইপসা মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র

১. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনাম: অর্থ নৈতিক উন্নয়ন কর্ম সূচি(ইডিপি)।
প্রকল্পের সময়কাল: ১৯৯৩ সাল থেকে চলমান।
দাতা সংস্থা: নিজস্ব তহবিল এবং পিকেএসএফ।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আকবরশাহ,পাহাড়তলী, পতেংগা, ইপিজেড, হালিশহর, বন্দর, ডবলমুরিং, বাকলয়িা, চকবাজার, চাঁন্দগাও, বায়জৌদ, পাচলাইশ, খুলশী, কতোয়ালী, সদরঘাট; **চট্টগ্রাম জেলা**: সীতাকুন্ড , মিরসরাই, (চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন) সন্দ্বীপ , রাঙ্গুনিয়া, রাউজান, হাটহাজারী, ফটিকছড়ি, পটিয়া, চন্দনাইশ, কর্ণ ফুলী আনোয়ারা, বোয়ালখালী। **ফেনী জেলা:** সদর দাগনভূঁ ইয়া ছাগলনাইয়া, সোনাগাজি । **কুমিল্লা জেলা:** লালমাই, বুড়িচং, দেবিদ্বার, তিতাস, দাউদকান্দি, লাকসাম, বরুড়া, সদর দক্ষিন, ব্রাহ্মন পাড়া, মুরাদনগর, চান্দিনা, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন। **চাঁদপুর জেলা**: কচুয়া, চাঁদপুর সদর, শাহারাস্তি, ফরিদগঞ্জ, হাজিগঞ্জ । রাঙ্গামাটি: কাপ্তাই, কাউখালী, রাঙ্গামাটি সদর। **খাগড়াছড়ি জেলা:** সদর, পানছড়ি, রামগড়, মহালছড়ি । **বান্দরবান জেলা :** লামা, নাইক্ষ্যংছড়ি । **কক্সবাজার জেলা:** সদর , পেকুয়া, চকরিয়া , রামু ।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:
লক্ষ্য: লক্ষিত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের সংগঠিত করে পুঁজিগঠন এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্ম সংস্থানসৃষ্টি, দারিদ্র হ্রাস ও ক্ষমতায়ন।
উদ্দেশ্য:

- সংগঠনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করে আত্ম বিশ্বাস ও উন্নয়নে স্পৃহা সৃষ্টি করা।
- সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজিসৃষ্টি এবং আর্থি কপ্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত করা।
- স্থায়ী সম্পদ আহরণ ও এর সর্বোত্তমব্যবহার নিশ্চিত করা।
- উৎপাদনমূখী কর্ম কান্ডের সাথে লক্ষিত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের সম্পৃক্ত করন।
- সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্ঠি করা।
- উদ্যোক্তাদের জন্য মূলধনের সংস্থান করা।
- সকল উন্নয়ন কর্ম সূচিতেসক্রিয় অংশগ্রহণ ও ইতিবাচক ভূমিকা রাখা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: প্রত্যক্ষঃ ৭৮৮১০ জন , পরোক্ষঃ পরিবারের সদস্যবৃন্দ

প্রধান প্রধান কার্য ক্রম সমূহ
১) গ্রুপ ২) সঞ্চয় সৃষ্টি ৩) ঋন চাহিদা যাচাই বাছাই এবং ঋন বিতরন ৪) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন ৫) সচেতনায়ন কার্য ক্রম ৬) সদস্যদের সম্পদ সৃষ্টি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ৭) রেমিটেন্স
চলমান প্রোডাক্ট সমূহ:
১. সঞ্চয় কর্ম সূচি ১.১) সাধারণ সঞ্চয়। ১.২) মুক্ত সঞ্চয়। ১.৩) মাসিক সঞ্চয়

ঋণ কর্ম সূচি সমূহ
২.১) জাগরণ ২.২) অগ্রসর ২.৩) সুফলন ২.৪) বুনিয়াদ ২.৫) অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন কার্য ক্রম ঋণ ২.৬) আইজিএ ঋণ ২.৭) সম্পদ সৃষ্টি ঋণ ২.৮) জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ ২.৯) স্যানিটেশন ডেভেলপমেন্ট ঋণ ২.১০) আবাসন ঋণ ২.১১) আরসিসি ঋণ ২.১২) আবাসন ঋণ ২.১৩) প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীননমান উন্নয়ন ঋণ ২.১৪) অগ্রসর (এমডিপি) ২.১৫) অগ্রসর (এসইপি)
প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ (সংখ্যাসহ) [উল্লেখযোগ্য এবং Evidence ভিত্তিক]:

শাখার সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	ঋণী সংখ্যা	সঞ্চয় স্থিতি	ঋণ স্থিতি	এ যাবত ঋণবিতরণ	উদ্বৃত্ত তহবিল	ক্রমপুঞ্জিভত আদায়ের হার
৬১	৭৮৮১০	৫৭৪৮৬	৬৬,৪৮,২৭,৫৫০	১৮০,১৩,২০,২,০৮৭	১৩০,৬৭,৮৯৬,০০০	১৯,৮৩,৩২,৩৮৫	৯৮.৬৩%

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- প্রয়োজনীয় আর্থি ক সহযোগিতার মাধ্যমে তৃণমূল পর্য ায়ের নারীরা সমাজে আত্ম নির্ভ রশীল হতে পারে।
- অর্থ নৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি সম্ভব

অর্থ নৈতিক উন্নয়ন কর্ম সূচির ঋণ ব্যবহার করে গরু পালন করছেন এক নারী

সংস্থার অর্থ নৈতিক উন্নয়ন কর্ম সূচির একটিদলের কাজ

২. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনাম: দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)।

প্রকল্পের সময় কাল: ২০১০ সাল হতে চলমান -- ।

দাতা সংস্থা: নিজস্ব তহবিল এবং পিকেএসএফ।

প্রকল্পের কর্ম এলাকা: কাউখালী, রাঙ্গামাটি । পানছড়ি, খাগড়াছড়ি । সীতাকুন্ড,চট্টগ্রাম ।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

লক্ষ্য: পরিবার কেন্দ্রিক উন্নয়নের লক্ষে পরিবারে বিদ্যমান সম্পদের সর্বে াত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে পরিবারের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং সমাজের প্রতিটি ব্যাক্তির মানব মর্য দা প্রতিষ্ঠিত করা।

উদ্দেশ্য

- কর্ম সূচিতে অংশগ্রহণকারী দরিদ্র পরিবার সমূহকে ক্ষমতায়িত করা যাতে তারা টেকসই ভিত্তিতে তাদের দারিদ্র হ্রাস করে তা দূরীকরনের লক্ষ্যে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলতে পারে।
- স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টিতে দরিদ্রদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা বিশেষত: নারী ও শিশুদের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া।
- স্থানীয় জনগোষ্টি ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহের সংগে একযোগে কাজ করে প্রাকৃতিক দূর্যে াগ মোকাবেলা এবং যাতে দূর্যে াগ পরবর্তী পূনর্ব াসনে যথাযথ অবদান রাখা যায় সে ব্যাপারে কার্য কর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- দারিদ্র দুরীকরণের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্য ায় থেকে ত্বরান্বিত টেকসই দারিদ্র হ্রাস ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাস্তাবায়নে সরকারী/এনজিও/বেসরকারী সহযোগিতার বিকাশ ঘটানো।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ:

- শিক্ষা কার্য ক্রমেরমাধ্যমে ঝরে পড়া রোধ করা সম্ভব হয়েছে।
- যুব কার্য ক্রমের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ, উগ্রবাদ ও সহিংসতা, ইভটিজিং এর মতো সামাজিক ব্যাধি হ্রাস পেয়েছে।
- স্বাস্থ্য কার্য ক্রমেরমাধ্যমে গর্ভ বতী নারীদের সচেতনতা, গর্ভ পাত ও শিশু মৃত্যু হ্রাস পেয়েছে।
- কৃষি কার্য ক্রমের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি চাষ, বসতভিটার জমির সর্বে াচ্চ ব্যবহার করে বাড়তি আয় ও পুষ্টির জোগান নিশ্চিত হয়েছে।
- আয়বৃদ্ধিমূলক কার্য ক্রমেরআওতায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।

উপজেলা নির্ব াহী কর্ম কর্তা কর্তৃক স্বাস্থ্য কার্য ক্র পরিদর্শ ন

ভার্মি কম্পোষ্ট প্রদর্শনী

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব।
- কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য সংকট কাটানো সম্ভব।

৩. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনাম: প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবিকায়ন ও অর্থ নৈতিক উন্নয়ন।
প্রকল্পের সময় কাল: ২০১৫ সাল হতে চলমান --।
দাতা সংস্থা: পিকেএসএফ।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: চট্টগ্রাম সিটি কর্পে ারেশন, সীতাকুন্ড, মীরসরাই, সন্দীপ, রাঙ্গুনিয়া, রাউজান, ফটিকছড়ি, হাটহাজারী, পটিয়া, বোয়ালখালী, চন্দনাইশ ও আনোয়ারা, চট্টগ্রাম । রাঙ্গামাটি সদর, কাউখালী, রাঙ্গামাটি। পানছড়ি সদর , খাগড়াছড়ি । নাইক্ষ্যংছড়ি , বান্দরবান। চান্দিনা, মুরাদনগর, লাকসাম, কুমিল্লা আদর্শ সদর, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, লালমাই ও বুড়িচং, কুমিল্লা । ফেনী সদর, ছাগলনাইয়া, দাগনভূঁ ইয়া, সোনাগাজী, ফেনী।
চকোরিয়া, রামু, কক্সবাজার । হাজীগঞ্জ, কচুয়া ও শাহরাস্তি, চাঁদপুর।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক ও অর্থ নৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার মাধ্যমে অধিকার ভিত্তিক বাঁধামুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা ।
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: ২৫০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের পরিবার

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ:

- ২১০৩ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সংস্থার অর্থ নৈতিক উন্নয়ন কর্ম সূচির সাথে সম্পৃক্ত করণ যার মধ্যে ১১৯৬ জন ঋণ নিয়ে উন্নয়নমূলক কর্ম কান্ডে সম্পৃক্ত হয়েছে।
- ৯৪ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সবজি চাষ, হাসঁ মুরগী পালন এবং গুর মোটাতাজাকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষন গ্রহন করে।
- ৩৭ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে আর্থি ক অনুদান প্রদান করা হয়।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ঋণ বিতরণ ১০৮,০৪০,০০০ এবং ঋণ স্থিতি: ২৫,৯৪৪,২৪৫ টাকা
- নেতৃত্ব ও যোগাযোগ উন্নয়ন এর উপর ৮৪ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান ।

নিজের সবজি ক্ষেত পরিচর্চ া করছেন আলমগীর

সেলাই কাজে ব্যস্ত লাকি আকতার

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- অর্থ নৈতিক সুবিধা পাওয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক ও অর্থ নৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নিজেদের দক্ষতা অনুযায়ী আয়বৃদ্ধিমূলক কার্য ক্রম বাস্তবায়ন করছে।

৪. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনাম: প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্ম সূচি।
প্রকল্পের সময়কাল: জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০ (চলমান)।
দাতা সংস্থা: নিজস্ব তহবিল এবং পিকেএসএফ।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: সীতাকুন্ড সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: প্রবীণদের মর্য দাপূর্ণ দারিদ্রমুক্ত, কর্ম ময় সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ সামাজিক জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করা ও এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
প্রকল্পের অর্জন:

- চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার সৈয়দুপর ইউনিয়নের ও সন্দ্বীপ উপজেলার মুছাপুর এবং পৌরসভা ৩০০ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে মাসে ৫০০ টাকা বয়স্ক ভাতা প্রদান হয়।
- ২৪২ জন দরিদ্র ও চাহিদা সম্পন্ন প্রবীণ ব্যক্তিকে কম্বল, টর্চ লাইট্ ছাতা, হুইল চেয়ার, ক্যাচ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়ক সামগ্রী প্রদান করা হয়।
- সন্দ্বীপ উপজেলার মুছাপুর এবং পৌরসভার এলাকার ১৬৪ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করার মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য, প্রদান করা হয়।
- ১৯ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে মৃত্যু পরবর্তী সহযোগিতাকে প্রদান।
- ২২৪ জন প্রবীণ ব্যক্তি " প্রবীণ জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধ ণ ঋণ" নিয়ে উন্নয়ন কার্য ক্রম করছেন।

আর্ন্তজাতিক প্রবীণ দিবস ২০২০ সালে প্রবীণদের মাঝে বয়স্ক ভাতা বিতরণ

এমবিবিএস ডা: দ্বারা প্রবীণদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান

মূল শিক্ষনীয় বিষয়

- প্রবীণ ব্যক্তিদের বয়স্ক ভাতা প্রদান করার ফলে প্রবীণ ব্যক্তিরা সমাজে তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাতে পারছে।
- প্রয়োজনীয় সহযোগিতার মাধ্যমে প্রবীণ ব্যক্তিরা সমাজে মর্য দার সাথে বসবাস করতে পারে।

৫. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনাম: কৈশোর কর্ম সূচি
প্রকল্পের সময় কাল: ২০১৮ সাল হতে চলমান।
দাতা সংস্থা: নিজস্ব তহবিল এবং পিকেএসএফ।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: মীরসরাই. সীতাকুন্ড, চট্রগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: কিশোর কিশোরীদের সংগঠিতকরণের মাধ্যমে সমাজে মানুষের মর্য দাবৃদ্ধি, নারী পুরুষের অধিকার ও বৈষম্য দূর হবে, বাল্যবিবাহ রোধ, ইভটিজিংসহ সকল ধরনের যৌন নিপীড়ন ও শারীরিক ও মানসিক নির্য াতনের হার হ্রাস করা।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ:

- ৬টি ক্লাবে ছোটদের নৈতিক শিক্ষা ও ইসলামি শিক্ষা (নামাজ শিক্ষানো), পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কাজ করছে।
- ১৪টি কিশোরী ক্লাবে বৃক্ষ রোপন ও সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া আয়োজন করা হয়।
- ৪৮ জন কিশোরীকে নেতৃত্ব ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- করোনা পরিস্থিতিতে সোপিওয়াটা তৈরি ও বিতরণ ।
- ১৪টি কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে কিশোরীদের সংগঠিতকরণ।

কিশোরী ক্লাবের কর্ম সূচী-চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

সচেতনতা বৃদ্ধি বৈঠক

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- কিশোরীরা সুযোগ পেলে নিজেদের পরিবতনে (আত্মনিভরশীল) কাজ করতে পারে।
- কিশোরীদের নিয়ে কার্য ক্রম বাস্তবায়নের পর কিশোরীদের অত্ম বিশ্বাস বৃদ্দি পারে।

৬. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনাম: কৃষি ইউনিট, মৎস্য ইউনিট এবং প্রাণী সম্পদ ইউনিট।
প্রকল্পের সময় কাল: চলমান ।
দাতা সংস্থা: পিকেএসএফ।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: সীতাকুন্ড, চট্রগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- কৃষককে মাঠ পর্য ায়ে কারিগরী সহায়তা প্রদান এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের স্বাস্থ্যসুরক্ষা নিশ্চিত করা।
- বেকার যুবক ও নারীদের কৃষি (মৎস্য ও প্রানিসম্পদ সহ) উৎপাদন সংশ্লিষ্ট কর্ম সংস্থান সৃষ্টি।
- নিরাপদ কৃষিজ উৎপাদনের বিভিন্ন পরিসেবা যেমন ফেরোমন ফাঁদ, গবাদি পশুর কৃমিনাশক ও প্রতিষেধক টিকা প্রদান, মাছ চাষের ক্ষেত্রে পানির গুনাগুন নির্ণ য় ইত্যাদি।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- তৃণমূল পর্য ায়ে কৃষি র্নি ভর অর্থ নীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।
- নিরাপদ ও আত্মর্নি ভর কৃষি ও অথনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া
- খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও কৃষিতে প্রাকৃতিক উৎসের বিকাশ সাধন করা।
- কৃষক পযায়ে আধুনিক নতুন নতুন জাতের সন্নিবেশ করা।
- কৃষি র্নিভর কমসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস করা।
- সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কীটনাশক মুক্ত চাষাবাদ ও কৃষি ব্যয় হ্রাস করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:

১.ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর অন্তর্ভূ ক্তসদস্য ২.পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ৩.বেকার যুবক ৪. কর্মসংস্থান প্রত্যাশী নারী ৫. -গোষ্ঠী ৬.উদ্যোক্তা ।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ:

- কৃষি প্রধান বাংলাদেশের কৃষকদের আধুনিক ও নিরাপদ জৈব চাষাবাদে অভ্যস্থ করার লক্ষ্যে কৃষি খাতে ১১০টি প্রদর্শ নী বাস্তবায়ন ও প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে প্রায়২০০০ কৃষককে বিনামূল্যে কৃষি পরামর্শ প্রদান।
- কৃষি খাতে নতুন নতুন উচ্চফলনশীল ও উচ্চমূল্যের ফসল চাষাবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ২০ উচ্চমূল্যেরে ফসল প্রদর্শ নী স্থাপন করা হয়েছে যেমন- ব্রোকলি, লাল বাধাকপি, স্কোয়াস, ক্যাপসিক্যাম, বেবী তরমুজ ইত্যাদি।

- ৮ টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ২০০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রাণিসম্পদ বিষয়ক (গাভী পালন,হাঁস মুরগী পালন,ছাগল পালন,গরু মোটাতাজাকরণ) এবং ৫৫৭ টি বিভিন্ন প্রকার প্রাণিকে কারিগরী সেবা প্রদান।
- প্রাণি সাস্থ্য সুরক্ষায় ১৬০০ টি কৃমিনাশক বিতরণ ও ২২৬ টি গরুকে ক্ষুরা রোগ, ৯৯২ টি ছাগলকে পিপিআর ও ৭,৫৫৮ টি হাস-মুরগীকে প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
- আধুনিক ও অর্গ ানিক উপায়৭৫টি মাছ চাষের প্রদর্শ নী পুকুর স্থাপন।
- ট্যাংকে মাছ চাষ, মৎস্য চাষের উপকরণ তৈরীতে উদ্যোক্তা সৃষ্টির মত নতুন প্রযুক্তি প্রচলন ১০ টি।

গবাদি পশুদের কৃমিনাশক টিকাদান কর্ম সূচী

উচ্চ ফলনশীল সবজি চাষ

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, অনুদান ও যথাযথ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের সফল আইজিএ বাস্তবায়ন সম্ভব।
- সদস্যদের পারিবারিক পুষ্টি নিশ্চিতকরণ ও আয় বৃদ্ধি করা গেলে জীবনমান উন্নত হয়।
- প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণাথীর দক্ষতা বৃদ্ধি পায়,তাই নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রাখা আবশ্যক।
- প্রাণির সুসাস্থ্য রক্ষায় নিয়মিত কৃমিনাশক বিতরণ ও ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন প্রয়োজন।

৭. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনাম: সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট-এসইপি।
প্রকল্পের সময় কাল: চলমান।
দাতা সংস্থা: পিকেএসএফ।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: মীরসরাই ,সীতাকুন্ড. চট্টগ্রাম ।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- ইপসার মাছ চাষী সদস্যদের পরিবেশ বান্ধাব মাছ চাষ প্রযুক্তির বিস্তার ঘটানো এবং মাছ চাষকে স্থায়ীত্বশীল করা
- মাছ চাষের উপকরণ প্রাপ্তি বৃদ্ধি ও সহজ করা
- মাছ চাষের উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করা
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উন্নত করা এবং পরিবেশ দূষণ কমানো

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: মাছ চাষী।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ :

- ২৬৫ মাছ চাষীদের চাহিদা মোতাবেক ঋণ প্রদান।
- মৎস্য টেকনিক্যাল অফিসারের মাধ্যমে প্রায় ৬০০ জন মাছ চাষীকে কারিগরী সেবা প্রদান।
- পরিবেশ ক্লাবের মাধ্যমে মাছ চাষীদের (২৫০জন) পরিবেশ সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতন করা।
- পরিবেশের ভারসাম্য ঠিক রেখে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করাএকর প্রতি উৎপাদন ১২ মেট্রিকটন।
- লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন বায়োফ্লক (৩টি), এরিয়েটর (৫টি), জিওব্যাগ (১০টি)।

মৃত মাছের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

মৃত মাছের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

মূল শিক্ষনীয় বিষয় :

- মৎস্য চাষের মাধ্যমে তরুণ উদ্যোক্তাদের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে।
- আধুনিক প্রযুক্তির মৎস্য চাষের মাধ্যমে সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধি হচ্ছে।

৮. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনাম: ''চট্টগ্রামের মিসরাই ও সীতাকুন্ডে ইকোট্যুরিজম শিল্পের উন্নয়ন'' শীর্ষ ক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প।
প্রকল্পের সময়কাল: আগস্ট ২০০৮ ইং ডিসেম্বর ২০২২।
দাতা সংস্থা: পিকেএসএফ।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: মীরসরাই. সীতাকুন্ড, চট্রগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্য :
স্থানীয় জনগোষ্ঠীর টেকসই জীভনযাত্রার মান (ব্যবসায় মুনাফা বৃদ্ধি, আত্ম-কর্ম সংস্থান ও মজুরী শ্রম সৃষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত) উন্নয়ন।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:
পরিবেশ বান্ধব আধুনিক পর্য টন সরঞ্জামাদি, উপকরণ এবং সার্ভি স নিশ্চিতকরণ। দক্ষ সার্ভি স প্রোভাইডার ও সার্ভি স সহযোগী উন্নয়নের মাধ্যমে গুণগত সার্ভি সের সংখ্যা বৃদ্ধি। ইকো-ট্যুরিজম সার্ভি সের বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে পর্য টকের সংখ্যাবৃদ্ধি। ইকোট্যুরিজমের উন্নয়নে উদ্যোক্তাদের মাঝে আর্থি ক প্রবাহ নিশ্চিতকরণ।
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:
পর্য টক স্থানীয় উদ্যোক্তা ও স্থানীয় নারী-পুরুষ জনগোষ্ঠী
প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ :

- হোম স্টে সাভিস উন্নয়ন: এ পযন্ত প্রকল্পের মাধ্যেমে মোট ১৮টি বাড়িকে অনুদানের আওতায় পর্য টকদের জন্য হোম স্টে হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। এগুলো এয়ার বিএন বি ও বিভিন্ন ই- কর্ম াস সাইটে নিবন্ধনকৃত।

এছাড়াও পর্য টন এলাকায় পর্য টকসমাগম বৃদ্ধির কারণে স্থানীয়ভাবে হোম স্টে সাভিসের কদর বেড়েছে। প্রতিটি সার্ভি স প্রোভাইডার মাসে গড়ে ৪০ জন পর্য টককেসেবা দিয়ে থাকে।

- সার্ভি স প্রোভাইডারদের ইকোট্যুরিজম এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক ওর্য াকসপপ্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় পর্য টনবন্ধব ব্যবসা পরিচালনা ও পরিবেশ সচেতনতার লক্ষ্যে স্থানীয় ৭২০ জন সার্ভি স প্রোভাইডারকে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়।
- টুর গাইড প্রশিক্ষণ : প্রকল্প এলাকার স্থানীয় যুবকদের কাজের সংস্থানের উদ্দেশ্যে পর্য টন স্থান গুলোতে পর্য টকদেরভ্রমনে সহাযতার জন্য ১০ জন স্থানীয় যুবককে ট্যুর গাইড হিসাবে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয় ।
- হাউজ কিপিং প্রশিক্ষন : প্রকল্প এলাকার স্থানীয় জনগনদের কাজের সংস্থানের উদ্দেশ্যে পর্য টন স্থান গুলোতে পর্য টকদেরপযাপ্ত সেবা সহাযতার জন্য ১৫ জন স্থানীয় যুবক যুবতীকে হাউজ কিপিং প্রশিক্ষন প্রদান করা হয় । প্রশিক্ষন গ্রহনের মাধ্যমে হোম স্টে সাভিস প্রদানের মাধ্যমে বাড়তি আয়ের সংস্থান হয়েছে।
- ই-কমাস প্রশিক্ষণ : পর্য টন এলাকার পযটন বান্ধব সার্ভিগুলো পর্য টকদেরকাছে সহজে পৌছানোর জন্য ও প্রকল্প এলাকার সাভিস প্রোভাইডারদের প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষতা সৃষ্টির জন্য প্রকল্পের মাধ্যমে ১৪০ জন সাভিস প্রোভাইডারদের প্রশিক্ষিত করা হয় ।

টুরিস্ট গাইড পশিক্ষণ

মিরসরাই উপজেলায় প্রজেক্ট শেয়ারিং সভা

মূল শিক্ষনীয় বিষয় :

- পরিবেশে সংরক্ষন ও বজ্য ব্যবস্থাপনা সম্পকে স্থানীয় জনগনের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির ফলে প্রকল্প এলাকায় পরিবেশ সংরক্ষনে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রকল্প এলাকায় বেকার যুবক যুবতীদের পযটন সংশ্লিষ্ট কাজে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি পরিবারের দৈন্যতা দূরীকরনে ভূমিকা রাখছে।

৯. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনাম: রেড চিটাগাং ক্যাটল জাত উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ কর্ম সূচী।
প্রকল্পের সময়কাল: ২০১৭-চলমান।
দাতা সংস্থা: ইপসা ও পিকেএসএফ।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: সীতাকুন্ড, চট্রগ্রাম।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- প্রদর্শ নী খামার স্থাপনের মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তি বাস্তবায়ন ও প্রতিরুপায়ণ খামার সৃষ্টি।
- প্রোটিনের চাহিদা পূরণে উৎপাদন বৃদ্ধি

- প্রাণি সাস্থ্য সুরক্ষায় নিয়মিত ভ্যাকসিনেশন ও কৃমিনাশক ক্যাম্পেইন আয়োজন
- প্রশিক্ষণ ও কারিগরী সহায়তা প্রদান
- সরকারী প্রাণিসম্পদ বিভাগের সাথে সমন্বয়ের সৃষ্টি।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:
১.ক্ষুদ্র ঋণ কর্ম সূচীর অন্তর্ভু ক্ত সদস্য ২.পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ৩.বেকার যুবক ৪.কর্ম সংস্থান প্রত্যাশী নারী ৫. -গোষ্ঠী ৬.উদ্যোক্তা

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ:

- আরসিসি বিষয়ক ০৫ টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১২৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে (নারী-৮৫,পুরুষ-৪০) সরকারী প্রাণিসম্পদ বিভাগের সহায়তায় প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রাণি সাস্থ্য সুরক্ষায় ১২০০ টি কৃমিনাশক বিতরণ ও ৩২৪ টি গরুকে ক্ষুরা প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
- বিভিন্ন প্রকার প্রাণিকে ১৫৭ কারিগরী সেবা প্রদান।
- প্রদর্শ নী খামার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে২৫ টি প্রতিরুপায়ণ খামার সৃষ্টি।
- আরসিসি বিষয়ক একটি সমন্বয় সভার আয়োজন।

আরসিসি পালন প্রশিক্ষণ

রেড ক্যাটল পালন খামারী

মূল শিক্ষনীয় বিষয় :

- প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়,তাই নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রাখা আবশ্যক।
- প্রাণির সুসাস্থ্য রক্ষায় নিয়মিত কৃমিনাশক বিতরণ ও ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন প্রয়োজন।
- সরকারী বিভাগের সাথে সমন্বয় প্রকল্পের সাফল্য বৃদ্ধি করে।

১০. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনাম: তামাক চাষ নিয়ন্ত্রন বিকল্প ফসল উৎপাদন ও বহুমুখী আয়ের উৎস সৃস্টি।
প্রকল্পের সময়কাল: জুলাই ২০২০-জুন ২০২১।
দাতা সংস্থা: ইপসা ও পিকেএসএফ।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: চকরিয়া, কক্সবাজার।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- তামাকমুক্ত লাভজনক ফসলভিত্তিক শস্য বিন্যাস প্রচলন এবংফসল চাষের পাশাপাশি গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালনের মাধ্যমে কৃষকের বহুমুখী আয়ের উৎস সৃস্টি করা;

- তামাক পোড়ানোজনিত পরিবেশ দূষণ ও বৃক্ষ নিধন হ্রাস এবং তামাক উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সংশ্লিষ্ট স্বস্থ্য সমস্যা দূর করাসহ স্কুলগামী ছাত্রছাত্রী নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষা কার্য ক্রম নিশ্চিত করা;

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ:

- তামাক চাষের বিকল্প ফসল চাষের জন্য ২০০ জন তামাক চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিকল্প ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে চাষীদের মাঝে সার, বীজ ও বিবিধ উপকরণ (ফেরোমন ও রঙ্গিন ফাদ, পার্সি ং ইত্যাদি) সরবরাহ করা হয়েছে।
- তামাকের বিকল্প উচ্চ ফলনশীল ও অধিক লাভজনক ফসল হিসাবে ব্রোকলি, টমেটো, আলু, মরিচ বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি, গাজর, শসা, চিচিঙ্গা,ঝিঙ্গা, করলা ও গ্রীষ্মকালীন তরমুজ চাষ করার জন্য ১৫০ জন চাষীকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং ১২০জন চাষীকে উপকরন দেওয়া হয়েছে ; ফেরোমন ফাঁদ ও রঙিন ফাঁদ ব্যাবহার করে ১৫০ জন চাষীকে নিরাপদ সবজি চাষ করানো হয়েছে।
- ২০ জন চাষীকে " কোকোডাষ্ট ব্যবহার করে প্লাষ্টিক ট্রেতে গুনগত মান সম্পন্ন বিভিন্ন মৌসুমী সবজির চারা উৎপাদন বিষয়ে" প্রশিক্ষণ প্রদান ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে এবং তামাক চাষের পরির্ব তে মসলা (মরিচ,পিয়াজ, রসুন),তৈল (সরিসা) ও অর্থ করী ফসল(ফুল ও পান)চাষের জন্য ৪৫ জন চাসীকে উপকরন দেওয়া হয়েছে ।
- উন্নত পদ্ধতিতে গাভি পালন ,গরু মোটাতাজাকরন,পেকিন জাতের হাঁস পালন, কালার ব্যয়লার মুরগি পালন ও মাচায় ছাগল পালন বিষয়ক ১২৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৮০ জনকে উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।
- ২০০ জন তামাক চাষীকে অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর (২); উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ (২); কৃষি ও প্রানীসম্পদ বিষয়ক কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণ (৭) প্রদান করা হয়েছে ।

সবজি ফসল (আলু) প্রদর্শ ণী

পিকেএসএফ এর কর্ম কর্তাদের মঠ পরিদর্শ ন

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- তামাকের বিকল্প ফসল উৎপাদন করে কৃষকেরা লাভবান হচ্ছে এবং অন্য চাষীরা এতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে।
- তামাক চাষের ফলে মাটির উর্ব রতা হ্রাস এবং স্বাস্থ্যের যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে তা চাষীরা অনুধাবন করতে পারছে ফলে তামাকের বিকল্প সবজি চাষ করে অধিক লাভবান হচেছ ।

- মাচায় ছাগল পালন করলে রোগ আক্রমন কম হয় যা অতি লাভজনক তা কৃষকরা বুঝতে পারছে।

১১. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনাম: "প্রক্রিয়াজাতকৃত ভোগ্য পণ্যের বাজার উন্নয়ন" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প।
প্রকল্পের সময়কাল: ফেব্রুয়ারী/২১ হতে জুন/২২।
দাতা সংস্থা: পিকেএসএফ।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:
প্রকল্পের লক্ষ্য : প্রক্রিয়াজাতকৃত ভোগ্য পণ্যের বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে উদোক্তা তৈরী এবং কমসংস্থান সৃষ্টি ।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রক্রিয়াজাতকৃত ভোগ্য পণ্যের বাজার উন্নয়ন
- নতুন নতুন উদ্যাক্তা তৈরী
- কর্ম সংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস করা।
- নিরাপদ ও আত্মর্নি ভর কৃষি উন্নয়ন সাধন করা।
- সারা বছর ব্যাপী পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: কৃষক ও স্থানীয় জনগোষ্ঠি

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ:

- বাজারজাতকরণের জন্য প্রায় ১ টন শিমের শুকনো বীজ (খাইস্যা) প্রস্তুত করণ।
- বাজারজাতকরণের জন্য প্রায় ১০০ কেজি সাজনা পাউডার উৎপাদন।
- প্রক্রিয়াজাতকৃত ভোগ্য পণ্য উৎপাদন ও বিপণণের জন্য ৫ জন উদ্যাক্তা তৈরী।
- ২০০০ জন উপকারভোগীর সার্ভে সম্পন্ন।
- সীতাকুন্ড খাইস্যা এখন একটি ব্যান্ড হিসেবে বাজারে আত্ম প্রকাশ করেছে।

কৃষকদের ডিহাইড্রেটর মেশিন বিতরণ করছেন ইপসার প্রধান নির্ব াহী এবংপরিচালক(ইডি)।

ন্যাচারাল ডিহাইড্রেটর মেশিনে মরিচ শুকানো হচ্ছে

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- মৌসুমে প্রাপ্ত ফসল যদি প্রক্রিয়াজাত করে বিপনণ করা যয় তবে কৃষক আর্থি কভাবে লাভবান হয় এবয় সারা বছরব্যাপী পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত হয়।
- আগ্রহী উদ্যাক্তারা একটু সহযোগীতা পেলে খুব সহজেই সাফল্য লাভ করতে পারে।
- পণ্য নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পর্কে হাতে কলমে অভিজ্ঞতা অর্জন ।

১২. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনাম: ভেটকি-কার্প-তেলাপিয়া মিশ্র চাষের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্ম সংস্থান সৃষ্টি।
প্রকল্পের সময়কাল: জুলাই'২০১৯ -জুন'২০২২।
দাতা সংস্থা: পিকেএসএফ।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: সীতাকুন্ড, মীরসরাই।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- ভেটকি-কার্প-তেলাপিয়া মিশ্র চাষ প্রচলন।
- মাছ চাষের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্ম সংস্থান সৃষ্টি।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: কৃষক, ভেটকি মাছ চাষী।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ:

- ২৫টি ভেটকি-কার্প-তেলাপিয়া মিশ্র চাষ প্রদর্শ নী স্থাপন।
- ২৫জন সদস্যকে মাছ চাষের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ৩২টি ভেটকি-কার্প-তেলাপিয়া মিশ্র চাষ প্রতিরূপায়ন।
- ৫৩ জন চাষীকে ২৭ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ।
- ১১০ জন চাষীকে কারিগরী কর্ম কর্তারমাধ্যমে মাছ চাষে সেবা প্রদান।

প্রদর্শ নী পুকুরের উৎপাদিত ভেটকি মাছ

দর্শ নীর আওতায় পুকুরে মাছ ও পাড়ে সবজি চাষ

প্রকল্পের মূল শিক্ষনীয় বিষয়:
মাছ চাষের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থ নৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

১৩. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনাম: ইপসা - বিএসআরএম লাইভলীহুড প্রকল্প।
প্রকল্পের সময়কাল: ২০১৬-২০২১।

দাতা সংস্থা: বিএসআরএম।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: মীরসরাই, চট্টগ্রাম ।

প্রকল্পের লক্ষ্য: অর্থ নৈতিক সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ:

- ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী সহ সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগন ৪০০০০ টাকা পর্য ন্ত ঋণ নিয়ে স্বাবলম্বী হচ্ছে।
- ঋণ সুবিধার মাধ্যমে ৫৯৪ জন নারী-পুরুষ বনের উপর নির্ভ রশীলতা কমিয়ে আত্ন-নির্ভ রশীল হচ্ছে।
- ৪২ লক্ষ টাকা ঋণ স্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বন নির্ভ রশীলতা কমিয়ে সদস্যরা বিকল্প কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করছে।
- ২০০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে কম্বল বিতরণ।

বিএসআরএম ঋণ সহায়তা ব্যবহার করে উদ্যোক্তা হয়েছেন ইপসা'র একজন নারী সদস্য

একজন আদিবাসী সদস্যকে কম্বল প্রদান করা হচ্ছে

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- প্রয়োজনীয় সহযোগিতার মাধ্যমে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী সহ সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিজের স্বাবলম্বী করতে পারে।
- কাঠ কাটা বন্ধ হওয়ায় পরিবেশ তার নিজের অবস্থানে চলে এসেছে ।

১৪. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনাম: ইপসা ফিজিওথেরাপী সেন্টার।
প্রকল্পের সময় কাল: চলমান।
দাতা সংস্থা: সংস্থার নিজস্ব অর্থ ায়নে পরিচালিত
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: ইপসা ফিজিও থেরাপী সেন্টার সীতাকুন্ডের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত। এই ফিজিও থেরাপী সেন্টারে সাধারনত সমগ্র সীতাকুন্ড উপজেলা, সন্দীপ, মীরশরাই উপজেলা ও ফেনীর প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিরা নিয়মিতভাবে থেরাপী গ্রহন করেন।

কর্ম সূচির লক্ষ্য: ফিজিওথেরাপীর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
উদ্দেশ্য :

- প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের দীর্ঘ মেয়াদী প্রতি
- প্রতিবন্ধিতার হাত থেকে রক্ষা করা।
- স্বল্প খরচে প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের থেরাপী সেবা প্রদান।

- ফিজিওথেরাপীর মাধ্যমে দরিদ্রদের জন্য থেরাপী সেবা নিশ্চিত করা

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ:

- ফিজিওথেরাপী সেন্টারের মাধ্যমে এলাকার প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের বর্তমানে সপ্তাহে ৭ দিন সেন্টারে নিয়মিত থেরাপী প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি রোগীর প্রয়োজন অনুসারে মাঠ পর্যায়ে গিয়েও রোগীকে থেরাপী প্রদান করা হয়।
- এলাকার ২৬৭ জন স্ট্রোক, মিনিজাইটিস, সেরিব্রাল ফলসি, দূর্ঘটনা আক্রান্ত ও বিভিন্ন ব্যাথা ও রোগে আক্রান্ত রোগীরা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহন করছে।

থেরাপী সেন্টারে খেলা করছেন একজন প্রতিবন্ধী শিশু

থেরাপী সেন্টারে সেবা নিচ্ছেন একজন নারী

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- বর্তমানে থেরাপী গ্রহনের ফলে সেবা গ্রহনকারী ব্যক্তিদের শারিরীক সক্ষমতা পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্যাথায় আক্রান্ত রোগীদের ব্যাথা উপশম হওয়ার ফলে তারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে।
- থেরাপী গ্রহনের ফলে অনেক স্ট্রোক রোগী দীর্ঘ মেয়াদী প্রতিবন্ধীতার হাত থেকে রক্ষাপেয়েছে।

১৫. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনাম: ইপসা মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র।
প্রকল্পের সময় কাল: চলমান।
দাতা সংস্থা: সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত
কর্ম এলাকা: ইপসা'য় ০৪ টি মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র রয়েছে-"সীতাকুন্ড ক্যাম্পাস" চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার অর্ন্তগত সীতাকুন্ড ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অফিসের বিপরীতে অবস্থিত।"কাউখালি ক্যাম্পাস" রাঙামাটি জেলার কাউখালী উপজেলার পোয়াপাড়ায় অবস্থিত। "কক্সবাজার ক্যাম্পাস" যাহা কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার মিঠাছড়ি ইউনিয়নের পানের ছড়া এলাকায় অবস্থিত।

কর্ম সূচির লক্ষ্য: দক্ষ মানব সম্পদ তৈরী ও কর্ম ক্ষেত্রকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা।
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী
প্রত্যক্ষ: সরকারী - বেসরকরী কর্ম কর্তা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত অংশগ্রহণকারীগণ।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ :

- সংস্থার নিজস্ব প্রশিক্ষন পরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রশিক্ষন পরিচালনা করা।
- বিভিন্ন পাবলিক/প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঠ পরির্দশনের সহযোগিতা করা।

- প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে ৭৩ টি প্রশিক্ষন ও কর্ম শালার আয়োজন করা হয়।

ইপসা মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সীতাকুন্ড

ইপসা মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের আয়োজন।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- মানব সম্পদ উন্নয়ন করা।
- বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় সহযোগিতা করা।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যে গ ব্যবস্থাপনা

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে এটি একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। এখানকার প্রধান দুর্যোগ ও পরিবেশগত বিপর্যয়গুলো হচ্ছে বন্যা, খরা,ঝড়, ঘূর্ণি ঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস, পরিবেশের অবক্ষয়, নদী ভাঙ্গন, লবণাক্ততা, ভূমি ধ্বস, ভূমির উর্বরতা হ্রাস, ভূমিকম্প, শৈত্য প্রবাহ, বজ্রপাত, টর্নেডো, সুনামী ইত্যাদি। এই সমস্যাগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে আরও বৃদ্ধি পাবে। সম্প্রতী, মানব সৃষ্ট দুর্যোগ এর সংখ্যা ও ক্রমশ বৃদ্ধিপাচ্ছে। যেমন রোহিঙ্গা ইনফ্লাক্স, মায়ানমার থেকে আগত জোর পূর্বক বাস্তচ্যুত রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তাকরণে ইপসা, সরকার ও দাতা সংস্থাদের সাথে সমন্বয় করে কাজ করছে। ইপসা পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগব্যবস্থাপনা কর্ম সূচীর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিবন্ধকতা এবং অভিযোজন এবং দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসপ্রতিক্রিয়া এবং দুর্যোগের শিকারদের পুনর্বাসনের পাশাপাশি উপযুক্ত স্থিতিস্থাপক প্রক্রিয়া ও পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা উন্নীতকরনে সরকারের পাশাপাশি সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে আসছে। বর্তমানে, ইপসা পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্ম সূচীর আওতাধীন নিম্মোক্ত কর্ম সূচীপ্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত করছে, সেই সমস্ত কর্ম সূচীর নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্মে আলোচনা করা হল;

ক্রম নং	**পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপন**
০১	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকার জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তাসমূহ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প।
০২	বিলডিং আরবান রেসিলেন্স ইন ঢাকা এন্ড চট্টগ্রাম।
০৩	বাংলাদেশ হাউজিং, ল্যান্ড এন্ড প্রোপার্টি রাইটস ইনিশিয়েটিভ ফর ক্লাইমেট ডিসপ্লেসড কমিউনিটিজ

১. কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকার জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তাসমূহ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প।
প্রকল্পের সময়কাল: ডিসেম্বর, ২০১৯ থেকে মার্চ, ২০২২ ইং পর্যন্ত
দাতা সংস্থা: ক্লাইমেট জাস্টিজ রেসিলিয়েন্ট ফান্ড (সিজিআরএফ)।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: বাঁশখালী, চট্টগ্রাম, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:
প্রকল্পের লক্ষ্য -বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের জলবায়ু জলবায়ু স্থানচ্যুত অসহায় মানুষদের অধিকারভিত্তিক প্রয়োজনীয়তাসমূহ নিশ্চিতকরণ ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের দক্ষতাবৃদ্ধি যাতে তারা তাদের সুনিশ্চিত জীবনধারা ও অধিকারসমূহ দাবী করতে পারে।
- জলবায়ু স্থানচ্যুতির সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রয়োজনীয় এডভোকেসি করা ।
- জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের পরিবর্তীত জীবনের সাথে অভিযোজিত হবার জন্য ও উন্নত জীবনের লক্ষ্যে প্রয়োজনভিত্তিক সহায়তা প্রদান করা।

- নিরাপদ স্থানে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের মৌলিক চাহিদার সুযোগসহ আশ্রয় সুবিধা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রাকৃতিক দূযোর্গে স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠী

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ:

- চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার ৪টি জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবারকে ইপসার ক্রয়কৃত জমিতে ২ কক্ষবিশিষ্ট সেমিপাকা ঘরে গভীর নলকূপ, স্যানিটেশন ও জীবিকার সুবিধাসম্পন্ন পুনবার্স ন
- ২০ টি পরিবারের মাঝে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- ৪টি গভীর নলকূপ স্থাপনের প্রায় ৩০০ পরিবারেরর জন্য নিরাপদ বিশুদ্ধ পানির সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- টেইলারিং প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্নের পর ১০ জন জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবারের নির্ব াচিত মহিলা সেলাই মেশিন পাওয়ার পর স্বাবলম্বী হয়ে পরিবারের অর্থ নৈতিক স্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
- ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে এডভোকেসি কার্য ক্রম্মে ফলে বাঁশখালী ও কুতুবদিয়া উপজেলা প্রশাসন ৫টি আশ্রয়ন প্রকল্প চালুর মাধ্যমে নদী ভাঙ্গনের শিকার বাস্তুচ্যুত মানুষ, ভূমিহীন ও আশ্রয়হীন ৮০ জনকে ঘর প্রদান, ভূমিহীন সনদ প্রদান ও বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন কর্ম সূচির আওতায় জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের অন্তর্ভূ ক্ত করছে

জলবায়ু স্থানচ্যুত পুনবার্সি ত একটি পরিবার তাদের জন্য নির্মি ত ঘরের সামনে।	বেড়িবাঁধ স্থাপনের দাবীতে কমিউনিটি টিমের সদস্যদের মানববন্ধনের আয়োজন।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় :

- জলবায়ু স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীর সমস্যাগুলো সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের কাছে পৌঁছাতে স্থানীয় মানুষেদের সমন্বয়ে গড়া কমিউনিটি টিম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।
- জলবায়ু স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে দারিদ্রতা বিমোচনের সাথে সম্পর্কিত দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যাপকতা ও বিকল্প জীবিকায়নের বৈচিত্রতা বাড়াতে হবে।

- জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবারদের পুনবার্স নের উদ্যোগ নেয়ার সময় দূর্যে াগ ঝুঁ কিমুক্ত উঁচু স্থানজনগোষ্ঠীর বসবাসস্থলের আশেপাশে, জীবিকায়নের সুযোগসম্পন্ন এলাকা অগ্রাধিকার দিয়ে স্থানীয় কমিউনিটি টিমের সদস্যদের মতামতের মাধ্যমে সার্বি ক কার্য ক্রম গ্রহণ করা উচিত।

০২. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনাম: বিলডিং আরবান রেসিলেন্স ইন ঢাকা এন্ড চট্টগ্রাম।
প্রকল্পের সময়কাল: জুলাই'১৮ থেকে জুন'২০২৩।
দাতা সংস্থা: সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল ইন বাংলাদেশ।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: বাকলিয়া থানা, চাঁন্দগাও থানা , পাঁচলাইশ থানা এবং খুলশী থানা, বায়োজিদ থানা এবং পাঁচলাইশ থানা, চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:
এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো নগরের সুবিধাবঞ্চিত এবং ঝুঁ কিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণের দুর্যে াগের প্রস্তুতি, ঝুঁ কিহ্রাস এবং সাড়া প্রদানে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যাতে দুর্যে াগপরবর্তী বিভিন্ন আঘাত ও চাপের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেন।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: নগরের সুবিধাবঞ্চিত এবং ঝুঁ কিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠি।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ:
- চট্টগ্রাম নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে চট্টগ্রাম সিটি কর্পো রেশন কর্তৃক১৫০০ আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার দল গঠন।
- প্রকল্প আওতাধীন ১টি ওয়ার্ডে র কার্য কর ওয়ার্ড দুর্যে াগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন(আগের সহ মোট ৪টি)।
- দুর্যে াগ মোকাবেলায় অবদান এবং নিরাপদ নগর বিনির্মা নে ভূমিকা রাখা স্বেচ্ছাসেবক এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের জন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পো রেশন থেকে মেয়র অ্যাওয়ার্ড প্রবর্ত্তনের ঘোষণা।
- দুইটি ওয়ার্ডে র ওয়ার্ড দুর্যে াগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নগর ঝুঁ কি নিরূপণ তৈরি এবং তার ভিত্তিতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পো রেশনের বাজেটে ওয়ার্ড ভিত্তিক বরাদ্দ
- করোনা মহামারীর কারণে লকডাউনের ফলে আর্থি কভাবে ক্ষতিগ্রস্ত২৫০ জন পরিবারকে ৪৫০০ টাকা আর্থি ক সহায়তা প্রদান।

প্রকল্পের উদোগে নগরীতে দুর্যে াগ ঝুঁ কিহ্রাস ও নিরাপদ নগর বিনির্মা নেঅবদান রাখা স্বেচ্ছাসেবক ও ব্যক্তিবর্গে র জন্য মেয়র অ্যাওয়ার্ডপ্রদানের প্রাক্কালে	ভারী বর্ষ নে দুর্ঘ টনাবশত নগরীর চশমা খালে সিএনজি ডুবে গেলে ৮ নং ওয়ার্ডে র আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়াররা সর্ব প্রথম সাড়াদানকারী হিসেবে ভূমিকা রাখেন।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- ঝুঁকিহ্রাস ও দুর্যোগ মোকাবেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সচলকরণনগর স্বেচ্ছাসেবক ও নারীদলের স্বক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে দুর্যোগের ঝুঁকি কমানো যায়।
- স্থানীয় জনগনের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে নগর ঝুঁকি নিরুপন প্রতিবেদন স্থানীয় সরকারকে ওয়ার্ড ভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসেবিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণে উদ্ধদ্ধ করে।
- নগরীর দুর্যোগ মোকাবেলায় ও দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে নগর স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকা অপরিসীম।

০৩. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনাম: বাংলাদেশ হাউজিং, ল্যান্ড এন্ড প্রোপার্টি রাইটস ইনিশিয়েটিভ ফর ক্লাইমেট ডিসপ্লেসড কমিউনিটিজ।
প্রকল্পের সময়কাল: নভেম্বর, ২০২০ থেকে ডিসেম্বর, ২০২০ ইং পর্য ন্ত।
দাতা সংস্থা: ডিসপ্লেসমেন্ট সলিউশন ।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: সৈয়দপুর, সীতাকুন্ড , চট্টগ্রাম ।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:
জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে ক্ষতিগ্রস্থ ও স্থানচ্যুত সম্প্রদায়ের সমস্যা নিরসনে অধিকার ভিত্তিক কাজ চিহ্নিতকরণ এবং তাদের আবাসন, ভূমি ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রাকৃতিক দূযোর্গে স্থানচ্যুত জনগোস্ঠী

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ:

- চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার ১টি জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবারকে সীতাকুন্ড উপজেলার সৈয়দপুর ইউনিয়নে ইপসার ক্রয়কৃত জমিতে ২ কক্ষবিশিষ্ট সেমিপাকা ঘরে পুনবার্স ন করা হয়েছে। ইতিপূর্বে একই পুনবার্স ন প্রকল্পের আওতায়৪টি জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবারকে পুনবার্স ন করা হয়।
- পুনবার্সি ত পরিবারদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- ১টি গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ বিশুদ্ধ পানির সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিদর্শ নের সময় পুনবার্স ন প্রকল্পের ভূয়সী প্রশংসা করে কমিউনিটি ভিত্তিক পুনবার্স ন প্রকল্প দেশের জন্য মডেল হতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের জন্য নির্মিত ঘরসমূহ	পুনবার্সনের জন্য ঘর নির্মাণ কাজ চলমান

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- টেকসই জীবনজীবিকার নিশ্চয়তা ও কমিউনিটির মানুষের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের পুনবার্সনকর্ম সূচিগ্রহণ করা উচিত।
- জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবারদের পুনবার্সনেরক্ষেত্রে পরিবার নির্বাচনএকটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু এবং এইক্ষেত্রে যথোপযুক্ত পরিবার নির্বানেরজন্য বাছাই প্রক্রিয়ায় যতবান হতে হবে। স্থানচ্যুত মানুষদের স্থানচ্যুতির আগের ঠিকানা ও বর্তমান ঠিকানার স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র যাচাই করা উচিত।
- পুনবার্সনকার্য ক্রমেরজন্য জমি নির্বাচনপ্রক্রিয়া একটি জটিল প্রক্রিয়া। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষা করে বন্যা ঝুঁকিমুক্ত এলাকায় জমি ক্রয়, রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন করে ভুমি উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করে ঘর তৈরীর কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা

রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা বিষয়ক প্রকল্প সমূহ

মিয়ানমার থেকে আগত জোর পূর্ব ক বাস্তচ্যুত রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তাকরণে ইপসা সরকার ও দাতা সংস্থাদের সাথে সমন্বয় করে কাজ করছে। স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে ইপসা প্রথম থেকে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে, ইপসা রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা প্রদানে নিম্মোক্ত কর্ম সূচী/প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত করছে, সেই সমস্ত কর্ম সূচীর নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্মে আলোচনা করা হল;

ক্রম নং	রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা বিষয়ক কর্ম সূচী
০১	**এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি**
০২	ইন্টিগ্রেটেড হিউমেনেটরিয়ান রেসপন্স টু দ্যা নিডস্ অব ওল্ডার ম্যান এন্ড উইমেন।
০৩	বিজিডি এএইচপি রোহিঙ্গা রেস্পন্স পেইজ ত্রি (২০২০-২০২৩) সিপি থিম
08	প্রিভেনশন এন্ড রেসপন্স একটিভিটিজ ইমপ্লেমেন্টশন অন কাউন্টার ট্রাপিকিং ইস্যু
০৫	ইউথ ফ্রম হোস্ট কমিউনিটিস এন্ড রোহিঙ্গা ক্যাম্পস ইন কক্সবাজার এসএ এজেন্টস অফ সেইন্জ
০৬	এনাবলিং ফোরসিবলি ডিস্প্লেসড নেশনালস অফ মিয়ানমার এন্ড এক্সট্রিমলি
০৭	ইমারর্জেন্সি ফায়ার রেসপন্স ফর রোহিঙ্গা রিফিউজি অফ উখিয়া, কক্সবাজার
০৮	বেইসলাইন স্টাডি এন্ড ইমপ্লেমেনটেশন অফ সানি কোরিয়া নিউলি ডেবলপম্যান্ট প্রুডাক্ট

১. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনাম: এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি
প্রকল্পের সময়কাল: জানুয়ারী-২০১৮ হতে চলমান
দাতা সংস্থা: সেভ দ্যা চিলড্রেন।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: টেকনাফ , উখিয়া, কক্সবাজার ।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

সংকট-প্রভাবিত রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য নিরাপদ ও সুরক্ষামূলক পরিবেশে ন্যায্সঙ্গত শিক্ষার সুযোগের তাৎক্ষণিক প্রবেশাধিকার অব্যাহত রাখা এবং শক্তিশালী করা।
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী : রোহিঙ্গা শিশুদের, মাঝি, রুহিঙ্গা অভিভাবক।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ:

- ১০০ এলসি প্রতিষ্ঠা, সমস্ত কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ, শিশুদের তালিকাভুক্তি, উপাদান বিতরণ এবং ৫০ দিনের মধ্যে শিক্ষা পরিচালনা।
- মহামারী পরিস্থিতির সময় বিকল্প শিক্ষা প্রবর্তন এবং ৪৭৪৫ মেয়ে এবং ৫২৪৫ ছেলে, মোট -১০০৩৫ শিশু আচ্ছাদিত, ৮০০০ পিতামাতা পেরেন্টিং সেশন এবং কোভিট-১৯ বার্তা প্রতিরোধের মাধ্যমে পৌঁছে ছিলেন।
- কমিউনিটি এনগেজমেন্ট ৭৪#সিইসি (৭৮৯ জন) এর মাধ্যমে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- এলসি তে প্রবেশাধিকার না থাকা ৯৩৫ জন কিশোরীর জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ।

লানিং সেন্টারে শিক্ষার্থীর একাংশ	শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের একাংশ

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- শিশুরা বিকল্প উপায়ে শিখতে পারে।
- সিআইসি অনুমোদন ছাড়া শিবিরের মধ্যে কোনও কাজ করা যাবে না।
- কর্মী এবং শিক্ষকদের বিকল্প উপায়ে অভিজ্ঞ/দক্ষ করা যেতে পারে।
- প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রকল্পটি চালিয়ে যাওয়ার জন্য নিজস্ব তহবিল বরাদ্দের উদ্যোগও নিতে পারে।

২. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনাম: ইন্টিগ্রেটেড হিউমেনেটরিয়ান রেসপন্স টু দ্যা নিডস্ অব উল্ডার ম্যান এন্ড উইমেন।
প্রকল্পের সময় কাল: ডিসেম্বর ২০২০- মে ২০২১।
দাতা সংস্থা: ডিএফআইডি।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: পালংখালী , উখিয়া , কক্সবাজার।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- সমন্বিত স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং প্রবেশগম্যতার মাধ্যেমে রোহিঙ্গা প্রবীণ নারী ও পুরুষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে মৃত্যুর হার এবং অসুস্থতা হ্রাস করা।

- প্রবীণ বান্ধব কেন্দ্রের মাধ্যমে নিরাপদ , উপযুক্ত এবং মর্য দাপূর্ণ ওয়াশ পরিষেবাগুলিতে প্রবেশগম্যতার মাধ্যমে সংক্রামক রোগে থেকে প্রবীণ নারী ও পুরুষদের রক্ষা করা।
- প্রবীণ নারী এবং পুরুষদের নিরাপদ এবং মর্য াদাপূর্ স্থানগুলিতে প্রবেশ আধিকার নিশ্চিত করা এবং প্রবীণ বান্ধব কেন্দ্রে এবং যেখানে সুরক্ষা পরিসেবা এবং বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে।
- সরকারী এবং বেসরকারী উভয় মানবিক এক্টর এর কার্য ক্রম্ ক্ষমতা এবং প্রবীণদের জন্য অংশগ্রহণমূলক পরিসেবা প্রদানের জন্য কাজ করা ।

প্রকল্পেরঅংশগ্রহণকারী/ লক্ষিতজনগোষ্ঠী: প্রবীণ জনগোষ্ঠী (৫০ এবং ৫০+)

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ:

- বর্তমানে৭ টি প্রবীণ বান্ধব কেন্দ্র চালু রয়েছে (৪ টি ক্যাম্পে এবং ৩ টি হোস্ট কমিউনিটিতে অবস্থিত)
- প্রবীণ বান্ধব সামগ্রী বিতরণ (লঠি, গরম পানির ব্যাগ, কমোড চেয়ার, রেকজিন) ৮০০ জন প্রবীণকে।
- প্রবীণদের পুষ্টিকর খাবার সর্ব রাহ৩০০ জন প্রবীণ।
- মেডিসিন ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল সাপোর্ট (কোভিড ১৯ স্ক্যনিং, ভেকসিনেশন এবং হেল্থ ক্যাম্প)।
- ৪০০ জন প্রতিবন্ধী প্রবীণদের এ্যাসিস্টিভ ডিভাইস বিতরণ (হেয়ারিং ডিভাইস, সাদাছড়ি, কলারব্যান্ড, ক্রাচ, ইত্যাদি)- ৪০০ জন প্রবীণকে।

জনাব এম,ডি আবুল কালাম মহোদয়, আর,আর,আর,সি কতৃক প্রকল্প কার্য ক্রম পরিদর্শ ন	প্রবীণ বান্ধব কেন্দ্রে ফিজিওথেরাপিসেবা প্রদান করা হচ্ছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় :

- প্রবীণ ব্যক্তিদের সাথে কি রকম আচরণ করতে হবে সেই সর্ম্পকে প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত সকল স্টার্ফরা অবহিত হয়েছে যার মাধ্যমে নিজ পরিবার এবং সমাজের অন্য প্রবীণ ব্যক্তিদের সাথে আচরণগত পরিবর্তন হয়েছে।
- প্রবীণ সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে প্রবীণদের মধ্যে সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কেইস ম্যানেজম্টে সর্ম্পকিত বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনাম: বিজিডি এএইচপি রোহিঙ্গা রেস্পন্স পেইজ ত্রি (২০২০-২০২৩) চাইল্ড প্রটেকশন থিম।
প্রকল্পের সময়কাল: জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২১।
দাতা সংস্থা: সেভ দ্য সিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল ইন বাংলাদেশ।

প্রকল্পের কর্ম এলাকা: টেকনাফ, উখিয়া , কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- শিশু সুরক্ষা প্রক্রিয়া উন্নত করা এবং শিশুর অধিকার নিশ্চিত করা।
- কর্ম ক্ষেত্রেসক্ষম ও প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে শিশু
- সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিশু সুরক্ষা এবং কেইস ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- অভিভাবক/পরিচর্য াকারীদেরসাথে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতামূলক অধিবেশন এর মাধ্যমে শিশু সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পেরঅংশগ্রহণকারী/ লক্ষিতজনগোষ্ঠী: রুহিঙ্গা শিশু (০৪ বছর থেকে ১৪ বছর), রুহিঙ্গা শিশুর পরিবার (পিতা-মাতা), মাঝি ও রুহিঙ্গা নেতৃত্ব ও ক্যাম্প প্রতিনিধি।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ:

- সমাজ উন্নয়ন সংগঠন ইপসা এবং আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা সেভ দ্য সিলড্রেন এর মধ্যে বিজিডি এএইচপি রোহিঙ্গা রেস্পন্স পেইজ ত্রি (২০২০-২০২৩) সিপি থিম প্রকল্পের কার্য ক্রমপরিচালনার জন্য চুক্তি সম্পাদিত হয়।
- মাঠ পর্য ায়েপ্রকল্পের কার্য ক্রমপরিচালনার করার জন্য ২০ মার্চ, ২০২১ চট্টগ্রামস্থ ইপসা প্রধান কার্য ালয়ে স্টাফ নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় এবং স্টাফ ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন হয় ।
- মাঠ পর্য ায়েপ্রকল্পের কার্য ক্রমপরিচালনার করার জন্য আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা সেভ দ্য সিলড্রেন এর মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকএরর এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত এফডি-৭ এর অনুমোদন কপি ৩১ মে, ২০২১ হাতে পাই এবং আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা সেভ দ্য সিলড্রেন এর পক্ষ হতে কার্য ক্রমপরিচালনার করার জন্য ৬ মাসের ফান্ড পাঠানো হয়।
- ২৯ এবং ৩০ জুন, ২০২১ প্রকল্প ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম এবং চাইল্ড সেইফ গার্ডি ংপ্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয় । পাশাপাশি প্রকল্পের সকল স্টাফ দাতা সংস্থা সেভ দ্য সিলড্রেন কর্তৃক আয়োজিত রিমোট কেইস ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত বিষয়ে এবং এড্রেসিং জিবিভি বিষয়ে ২টি প্রশিক্ষণ পান।
- অভিভাবক/পরিচর্য াকারীদেরসাথে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতামূলক ১০ টি অধিবেশন সম্পন্ন হয়।

স্টাফ নিয়োগ এবং ওরিয়েন্টেশন পরবর্তী

অভিভাবক/পরিচর্য াকারীগণ এর সাথে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতামূলক অধিবেশন

মূল শিক্ষনীয় বিষয় :

- শিশু সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে শিশু সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিশু সুরক্ষা এবং কেইস ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- অভিভাবক/পরিচর্য াকারীগণশিশু সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতামূলক অধিবেশনে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে শিশু সুরক্ষা বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পাচ্ছে।
- শিশু এবং অভিভাবক/পরিচর্য াকারীগণশিশু সুরক্ষা বিষয়ক অধিবেশনে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে শিশু সুরক্ষা প্রক্রিয়া উন্নত করা এবংকিভাবে শিশুর অধিকার নিশ্চিত করতে হয় সে বিষয়ে জ্ঞান লাভ ও দক্ষতা বৃদ্ধি করার সুযোগ পাচ্ছে।

৪. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনাম: প্রিভেনশন এন্ড রেসপন্স একটিভিটিজ ইমপ্লেমেন্টশন অন কাউন্টার ট্রাপিকিং ইস্যু।
প্রকল্পের সময়কাল: জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১।
দাতা সংস্থা: আই ও এম।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: রাজাপালং, জালিয়াপালং, পালংখালী, রত্নাপালং, হলদিয়া পালাং, উখিয়া, কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: লক্ষিত জনগোষ্টি রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় জনগণকে মানব পাচার প্রতিরোধে সচেতন করা । মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের মর্য াদা অখুণ্য রেখে তাদের সেবা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং স্থানীয় জনগণ (৪০০৯১ জন)।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ :

- এই প্রকল্পের আওতায় উল্লেখিত সময়ের মধ্যে ২৪২ জন মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিকে চিন্হিত করা হয়েছে।
- উক্ত প্রকল্পের আওতায় প্রত্যেক মাসে উখিয়া উপজেলা সহ এর ৫টি ইউনিয়নে মানবপাচার প্রতিরোধ কমিটির সভা আয়োজন করা হয়।
- সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উখিয়া উপজেলায় কর্ম রত সাংবাদিকদের২০১২সালের বাংলাদেশ সরকারের দ্বারা প্রণীত মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন-২০১২ এর উপর কর্ম শালার আয়োজন করা হয়।
- উখিয়া উপজেলায় কর্ম রত এনজিও সুরক্ষা কর্মীদের নিয়ে মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক কর্ম শালার আয়োজন করা হয়।
- সমুদ্র উপকুলীয় মানব পাচার বন্ধের লক্ষ্যে মাঝিদের নিয়ে মানব পাচার প্রতিরোধ সংক্রান্ত কর্ম শালার আয়োজন করা হয়।

মানব পাচার প্রতিরোধ সংক্রান্ত কমিক সেশন

মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটির সভা

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- সরকারী , বেসরকারী,এনজিও ও স্থানীয় জনগণের সাথে সমন্বয় করে এবং বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে সহজে কার্য ক্রম বাস্তবায়ন করা যায়।
- সকলের সাথে সুম্পক রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

৫. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনাম: ইউথ ফ্রম হোস্ট কমিউনিটিস এন্ড রোহিঙ্গা ক্যাম্পস ইন কক্সবাজার এস এজেন্টস অফ চেইন্জ।
প্রকল্পের সময় কাল: ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে ১৫ নভেম্বর ২০২৫ (৫ বছর) ।
দাতা সংস্থা: প্লান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: টেকনাফ, কক্সবাজার।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- যুবক এবং তরুণ প্রাপ্তবয়স্করা লিঙ্গ সমতা এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে উন্নত জ্ঞান এবং মনোভাব প্রদর্শ ন করতে পারবে।
- হোস্ট কমিউনিটিতে যুবক, যুব নারী এবং তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের উপযুক্ত বাজার-নির্দি ষ্ট আয়ের উৎস অ্যাক্সেস করার দক্ষতা এবং সুযোগ সৃষ্টি করা।
- হোস্ট সম্প্রদায়ের যুবক এবং কিশোরীদের (বিশেষ করে মেয়ে এবং যুবতী) জন্য সম্প্রদায়-ভিত্তিক শিশু-সুরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।
- শরণার্থী শিবির এবং হোস্ট কমিউনিটিতে বিদ্যমান পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস সক্ষম করার জন্য কিশোর এবং যুবকদের মৌলিক সাক্ষরতা এবং সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: টেকনাফ উপজেলার সাবরাং, হ্নীলা ও হোয়াইক্যাং ইউনিয়নের অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠি (বয়স ১০ থেকে ২৪ বছর) এবং ক্যাম্প ২১ ও ২৪ এর ১০ থেকে ২৪ বছরের রোহিংগা জনগোষ্ঠি।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ :

- প্রকল্প এলাকা (সাবরাং, হ্নীলা ও হোয়াইক্যাং ইউনিয়ন) হোস্ট কমিউনিটিতে ২৫ ল্পস্থায়ী ইয়ুথ ক্লাব/লার্ণি ং সেন্টার স্থাপন এবং ক্যাম্প২১ ও ২৪-এ ২৫টি হোম-বেজড লার্ণি ং সেন্টার গঠন করা।
- প্রকল্পের জন্য বেনিফিসিয়ারি সংগ্রহ করা (SOYEE- 1500, Education & Protection- 1250), এবং গ্রুপ গঠন।
- ৩টি ইউনিয়নে (সাবরাং, হ্নীলা ও হোয়াইক্যাং ইউনিয়ন) ০৯ CBCP কমিটি গঠন করা এবং তাঁদের ০২দিন ব্যাপী প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।
- TVET এর অংশ হিসাবে ২০ জন সুবিধাভুগীকে ড্রাইভিং কোর্স করানো (চলমান)।
- হোস্ট কমিউনিটিতে নব নির্মি ত ক্লাবগুলো পরিচালনার জন্য প্রতি ক্লাবে ৭ জন সদস্য নির্ব াচন করা(যারা ক্লাব পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন করবেন)।

স্থানীয় প্রশাসনের সাথে প্রকল্প অগ্রগতি শেয়ার

ক্যাম্পে অরিয়েন্টশন সভা

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- দলগতভাবে কাজের মাধ্যমে যেকোনো কাজ সহজে সম্পন্ন করা যায়।
- ইপসা ব্যবস্থাপনার কার্য কর যোগাযোগ ও গঠনমূলক নির্দে শনা প্রকল্প কার্য ক্রম গতিশীলকরে।

৬. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনাম: "এনাবলিং ফোরসিবলি ডিস্প্লেসড নেশনালস অফ মায়ানমার এন্ড এক্সট্রিমলি ভালনারেবল হোষ্ট কমিউনিটি মেম্বারস টু বিল্ড এ সেফার লিভিং এনভারোনমেন্ট।
প্রকল্পের সময়কাল: পহেলা জুন ২০১৯ থেকে ত্রিশ জুন ২০২১ ইং।
দাতা সংস্থা: সলিডার সুইস ।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: পালংখালি ইউনিয়ন , উখিয়া , কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:
প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল লক্ষিত জনগোষ্ঠীপ্রকল্পের উদ্দেশ্য হল লক্ষিত জনগোষ্ঠীগুলিকে নিরাপদ জীবনযাপনের পরিবেশ প্রদান করা যা নিরাপত্তা, মর্য াদাএবং আবহাওয়া এবং খারাপ স্বাস্থ্য পরিস্থিতি থেকে সুরক্ষা প্রদান করে।

প্রকল্পের লক্ষ্য:

- লক্ষিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে অত্যন্ত ঝুঁ কিপূর্ণ পরিবারগুলি উন্নত এবং নিরাপদ স্থানে সুরক্ষিত ট্রানজিশনাল শেল্টারে বাস করে।
- লক্ষিত হোস্ট জনগোষ্ঠীগুলি তাদের সম্প্রদায়ের সম্পদের দুর্যে াগপ্রতিরোধকে শক্তিশালী করে এবং কাজের জন্য নগদ অর্থ উপার্জন করে এবং লিঙ্গ সংবেদনশীল ওয়াশ সুবিধাগুলির সুযোগ পায়।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:
প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে মোট ১২১০ হাউস হোল্ড উপকৃত হয়েছে এবং তিনটি শিবিরের রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের ৬২৯৪ জন পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে। শুধু তাই নয়, কক্সবাজারের উখিয়া, পালংখালী ইউনিয়নের হোস্ট কমিউনিটি কমিউনিটি ওয়ার্ড নং-২, ৩ ও ৪, ডী আর আর স্থিতিস্থাপকতার জন্য ক্যাশ ফর ওয়ার্ক **(CfW)** এর মাধ্যমে রাস্তা সংস্কার সহ কমিউনিটি সম্পদের ৫ টি স্কিম নির্ম াণকরেছে। এই ৫ টি প্রকল্পের অধীনে, মোট ৪১৫ টি পরিবার প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে এবং প্রায় ৮০০০ গ্রামের মানুষ পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ :

- দুটি ফলাফলের অধীনে প্রতিবেদনের সময়কালে প্রকল্পটি নিম্নলিখিত কার্য ক্রমসম্পন্ন করেছে। মোট ১২১০ টার্গে টেডউদ্বাস্তু জনগোষ্ঠী TSA সহায়তা পেয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে, প্রশিক্ষণ, স্থানের উন্নতি, অগ্নি সুরক্ষা এবং শেল্টার নির্মানের কারিগড়ি সহায়তা, এবং নির্মাণের সময় IEC উপকরণ বিতরণ। ৪৫৭ টি হাউস হোল্ড স্বতন্ত্র স্নানের স্থান সুবিধা পেয়েছে এবং আমরা ৪৩৮টি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারকে সমর্থ নকরেছি। হোস্ট জনগোষ্ঠী ৫টি কাজের জন্য নগদ প্রকল্পের মাধ্যমে ৩২ দিনের স্বল্পমেয়াদী কর্ম সংস্থানের সুযোগ থেকে উপকৃত হয়েছে। মোট ৪১৫টি হাউস হোল্ড ক্যাশ ফর ওয়ার্ক কার্য ক্রমএর সাথে জড়িত ছিল এবং ক্যাশ ফর ওয়ার্ক কার্য ক্রমএর সাথে জড়িত থাকার মাধ্যমে সুবিধাভোগীরা আয় তৈরির কার্য ক্রম(IGA) যেমন ছোট ব্যবসা, হাঁস-মুরগি, লালন পালন, দোলনা ইত্যাদির করার জন্য অর্থ ব্যবহার করেছিল। ২০০০ জন ব্যক্তি সহ হোস্ট সম্প্রদায়ের লোকেদের বর্তমান প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা কোভিড-১৯ প্রশমন ব্যবস্থা সহ আমাদের স্বাস্থ্যবিধি প্রচার কার্য ক্রমেরআওতায় ছিল।
- স্ট্রাকচারাল অ্যাসেসমেন্ট এবং সাইট প্ল্যান এবং সাইটের উন্নতি কাঠামোগত মূল্যায়ন: ট্রানজিশনাল শেল্টার অ্যাসিস্ট্যান্স (TSA) এবং 'বেনিফিশিয়ারিদের' প্রয়োজনের উপর আশ্রয় সেক্টর নির্দে শিকা উপরভিত্তি করে, Kobo টুলবক্স অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে ১২১০ আশ্রয়কেন্দ্রে একটি কাঠামোগত মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছিল। প্রতিটি পরিবারের জন্য, কাঠামোগত মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে একটি নির্দি ষ্ট আশ্রয় পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল। স্বতন্ত্র স্নান এবং সাইট উন্নতি প্রকল্প সহ প্রয়োজনীয় এবং নমনীয় উপকরণগুলির প্রয়োজন এমন পরিবারের তালিকাগুলি সম্পন্ন করা হয়েছে, ইপসা এবং সলিডার সুইস শেল্টার সেক্টরের নির্দে শিকা অনুসারেশেল্টারকে উন্নত করতে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করেছে যেমন শেল্টার/সাইটের নিরাপত্তা, ব্রেসিং এবং কলাম স্থাপন করা /beams/purlin প্রতিস্থাপন, বাঁধা, ইত্যাদি। প্রায় ৭৫ জন মিস্ত্রী, যারা রোহিঙ্গা সম্প্রদায় থেকে নির্ব াচিত হয়েছিল এবং ইপসা কর্মীদের মাধ্যমে ট্রানজিশনাল শেল্টার অ্যাসিসট্যান্স (TSA) এর উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবং প্রকল্প দল ক্যাম্পে ৪৭ সাইট উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য কাঠামোগত মূল্যায়নও সম্পন্ন করেছে ক্যাম্প-১৪ , ক্যাম্প- ৮ই -এ ১৫ টি স্কিম এবং ক্যাম্প-১৬ -এ ২১ টি স্কিম। এই স্কিমগুলি তৈরি করা হয়েছে আশ্রয়কেন্দ্র, সাইটের নিরাপত্তা, পাথওয়ে দ্বারা সহজ অ্যাক্সেস এবং ক্যাম্প এলাকায় বৃষ্টি ও পরিবারের বর্জ্য জল প্রবাহের জন্য নিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য । মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে, কারিগরি দল সেই স্কিমগুলির নকশা এবং BoQ প্রস্তুত করেছে এবং ৮৩টি স্কিমের নির্মাণ সামগ্রী ক্রয় করেছে এবং যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্ম কর্তা (সিএমও)ক্যাম্প, এসএমএস টিম এবং ইপসা প্রকল্পের ইঞ্জিনিয়ারদের তত্ত্বাবধানে শরণার্থী শিবিরের জন্য যথাযথভাবে নির্মাণ করা হয়েছে।

- ব্যবহারিক আবাসন নির্মাণের বিষয়ে নির্ব াচিত পরিবারের পুরুষ ও মহিলাদের প্রশিক্ষণ: প্রকল্পের সময়কালে, প্রকল্প দল টিএসএ নির্মানের জন্য ক্যাম্প-১৪ তে ৫২৭ টি পরিবারের (ব্যক্তি ১০৫০ জন যেখানে ৫০% পুরুষ এবং ৫০% মহিলা ছিল), ক্যাম্প-৮ ই-এ ১৯৩ টি আশ্রয়কেন্দ্র/সুবিধাভোগী (পুরুষ) এবং মহিলা) এবং ক্যাম্প-১৬ -এ ৪৯০ জন পরিবারকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে । আইইসি উপকরণগুলির মাধ্যমে - কীভাবে মেঝে প্রস্তুত করতে হয়, ধাতব পাদদেশ স্থাপন, বাঁশের টুকরো এবং সংযোগ, জয়েন্ট এবং

টারপলিন সেটিং এবং আইএসসিজি শেল্টার সেক্টর দ্বারা প্রস্তুতকৃত টাইডিং করার প্রক্রিয়া- ১২১০ জন সুবিধাভোগীকে শেখানো হয়েছিল।

- অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের জন্য স্বদৃষ্টিভঙ্গি এবং সহায়তা ব্যবহার করে আশ্রয় নির্মাণ এবং মাড প্লাস্টারিং ব্যবহার করে অগ্নি সুরক্ষা নির্মাণ: উপকরণ পাওয়ার পর, সমস্ত পরিবার একটি নিজস্ব পদ্ধতিতে শেল্টার সেক্টরের নিয়ম অনুসারে তাদের আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করছে। প্রতিটি হাউস হোল্ড (ইভিআই ব্যতীত) শেল্টার তৈরি করতে পরিবার থেকে শ্রম সহায়তা প্রদান করে তাদের অবদান নিশ্চিত করে এবং প্রকল্পটি ক্যাম্প-১৪ , ৮ই এবং ১৬-এ অত্যন্ত দুর্ব ল ব্যক্তিদের৩৩২ টি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারকে প্রাথমিকভাবে সহায়তা করেছে, যাদের কোনো কর্ম ক্ষম মানুষ নেই । বাকি১০৬ টি হাউস হোল্ড এনসিই-এর অধীনে তাদের আশ্রয় নির্মাণের জন্য মিস্ত্রী ওশ্রমের মাধ্যমে চরম দুর্ব লতার মানদন্ডের অধীনেইভিআই সমর্থ ন পেয়েছে। আমরা মাড প্লাস্টারিংয়ের মাধ্যমে ক্যাম্পের ১২১০ টি পরিবারকে অগ্নি সুরক্ষায় সহায়তা করেছি। রান্নার জায়গার চারপাশে মাটির প্লাস্টার প্রস্তুত করার জন্য আমরা প্রত্যেককে ২০৪ টাকা প্রদান করেছি এবং ISCG নির্দে শিকা অনুসরণ করে রান্নার আগুন থেকে আশ্রয়কে রক্ষা করার জন্য আমরা পরিবারের মহিলা ব্যক্তিদের তাদের রান্নার জায়গা এবং তার আশেপাশের জন্য অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতে উৎসাহিত করি। সেই সচেতনতা থেকে, তারা অনুপ্রাণিত হয় এবং স্বেচ্ছায় তাদের রান্নার জায়গায় মাটির প্লাস্টারিং তৈরি করে।
- কাজের জন্য নগদ পদ্ধতির মাধ্যমে সম্প্রদায়ের অবকাঠামো/সম্পদ উন্নত করা হয়েছে: ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে ক্যাশ ফর ওয়ার্ক প্রোগ্রামের মাধ্যমে মোট ৫ টি সম্পদ বা স্কিম সংস্কার করা হয়েছে। ৪১৫ জন স্বল্পমেয়াদী (৩২ দিনের) কর্ম সংস্থানের সুযোগের সাথে জড়িত ছিলেন. এই হস্তক্ষেপগুলি মূলত দুর্যে াগ ঝুঁকি হ্রাস (ডিআরআর) এর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ঘূর্ণি ঝড়ঝড়-বৃষ্টি এবং বন্যার মতো প্রাকৃতিক বিপদগুলি হ্রাস করার উপর করা হয়েছে। স্কিম গুলার মাধ্যমে সুবিধাভোগীরা সহজে ভ্রমণের সুবিধা পাচ্ছে, বিশেষ করে গর্ভ বতী, স্তন্যদানকারী এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য বর্ষ াকালে মানুষ সহজে চলাচলের সুযোগ পাবে।
- টয়লেট এবং স্নান পুনর্ব াসন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রচার সেশন নির্মাণের মাধ্যমে সম্প্রদায় নির্ব াচিত হোস্ট সম্প্রদায়গুলিতে জল এবং স্যানিটেশন সুবিধার অ্যাক্সেসকে উন্নত করেছে: ৭৫ টি ল্যাট্রিন, ৭০ টি গোসলখানা এবং ২০০০ টি স্বতন্ত্র সচেতনতা স্বাস্থ্যবিধি প্রচার সেশন পরিচালনা করা হয়েছে হোস্ট কমিউনিটি ২, ৩ ও ৪ নং পালংখালী ইউনিয়নে. প্রয়োজনের ভিত্তিতে ল্যাট্রিন ও গোসলের স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রচার সেশন পরিচালনার জন্য ৫০% মহিলা এবং ৫০%পুরুষ দিয়ে মোট ৫৮ টি গ্রুপ ফরম্যাট করা হয়েছে। একই বাজেটে সঞ্চয় করে আরও ৫টি টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। ল্যাট্রিন এবং গোসলখানা সনাক্তকরণের জন্য, একটি কাঠামোগত মূল্যায়ন করা হয়েছিল এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জনগোষ্ঠীদের সাথে পরামর্শ করে সুবিধাভোগীদের তালিকা সহ অবকাঠামোগত অবস্থানগুলি চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং ইউপি সদস্য, চেয়ারম্যান দ্বারা অনুমোদন করা হয়েছে। নকশা, BoQ সহ সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং দরপত্রের জন্য প্রকিউরমেন্ট কমিটিতে জমা দেওয়া হয়েছে। অবশেষে, আমরা ৭৫ ল্যাট্রিন এবং ৭০ টি স্নানের জায়গা তৈরি করেছি। এছাড়াও, প্রকল্পটি ইতিমধ্যে পালংখালী ইউনিয়নের ২০০০ জন লোকের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি সহ তাদের ভাল অভ্যাস এবং কোভিড-১৯ প্রশমন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ সম্পন্ন করেছে, যেখানে পুরুষ এবং মহিলা উভয় অংশগ্রহণকারীরা পর্য াপ্ত

প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থার সাথে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে পৃথক সেশনে অংশগ্রহণ করছিল। প্রকল্পের প্রশিক্ষিত প্রকল্প কর্মীদের দ্বারা ১৭৪ টি হেলথ প্রোমোশন সেশনের উপর সলিডার সুইস শেল্টার সমন্বয়কারী দ্বারা সুবিধা এবং স্বাস্থ্যবিধি সেশনের উপর একটি অভিযোজন পরিচালনা করা হয়েছিল। সুবিধাভোগীরা সচেতনতা প্রাপ্তির পাশাপাশি প্রকল্প থেকে প্রাসঙ্গিক আইইসি উপকরণও পেয়েছিলেন। ওয়াশ সেক্টর এবং কোভিড-১৯ নিয়মের সাথে আইইসি উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল যা হেলথ প্রমোশন সেশনের জন্য ব্যবহার করা হইয়েছে।

নিজ প্রচেষ্টায় ক্যাম্পে সেল্টার নির্মাণ

আগুন থেকে প্রতিরক্ষার জন্য মাটির দিয়ে বানানো সুরক্ষা দেওয়াল

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- **বেসলাইন জরিপ:** বেসলাইন জরিপ প্রকল্প দলকে বেসলাইন সমীক্ষার পদ্ধতি, কীভাবে সম্প্রদায়ের পরামর্শ সভা পরিচালনা করতে হয়, একটি কমিটি গঠন, প্রাথমিক সুবিধাভোগী তালিকা প্রস্তুত করা, KoBo অ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যার ব্যবহার করা এবং অ্যাপ্লিকেশনে ডেটা ইনপুট করতে সাহায্য করেছিল।
- **ক্যাশ ফর ওয়ার্ক কাজের জন্য জমি ও মাটি ব্যবস্থাপনা, ল্যাট্রিন এবং গোসলখানা পুনর্বাসন:**সম্প্রদায়ের নেতারা এবং লোকেরা রাস্তা সংস্কারের জন্য জমি সনাক্ত ও পরিচালনা করতে সাহায্য করেছে। রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রথম উপাদান মাটি এবং এর প্রয়োজনীয়তা প্রচুর। সম্প্রদায়ের লোকেরা জমির মালিকের সাথে পরামর্শ করে জমি ও মাটি যোগান করতে সহায়তা করেছে যা দিয়ে স্কিম এর কাজ গুলো সম্পাদন করা হয়েছে।
- **জনগোষ্ঠীদের প্রকল্পে সংযুক্তিকরন:** প্রকল্পটির শুরু থেকেই সম্প্রদায়ের লোকদের জড়িত করেছে। এটি ঝুঁকি কমাতে এবং এর পাশাপাশি স্থানীয় চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করেছে। সম্প্রদায় আমাদের ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সনাক্ত করতে, স্কিম সনাক্তকরণ, নির্বাচন এবং মালিকানা তৈরি করতে সহায়তা করেছে।

৭. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনাম: ইমার্জেন্সি ফায়ার রেসপন্স ফর রোহিঙ্গা রিফিউজি অফ উখিয়া, কক্সবাজার।
প্রকল্পের সময়কাল: ১ এপ্রিল ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২১ ইং।
দাতা সংস্থা: মুসলিম এইড ইউ কে।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: ৫ নং পালংখালি ইউনিয়ন, উখিয়া, কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন পূরণ করা এবং তাদের স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবন পুনরায় চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় এনএফআই আইটেম সরবরাহ করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: টেকনাফ উপজেলার সাবরাং, হ্নীলা ও হোয়াইক্যাং ইউনিয়নের অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠি (বয়স ১০ থেকে ২৪ বছর) এবং ক্যাম্প ২১ ও ২৪ এর ১০ থেকে ২৪ বছরের রোহিংগা জনগোষ্ঠি।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ :

- আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মৌলিক চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছি।
- ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের রান্না ও পরিবেশনের জন্য পর্য াপ্তপাত্র সরবরাহ করতে পেরেছি।
- ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পর্য াপ্তকাপড় প্রদান করতে পেরেছি।
- স্থানীয় প্রশাসনের কাছে দাতা সংস্থা এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- নারীর পারিবারিক গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে।
- আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য পর্য াপ্তসহায়তা পেয়েছে।

ক্যাম্প ৮ ডব্লিউ এর এসিটেন্ট সি আই সি NFI বিতরণ করছেন

ক্যাম্প ৮ ডব্লিউএ ইপসা ম্যানেজমেন্ট টিম NFI বিতরণ করছেন

মূল শিক্ষনীয় বিষয় :

- কিভাবে আমাদের প্রকল্পের চাহিদা অনুযায়ী সুবিধাভোগী নির্ব াচনকরতে হবে যেখানে অনেক ঘর পুড়ে গিয়েছিল সেটি শিখতে পেরেছি।
- কীভাবে প্রকল্প সম্পর্কে সুবিধাভোগী, স্থানীয় প্রশাসন এবং বিভিন্ন সংস্থার সরকারি-বেসরকারি কর্ম কর্তাদের সাথে ইতিবাচক যোগাযোগ করতে হয় তা শিখেছি।

৮. কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: বেইসলাইন স্টাডি এন্ড ইমপ্লেমেনটেশন অফ সানি কোরিয়া নিউলি ডেবলপম্যান্ট প্রুডাক্ট।

প্রকল্পের সময়কাল: অগাস্ট ২০২০ হতে ফেব্রুয়ারী ২০২২।

দাতা সংস্থা: স্টেট ইউনিভার্সি টি অব নিউ ইউর্ক(সানি কোরিয়া)।

প্রকল্পের কর্ম এলাকা: উখিয়া, কক্সবাজার ।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

The State University of New York Keora (SUNY Korea) এর কারিগরি ও আর্থি ক সহযোগিতায়, কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলায় বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের ক্যাম্প-১৪ তে জন্মগত/দুর্ঘ টনাজনিত রোগের কারণে পঙ্গুত্ববরণকৃত ক্রাচ ব্যবহারকারীদের মধ্যে সারভেকৃত জনগোষ্ঠীর উপর গবেষণার জন্য ক্রাসের রাবার শো প্রদার করে গবেষণা কার্য ক্রমপরিচালনা করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: বিশেষ জনগোষ্ঠী(পঙ্গু), রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ:

The State University of New York Korea (SUNY Korea) এর কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতায়, কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলায় বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের ক্যাম্প-১১,১২,১৩,১৪,১৫,১৯ এ জন্মগত/দুর্ঘটনাজনিত/ রোগের কারণে পঙ্গুত্ববরণকৃত ১০০ ক্রাচ ব্যবহারকারীদের মধ্যে সারভেকৃত জনগোষ্ঠীর উপর গবেষণার জন্য ক্রাসের রাবার শো প্রদার করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত ক্রাচ ব্যবহারীদের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে, তাদের ব্যবহারের উপযোগী কণ্ডে সহনীয় ক্রাচ ডিজাইন তৈরী করা হবে। যা, শারীরিক প্রতিবন্ধী (পঙ্গুত্ববরণকৃত) ব্যক্তিদের চলাচলকে আরও সহজ করবে।

গবেষণার জন্য নির্ধারিত বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রাচশোর মাধ্যমে চলাচলের ফলাফল নির্ণয় কার্যক্রম

গবেষণার জন্য নির্ধারিত বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রাচশোর মাধ্যমে চলাচলের ফলাফল নির্ণয় কার্যক্রম

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- সঠিক চিকিৎসা এবং যথাযথ পর্যবেক্ষণের অভাবে বিভিন্ন কারণে পঙ্গুত্ববরণকারী জনগোষ্ঠী আরও দীর্ঘ মেয়াদী শারিরীক সমস্যায় পতিত হচ্ছে।
- সঠিক পরিমাপের ক্রাচ ব্যবহারের অভাবের কারণে তাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন বগলের নিচে ঘা এবং বুকে ব্যাথা স্থায়ী হয়ে যাচ্ছে।

বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ সাড়াদান ও প্রতিরোধে ইপসা'র কার্য ক্রম

গত ৮ মার্চ, ২০২০ তারিখে বাংলাদেশে প্রথম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী সনাক্ত হয়। ৮ মার্চ ২০২০ইং, ইপসা সিনিয়ার ম্যানেজমেন্ট টীমের কর্ম কর্তাবৃন্দকোভিড -১৯ প্রস্তুতি বিষয়ক একটি সভায় মিলিত হন। সভায় স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদীজরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। কোভিড-১৯ মহামারীতে রেসপন্স করার জন্য ইপসা'র প্রতিটি অফিসকে প্রস্তুত রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। কোভিড-১৯ মহামারীতে ইপসা'র কর্তৃক গৃহিত ও বাস্তবায়িত কার্য ক্রমসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে নিম্মে উপস্থাপন করা হলো।

প্রকল্পের সময়কাল: জানুয়ারী ২০২০ ইং হইতে চলমান

দাতা সংস্থা: দাতা সংস্থা ও সংস্থার নিজস্ব তহবিল।

প্রকল্পের কর্ম এলাকা: কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলা

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

কোভিড-১৯ এর সংক্রমণের মাত্রা কমিয়ে আনা।

স্থানীয় জনগণের মাঝে কোভিড-১৯ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

কোভিড-১৯ ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে নগদ অর্থ, খাদ্র সামগ্রি ও জীবানুনাশক বিতরণ।

ক্ষতিগ্রস্থ অভিবাসীদের পুনরিত্রকরণে সহযোগিতা করা।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ:

১। প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষকে কোভিড-১৯ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে।

২। প্রায় ৫০ হাজার পরিবারকে কোভিড-১৯ বিষয়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা কিটস প্রদান, খাবার সহায়তা ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

৩। বিদেশে আটকে পড়া অভিবাসীদের দেশে ফিরিয়ে আনতে সহযোগিতা করা হয়েছে।

৪। রেডিও সাগরগিরি ও রেডিও দ্বিপ এর মাধ্যমে সচেতনতা কার্য ক্রমচলমান রাখা হয়েছে।

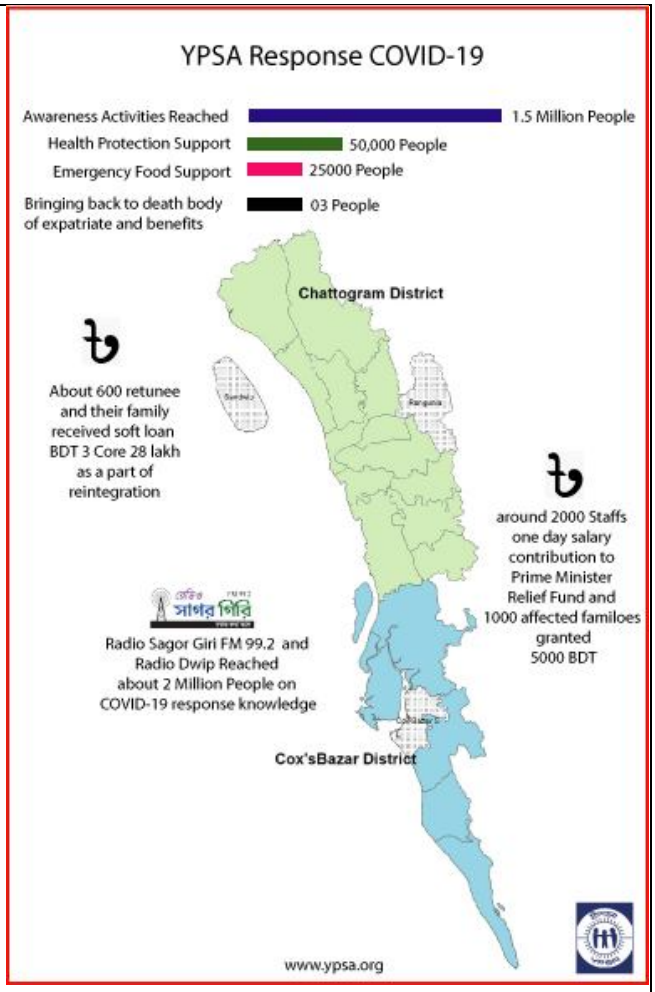

শিক্ষনীয় বিষয়সমূহ:

- চাহিদার তুলনায় উপকরণ বিতরণ তুলনা মূলক কম।
- সচেতনতা নিশ্চিত করা গেলে সংক্রমনের হার কমিয়ে আনা সম্ভব।

লিংক অরগানাইজেশন সমূহ

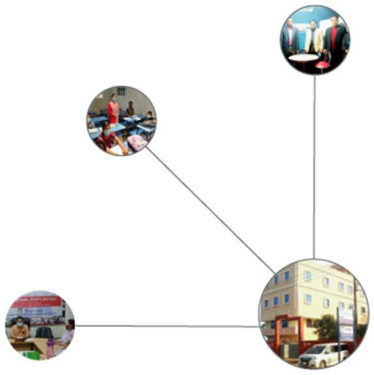

লিংক অরগানাইজেশনসমূহ:

ক্রম নং	ইপসা-লিংক অরগানাইজেশন এর কার্য ক্রম সমূহ
০১	ইপসা আইআরসিডি
০২	এভারগ্রীন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
০৩	ইপসা ডেভেলপমেন্ট রিসোর্স সেন্টার
০৪	রেডিও সাগর গিরি এফ এম ৯৯.২
০৫	রেডিও দ্বিপ
০৬	ইপসা সেন্টার ফর ইয়ুথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট

০১. ইপসা- আইআরসিডি

২০০৫ সালে ইপসা প্রতিষ্ঠা করে ইনফরমেশন, কমিউনিকেশন এন্ড টেকনোলজি রিসোর্স সেন্টার অন ডিজেবেলিটি (আইআরসিডি)। এই লিংক অরগানাইজেশনটির মিশন হল তথ্য-প্রযুক্তিতে প্রতিবন্ধী মানুষের অভিগম্যতা তৈরী করা ও তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। । বর্তমানে, ইপসা আইআরসিডি নিম্মোক্ত কর্ম সূচী/প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়িত করছে, সেই সমস্ত কর্ম সূচীর নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্মে আলোচনা করা হল;

কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: কোভিড ১৯ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ প্রতিবন্ধী মহিলাদের উপযুক্ত কর্ম সংস্থান এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক অধিকার প্রচার করা।

প্রকল্পের সময়কাল: ২০২১ ইং (ছয় মাস)

দাতা সংস্থা: ই এম কে সেন্টার, ঢাকা।

প্রকল্পের কর্ম এলাকা: চট্টগ্রাম সিটি, সীতাকুন্ড, মীরসরাই।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- কোভিড-১৯ আক্রান্ত প্রতিবন্ধী নারীদের সামাজিক মর্য াদা বৃদ্ধি করে তাদের পরিবার ও সমাজের সামনে ব্যক্তিগত ও পেশাগত উভয় স্তরেই তাদের সামর্থ্য ও যোগ্যতা প্রমাণের একটি দৃঢ় সুযোগ প্রদান করে।
- সাধারণ স্বাস্থ্য এবং SRHR বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং সহজলভ্য তথ্য প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ১০০ জন নারীর জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধি করুন।
- একটি অ্যাক্সেসযোগ্য অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে এসআরএইচআরকে অন্তর্ভু ক্ত করে উদ্যোক্তা এবং সাধারণ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য এবং সংস্থানগুলিতে সহজে অ্যাক্সেস নিশ্চিত করুন।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: যুব ও প্রতিবন্ধি জনগোষ্ঠি

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ:

- কোভিড-১৯ আক্রান্ত ৩০জন প্রতিবন্ধী নারী উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন যা তাদের নিজস্ব উদ্যোগ শুরু করতে সক্ষম হয়েছে।
- অনলাইন এবং নিয়মিত অ্যাডভোকেসি মিটিং এর মাধ্যমে এই প্রকল্পের সমস্ত ইভেন্টগুলি ক্রমাগত প্রচার করা হয়েছে এবং বিভিন্ন অনলাইন এবং অফলাইন মিডিয়ার মাধ্যমে সচেতনতামূলক সামগ্রী প্রচার করা হয়েছে যা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে।
- প্রতিবন্ধী মহিলাদের সুনির্দি ষ্ট উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও সুবিধা প্রদান করে ক্ষমতায়ন করা এবং তাদের অধিকার সমন্ধে প্রচার করা।
- স্টেকহোল্ডারদের প্রভাবিত করার জন্য এ বিষয়ে বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার

বাঁশ ও বেতের প্রশিক্ষণ কর্ম সূচী

এন্টারপ্রেনারশীপ ট্রেনিং

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- YPSA জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্লাটফর্মে এই কর্ম সূচীর অর্জনগুলি ভাগ করে নেয় যাতে অন্যান্য সংস্থা এটির প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে।
- পুরানো প্রতিবন্ধী নীতি পরিবর্তন এবং বর্তমান নীতি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে এডভোকেসীর মাধ্যমে সরকারকে প্রভাবিত করে।

২. **কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম**: SRHR সেক্টরে অক্ষমতা অন্তর্ভুক্তি এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতা প্রচারের জন্য চেকলিস্ট।

প্রকল্পের সময়কাল: এপ্রিল'২১ থেকে নভেম্বর'২০২১।

দাতা সংস্থা: Assocciation Femmes Psychologues EN Action (AFPA)।

প্রকল্পের কর্ম এলাকা: চট্টগ্রাম সিটি (০৭, ১৪, ৩৭ এবং ২২)।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- এসআরএইচআর সেক্টরে চেকলিস্ট এবং প্রতিবন্ধী অন্তর্ভুক্তি এবং অভিগম্যতা প্রচারের জন্য অ্যাডভোকেসি সভা এবং অনলাইন প্রচারের আয়োজন করুন।
- এসআরএইচআর সেক্টরে অক্ষমতা অন্তর্ভুক্তি এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতার প্রচারের জন্য একটি অ্যাক্সেসযোগ্য বহুভাষিক চেকলিস্ট তৈরী ।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: কিশোর কিশোরী ও প্রতিবন্ধি জনগোষ্ঠি।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ:

- এসআরএইচআর কেন্দ্রিক সংস্থাগুলি এমন প্রোগ্রাম ডিজাইন করছে যা অ্যাক্সেসযোগ্য এবং অর্থ পূর্ণ ভাবে বয়ঃসন্ধিকালে এবং প্রতিবন্ধী যুবদের অর্ন্তভূক্ত করছে
- চেকলিস্টটি সহজেই বিভিন্ন ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে এবং আগ্রহী পক্ষের জন্য গাইড নথি হিসাবে কাজ করছে।

- অক্ষমতা- অর্ন্তভূক্ত অ্যাক্সেসযোগ্য এসআরএইচআর ব্যাপকভাবে পরিচিত হয়ে উঠেছে এবং সাধারণ অনুশীলনগুলি দিন দিন পরিবর্তিত হচ্ছে। এছাড়াও, সোশ্যাল মিডিয়া প্রচারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং অন্যান্য সম্পর্কিত স্টেকহোল্ডারদের প্রভাবিত করছে।

প্রকল্পের উদ্যেগে চেকলিস্ট এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অন্তর্ভু ক্তি এবং অভিগম্যতা প্রচারের জন্য এডভোকেসী মিটিং

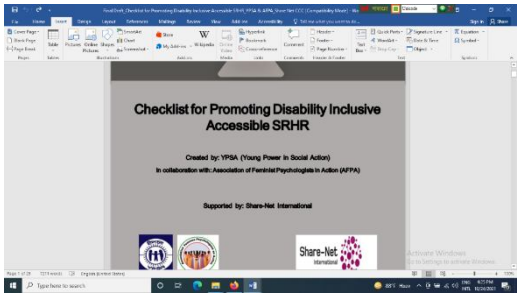

চেকলিষ্ট বা গাইডলাইন

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- চেকলিস্টটি সহজেই বিভিন্ন ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে এবং এই চেকলিষ্টকে একটি গাইড লাইন হিসেবে কাজে লাগাচ্ছে।

- প্রতিবন্ধী যুবদেরকেও এসআরএইচআর বিষয়ে ব্যপকভাবে পরিচিত করে তুলছে।

০৩. কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: এভারগ্রীন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল।

প্রকল্পের সময়কাল: ১৯৯৮ হতে চলমান

দাতা সংস্থা: নিজস্ব ফান্ড

প্রকল্পের কর্ম এলাকাধচট্টগ্রাম, সীতাকুন্ড

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- মনোরম ওনিরিবিলি প্রাকৃতিক পরিবেশে স্কুল ক্যাম্পাস অবস্থিত।

- মেধাবী ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পাঠদান
- সকল ধর্মে র ছাত্রছাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত।
- অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ এবং তাদের সুপরামর্শ ও গঠনমূলক সমালোচনা
- আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করা হয়।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: প্রতিবন্ধি, যুব এবং প্রবীণ জনগোষ্ঠি

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ:

- নতুন ভাবে আবকাঠামো তৈরী ও অবকাঠামোর মান উন্নয়নকরা হয়েছে।
- নতুন বেঞ্চ ক্রয়ের মাধ্যেমে শিক্ষা উপযোগী করা হয়েছে।
- আয় বৃদ্ধি হয়েছে।
- স্কুল মনিটরিং টীম গঠনের মাধ্যেমে স্কুল পরিচালনা হয়েছে।
- স্কুলের সুনাম বৃদ্ধি হয়েছে।

করোনাকালীন সময়ে পাঠ দান

শ্রেণী কক্ষে পাঠ দান

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- ছাত্রছাত্রীদের নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা।
- শৃজনশীল ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষা দান।
- শিশুদের মাতৃস্নেহে শিক্ষাদান।

৪. কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: ইপসা মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র সমূহ (০৩টি আবাসিক)।

প্রকল্পের সময়কাল: চলমান।

দাতা সংস্থা: নিজস্ব তহবিল।

প্রকল্পের কর্ম এলাকা: রাঙ্গামাটি, রামু কক্সবাজার, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- ইপসার নিজস্ব স্থাপনা ও অবস্থান নিশ্চিত করা।
- মানব সম্পদ উন্নয়ন করা।
- সরকারী ও বেসরকারী উন্নয়ন কার্য ক্রমপরিচালনায় সহায়তা করা।
- বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আন্ত-সম্পর্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়তা করা।
- প্রান্তিক জনগোষ্ঠির (যুব, নারী, প্রতিবন্ধি) দক্ষতা বৃদ্ধিম সক্ষমতা আনয়ন।
- সমাজের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে এটি সামাজিক গবেষণাগার হিসেবে কাজ করা।

প্রকল্পের/কর্ম সূচীরঅংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: নারী, শিশু, যুব, প্রতিবন্ধী ব্যাক্তি

প্রকল্পের/কর্ম সূচীরমূল বিশেষ অর্জনসমূহ:

- সংস্থার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ পরিচালনা।
- বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ পরিচালনায় সহযোগিতা।
- বিভিন্ন পাবলিক/প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মিক্ষার্থীদের ফিল্ড পরির্দ শনেরসহযোগিতা।
- উন্নত পরিবেশে শিক্ষার্থীদের/উন্নয়ন গবেষক এর জন্য আবাসন এর ব্যবস্থা ।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির আর্থি কসক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

এইচআরডিসি ক্যাম্পাস-সীতাকুন্ড

এইচআরডিসি ক্যাম্পাস-রামু কক্সবাজার

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- স্থানীয় পর্য ায়ে দক্ষতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির ভাগ্য উন্নয়ন সহজে সম্ভব
- গুনগত সেবার মাধ্যমে সেবাগ্রহীতার সাথে কার্য ক্রর সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব
- স্থানীয় সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

৫. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনাম: রেডিও সাগর গিরি এফ এম ৯৯.২।
প্রকল্পের সময়কাল: চলমান
দাতা সংস্থা: উদোক্তা সংস্থা ইপসা
কর্ম এলাকা: সীতাকুন্ড মিরসরাই, সন্ধীপ, চট্টগ্রাম।
প্রকল্পের/কর্ম সূচীরলক্ষ্য: গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় তথ্য সেবা পৌছে দেওয়ার মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
উদ্দেশ্য:

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী সেবাসমূহে স্থানীয় জনগনের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা ।
- স্থানীয় পর্য ায়ে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্য ক্রম গ্রহনের মাধ্যমে কর্ম সংস্থান সৃষ্টির জন্য ইতিবাচক মনোভাব ও সহায়ক পরিবেশ তৈরী করা।
- স্থানীয় কৃষি, লোকজ, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বিকাশের সহায়তা করা।
- ক্ষুদ্র অর্থ ায়নের কার্য করিতা ও ইতিবাচক দিক এবং ঋনের সুষ্ঠ ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা।
- পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্ত নের সচেতনতা সৃষ্টি ও জনসক্ষেমতা তৈরীতে সহায়তা করা।
- সম্প্রচার এলকার সার্ভি ক সমন্বিত উন্নয়নের সহায়ক হিসাবে কাজ করা।
- সৃজনশীল কর্ম দ্যোগকে সহায়তা করা।

প্রকল্পেরঅংশগ্রহণকারী/ লক্ষিতজনগোষ্ঠী:
কৃষক, শ্রমিক, ধনী, দরিদ্র, পেশাজীবি, মৎস্যজীবি, আদিবাসী নারী-পুরুষ, প্রতিবন্ধী ও শিশু-কিশোর সহ চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার ঝুঁ কিপূর্ণ জনগোষ্ঠী।
প্রত্যক্ষঃ নারী -১,৫০,০০০; শিশু- ৮০,০০০
পরোক্ষঃ নারী -১,৯০,০০০; শিশু- ৯০,০০০

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ:

- সমস্প্রচার এলাকার প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ লোক কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানবাধিকার, পরিবেশ, আবহাওয়া, দূর্যে াগ ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র ঋণ এবং উন্নয়ন কার্য ক্রম বিষয়ে জ্ঞান লাভ করছে এবং সমৃদ্ধ হচ্ছে।
- ২ লক্ষ জন কৃষক কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল তথ্য সম্পর্কে অবহিত হচ্ছে।
- সমুদ্র উপকুলের মাছ ধরা নৌকা ও ট্রলারে জেলেদের মাঝে স্থানীয় ভাষায় সতর্ক সংকেত পাঠানো হছে এবং উপকুলীয় জেলেরা আত্মরক্ষার জন্য যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
- এলাকার জনগন যথাসময়ে নিজস্ব ভাষায় দূর্যে াগজনিত সতর্ক সংকেত পাচ্ছে এবং বুঝতে পারছে দূর্যে াগ ব্যবস্থাপনা,দূর্যে াগের ঝুঁ কি হ্রাস সম্পর্কে সচেতন হছে এবং দূর্যে াগকালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
- ৩ লক্ষ সংখ্যক নারী তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- ১ লক্ষ শিশু কিশোর ও ছাত্র ছাত্রী বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ক ও উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান শুনতে পারছেএবং এলাকায় উন্নয়নমূলক কর্ম কান্ডে স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহনে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে এবং বিভিন্ন সৃৃজনশীল ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্ম কান্ডে সম্পৃক্তা বাড়ছে।
- সার, বীজ, কীটনাশক সহ স্থানীয় পর্য ায়ে উৎপাদিত কৃষি পন্য ও অন্যান্য দ্রব্যের বাজার মূল্য সম্পর্কে উৎপাদনকারীরা সহজেই জানতে পারছে।
- স্থানীয় জনগোষ্ঠী ক্ষুদ্র ঋণ সেবা কার্য ক্রম সংক্রান্ত তথ্য পাচ্ছে।
- বেকার যুবরা প্রশিক্ষন সংক্রাস্ত তথ্য জানতে পারছে এবং আত্মকর্ম সংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্ম কান্ডে সম্পৃক্ত হচ্ছে যা দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে।

জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার

রেডিও সাগরগিরি পরিদর্শ ন করেন বাসস চট্টগ্রাম এর প্রতিনিধিবৃন্দ

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- এলাকার জনগন যথাসময়ে নিজস্ব ভাষায় দূর্যে াগজনিত সতর্ক সংকেত পাচ্ছে এবং বুঝতে পারছে দূর্যে াগ ব্যবস্থাপনা,দূর্যে াগ্ঝে ঝুঁ কি হ্রাস সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে এবং দূর্যে াগকালীন সময়েপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে।
- বেকার যুবরা প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য জানতে পারছে এবং আত্মকর্ম সংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্ম কান্ডে সম্পৃক্ত হচ্ছে যা দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে। যে কোন্দূর্যে াগ যেমন কোভিড ১৯ এর সময় মানুষের জরুরি প্রয়োজনে তাদেরকে যথাসময়ে তাদেরকে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়া ।

৬. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনাম: রেডিও দ্বীপ (ইন্টারনেট রেডিও)।
প্রকল্পের সময়কাল: চলমান
দাতা সংস্থা: উদোক্তা সংস্থা ইপসা
কর্ম এলাকা: সন্ধীপ, চট্টগ্রাম।
প্রকল্পের/কর্ম সূচীর লক্ষ্য: গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় তথ্য সেবা পৌছে দেওয়ার মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করা। রেডিও সম্প্রচারে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা।
উদ্দেশ্য:

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী সেবাসমূহে স্থানীয় জনগনের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা ।

- স্থানীয় পর্য ায়েআয়বৃদ্ধিমূলক কার্য ক্রমগ্রহনের মাধ্যমে কর্ম সংস্থানসৃষ্টির জন্য ইতিবাচক মনোভাব ও সহায়ক পরিবেশ তৈরী করা।
- স্থানীয় কৃষি, লোকজ, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বিকাশের সহায়তা করা।
- ক্ষুদ্র অর্থ ায়নেরকার্য করিতাও ইতিবাচক দিক এবং ঋনের সুষ্ঠ ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা।
- পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্ত নের সচেতনতা সৃষ্টি ও জনসক্ষেমতা তৈরীতে সহায়তা করা।
- সম্প্রচার এলকার সার্ভি ক সমন্বিত উন্নয়নের সহায়ক হিসাবে কাজ করা।
- সৃজনশীল কর্ম দ্যোগকেসহায়তা করা।
- ক্ষুদ্র নৃ জনগোষ্ঠী মান উন্নয়নে কাজ করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ কৃষক, শ্রমিক, ধনী, দরিদ্র, পেশাজীবি, মৎস্যজীবি, আদিবাসী নারী-পুরুষ, প্রতিবন্ধী ও শিশু-কিশোর সহ চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার ঝুঁ কিপূর্ণ জনগোষ্ঠী।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

- সমুদ্র উপকুলের মাছ ধরা নৌকা ও ট্রলারে জেলেদের মাঝে স্থানীয় ভাষায় সতর্ক সংকেত পাঠানো হচ্ছে এবং উপকুলীয় জেলেরা আত্মরক্ষার জন্য যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
- এলাকার জনগন যথাসময়ে নিজস্ব ভাষায় দূর্যে াগজনিতসতর্ক সংকেত পাচ্ছে এবং বুঝতে পারছে দূর্যে াগ ব্যবস্থাপনা,দূর্যে াগেরঝুঁ কি হ্রাস সম্পর্কে সচেতন হছে এবং দূর্যে াগকালেপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
- বেকার যুবরা প্রশিক্ষন সংক্রান্ত তথ্য জানতে পারছে এবং আত্মরক্ষার কর্ম সংস্থানেরলক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্ম কান্ডে সম্পৃক্ত হছে যা দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে।
- জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁ কি মোকাবেলা ও নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণে যুবদের অংশগ্রহণ নিয়ে বিভিন্ন অনলাইন ভিত্তিক (ফেসবুক) অনুষ্ঠান আয়োজন।

রেডিও দ্বীপ এর কার্য ক্রম পরিদর্শ ন করেন কুমিল্লা বার্ড এর অতিরিক্ত মহাপরিচালক

রেডিও দ্বীপ এর কার্য ক্রম এর প্রচারণা

৭. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনাম: ডেভেলপমেন্ট রিসোর্স সেন্টার।
প্রকল্পের সময়কাল: চলমান।
দাতা সংস্থা: ইপসা ।
কর্ম এলাকা: ইপসা'র কর্ম এলাকা।

প্রকল্পের/কর্ম সূচীর লক্ষ্য: নিজ নিজ কর্ম ক্ষেত্রে কাজের পাশাপাশি নিজের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আত্ম উন্নয়নের জন্য ইপসা ডেভেলপমেন্ট রিসোর্স সেন্টার নানামুখি আয়োজনের মাধ্যমে উন্নয়নকর্মীদের মুক্তবুদ্ধি চর্চা ও বিকাশ ঘটাবে।

উদ্দেশ্য:

- ইপসা'র বিভিন্ন নলেজ প্রডাক্টগুলো সংরক্ষণ ও প্রচার;
- সংস্থার উত্তম চর্চাগুলোসংরক্ষণ ও প্রচার;
- সংস্থার কর্মীদের মুক্তবুদ্ধি চর্চা ও বিকাশে কাজ করা;
- জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবস উদযাপন

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ ইপসা'র উন্নয়ন র্কমীদের পাশাপাশি চট্টগ্রামে কর্ম রতঅন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার উন্নয়নকর্মীরা।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

- সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্পের সাথে সমন্বয় সাধন
- দিবস পালন ও ইস্যু ভিত্তিক কর্ম সূচিআয়োজন
- DRC নিয়মিত মান উন্নয়ন।
- আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১ ইং বিশেষভাবে আয়োজন।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর জন্ম শতবার্ষি কীউপলক্ষে দোয়া, আলোচনা ও বঙ্গবন্ধু কর্ণারস্থাপন।

ডিআরসি'র কার্য ক্রম পরিদর্শন করেন বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী প্রফেসর নিয়াজ আহমেদ খান

ডিআরসি'র কার্য ক্রম সম্পর্কে মতামত লিখছেন দর্শনার্থীরা।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- অনেকের মাঝে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠছে।
- ডিআরসি'র কাজের মানন্নোয়ন হয়েছে। ডিআরসি' কার্য ক্রমপরিদর্শন করে 'আলোঘর' প্রকাশনা থেকে বই অনুদান প্রদান করেছে।
- বিভিন্ন দিবস আয়োজনের মাধ্যমে সহকর্মীদের সাথে সর্ম্পক উন্নয়ন ঘটে।

৭. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনাম: সেন্টার ফর ইয়ুথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট।
প্রকল্পের সময়কাল: চলমান।
দাতা সংস্থা: ইপসা'র নিজস্ব অর্থায়ন।
কর্ম এলাকা: ইপসা'র কর্ম এলাকা।

প্রকল্পের/কর্ম সূচীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:
দক্ষতা ও নের্তৃত্ব বিকাশের মাধ্যমে যুবদের ব্যক্তিক উন্নয়ন ও সমাজ উন্নয়নে অংশগ্রহণের ক্ষেত্র তৈরী করা। স্থানীয় উন্নয়নে যুবদের সম্পৃক্ত করা ও নেটওয়ার্ক স্থাপন করা।
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: প্রান্তিক যুব জনগোষ্ঠি, নারী, আদিবাসী, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি ও বিশেষ জনগোষ্ঠি।

প্রকল্পের/কর্ম সূচীর মূল অর্জনসমূহ:

- সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্পের সাথে সমন্বয় সাধন
- দিবস পালন ও ইস্যু ভিত্তিক কর্ম সূচি আয়োজন
- আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে ইপসা র‌্যালী, বৃক্ষ রোপন, আলোচনা সভার আয়োজন করে। ৪০০ মত যুব এই দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এবং দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর আলোচনা করে।
- জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে ইপসা র‌্যালী, বৃক্ষ রোপন, ব্লাড গ্রুপিং, রেডিও সাগর গিরিতে বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। ৬০০ মত যুব এই দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এবং দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর আলোচনা করে। সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে এই দিবস উদযাপন করা হয়।
- আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবস উপলক্ষে ইপসা র‌্যালী, আলোচনা সভা ও ব্লাড গ্রুপিং এর আয়োজন করে। ৩০০ মত যুব এই দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এবং দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর আলোচনা করে।
- করোনা প্রতিরোধে যুবদের করনীয় শীর্ষক এক ফেসবুক লাইভ প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। এই লাইভ প্রোগ্রামে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যুবরা অংশগ্রহণ করেন। করোনা প্রতিরোধে তাদের অংশগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় করনীয় বিষয়ে আলোচনা করেন।
- নিরাপদ শ্রম অভিবাসন নিশ্চিতকরণে সিওয়াইডি’র বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। এই লাইভ প্রোগ্রামে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যুবরা অংশগ্রহণ করেন।
- বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২১ উপলক্ষে এক ফেসবুক লাইভ প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। এই লাইভ প্রোগ্রামে বিভিন্ন দেশ থেকে যুব নেতারা অংশগ্রহণ করেন। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণে তাদের অংশগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় করনীয় বিষয়ে আলোচনা করেন।
- দেশের প্রান্তিক যুবদের একটি প্লাটফর্মে আনয়েনে প্রো-ইয়ুথ নেটওয়ার্ক গঠন করা হয়েছে। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যুবদের সংগঠিত করা হবে।

আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০২১ উদযাপন

ওয়েভিনার ইয়ুথ টক

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- যুবদের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সুযোগ দিলে ওরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ও সম্মানবোধ করে।
- অনেক যুব অনেক দক্ষ, অভিজ্ঞ ও আগ্রহী। তাদের দক্ষতাকে বিকাশ করতে হবে এবং পিছিয়ে পরা যুবগোষ্ঠিকে সমান সুযোগ করে দিতে হবে।
- মহামারীর সময়ে নিজের নিরাপত্তা বজায় রেখে অনলাইনে অনেক সাংগঠনিক কাজ করা যেতে পারে।
- যুব স্বেচ্ছাসেবকদের স্বেচ্ছাসেবী কাজগুলোর স্বীকারপেলে তারা আরও ভালো কাজে করবে ও বেশি করে সম্পৃক্ত হবে।
- প্রান্তিক যুব জনগোষ্ঠিরকে একটি নেটওযার্কের আওতায় আনাগেলে, সামগ্রিক যুব উন্নয়ন কাজে সহজতর হবে।

ইপসার ভবিষ্যত পরিকল্পনা

ইপসা স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে জুলাই ২০২১ থেকে ৫ বছর মেয়াদী ৫ম কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করছে। এ পরিকল্পনার আওতায় ইপসা জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্য ন্ত বিগত এক বছর স্বাস্থ্য শিক্ষা, মানবাধিকার ও সুশাসন, অর্থ নৈতিক ক্ষমতায়ন এবং পরিবেশ্ জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যে াগের ঝুঁকি হ্রাস এবং মানবিক সহায়তা বিষয়ক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্ম কান্ড বাস্তবায়ন করেছে। এ কার্য ক্রম থেকে প্রাপ্ত শিখন্অভিজ্ঞতা, মাঠ পর্য ায়ের চাহিদা্ বর্তমান পরিস্থিতি, ইপসার সক্ষমতা এবং সর্বে াপরি৫ম কৌশলগত পরিকল্পনার আলোকে আগামী এক বছরের জন্য চলমান কার্য ক্রমের পাশাপাশি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করার পরিকল্পনা নিয়েছে।

- ইপসার উন্নয়ন কর্ম কান্ডে প্রাইভেট সেক্টরকে সম্পৃক্ত করা।
- জনগোষ্ঠীর ধরন, বয়স এবং চাহিদা নিরিখে পৃথক কার্য ক্রমগ্রহণ করা যেমন: বয়স্ক জনগোষ্ঠী, যুব সম্প্রদায়, শিশু এবং কিশোর কিশোরী।
- কক্সবাজারের অবস্থানরত বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিক এবং আশ্রয়প্রদাণকারী (স্থানীয়) জনগোষ্ঠীর জন্য দীর্ঘ মেয়াদীউদ্যোগ গ্রহণ।
- ইপসার কর্ম এলাকাকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিন্যাস্ত করে কার্য ক্রম বাস্তবায়ন। কুমিল্লাকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ বলয় তৈরী করা।
- সীতাকুন্ড- ও মীরসরাই উপজেলায় কমিউনিটি ভিত্তিক ইকোটুরিজম প্রকল্পকে বিস্তার করা ।
- চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড, মীরসরাই উপজেলা ও ফেনীর সোনাগাজী উপজেলা'র অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর কে কেন্দ্র করে বিশেষ প্রকল্প গ্রহন।
- চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন দ্বীপ অঞ্চলে বসবাসকারি দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির জন্য সুনির্দি ষ্টকার্য ক্রম গ্রহণ।
- তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে উন্নয়ন কর্ম কান্ডে আরো শক্তিশালীভাবে ব্যবহার করতে একটি পৃথক আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইউনিট চালু করা।
- সচেতনতা, এডভোকেসী এবং তথ্য প্রবাহকে আরো বেগবান করতে সামজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে আরো কার্য করভাবেব্যবহার করা।
- ইপসা পরিচালিত কমিউনিটি রেডিও "সাগর গিরি" ইন্টারনেট "রেডিও দ্বীপ" এর কার্য ক্রম্ পরিধি এবং ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করা।
- কমিউিনিটি পর্য ায়েআইপি টেলিভিশন চ্যানেল চালুর উদ্যোগ গ্রহণ ।
- শিক্ষা ও গবেষণাকে গুরুত্ব দিয়ে নলেজ ভিত্তিক কেন্দ্র স্থাপন করা। যা পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে রুপান্তর করা।
- ই-কমিউনিকেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও বিগ ডাটা বিষয়গুলো প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং এই বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন করা।
- করোনাভাইরাস এর বিস্তার প্রতিরোধ ও কর্মীদের স্বাস্থ্য সর্তকতা বিষয়গুলো সব প্রকল্প/কর্ম সূচীতে অগ্রাধিকার দেওয়া।